তাওহীদের ডাক

৮০তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২৬
www.tawheederdak.com

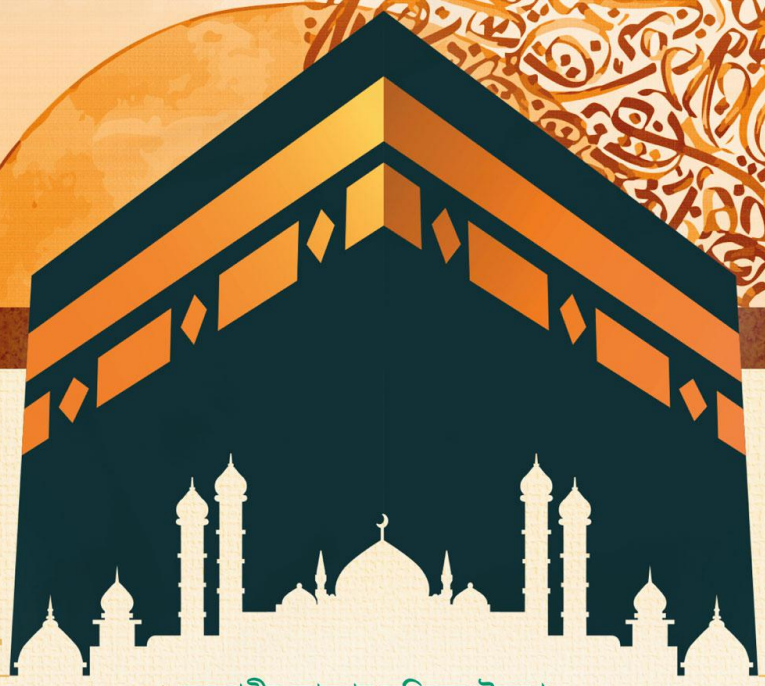

- কুরবানীর আলোয় মুমিনের উত্তরণ
- ডিজিটাল ডিভাইস যখন জ্ঞানের মশাল
- কষ্টের পরতেই প্রশান্তির বীজ
- আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবনকর্ম ও খিলাফতকাল
- মুহাম্মাদ আমান ইবনু আল-জামী (সঊদী আরব)

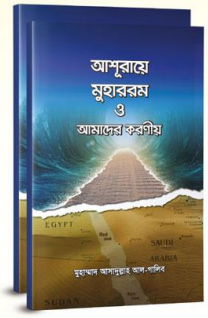

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আশূরার প্রকৃত মর্যাদা কী? এর সঠিক ইতিহাস কী? এই দিনে একজন মুসলিমের করণীয় কী? এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সঠিক দিক-নির্দেশনা পেতে বইটি আজই সংগ্রহ করুন। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত লিফলেটটিও নিজে পাঠ করুন এবং অন্যকে সচেতন করতে বিতরণ করুন।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫৯৫৮৮২২

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ *(বুখারী হা/৪৫০)*।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে। গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকি আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

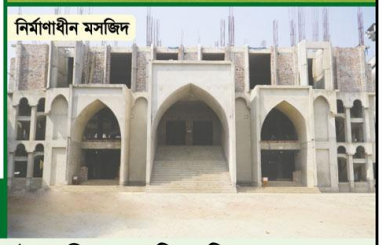

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, পিএলসি রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী।

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

এখানে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার বইসমূহ ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া মধু, কালোজিরা তেল, আতর, সুর্মা, টুপি, জায়নামায ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ভি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৮০ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২৬

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**
  - ▣ **মধ্যপন্থার সংকট ও আমাদের তরুণ সমাজ** ২
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা**
  - ▣ আল্লাহ্র সুসংবাদ প্রাপ্ত বান্দা ৩
- **তাবলীগ**
  - ▣ **কুরবানীর আয়নায় মুমিনের উত্তরণ** ৫
    -আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **তারবিয়াত**
  - ▣ **হালাল রিযিক : দুনিয়া ও আখেরাতের আলোকবর্তিকা** ৮
    -মামূন বিন হাসমত
- **বিশেষ নিবন্ধ**
  - ▣ **জায়নবাদী ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ কিস্তি)** ১৩
    -ডা. মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
- **ইতিহাসের পাতা থেকে**
  - ▣ **আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবনকর্ম ও খিলাফতকাল** ১৬
    -শরীফ হোসাইন
- **তারুণ্যের ভাবনা**
  - ▣ **আল্লাহ্র সান্নিধ্যে হৃদয়ের প্রশান্তি** ১৯
    -রাকীবুল ইসলাম
- **শিক্ষাঙ্গন**
  - ▣ **ডিজিটাল ডিভাইস যখন জ্ঞানের মশাল** ২৩
    -হাসীবুর রশীদ
- **চিন্তাধারা**
  - ▣ **পরীক্ষার পরেই প্রশান্তির প্রভাত** ২৭
    -মুহাম্মাদ আব্দুন নূর
- **সমকালীন মনীষী**
  - ▣ **আবু আহমাদ মুহাম্মাদ আমান আল-জামী (রহঃ)** ৩১
    -তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **পরশ পাথর**
  - ▣ **এডি রেডজোভিকের ইসলাম গ্রহণ** ৩৩
    -তাওহীদের ডাক ডেস্ক
- **গল্প**
  - ▣ **কফির কাপে জীবনের ছাপ** ৩৬
    -নাজমুন নাঈম
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে : শূন্য পকেটের পূর্ণতা** ৩৭
- **সংগঠন সংবাদ** ৩৮
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম), কুইজ** ৩৯
- **শব্দজট** ৪০

সম্পাদকীয়

মধ্যপন্থার সংকট ও আমাদের তরুণ সমাজ

বর্তমান এই ফিতনার যুগে আমাদের মুসলিম তরুণ সমাজ এক অস্থির টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তরুণদের একটি বড় অংশ আজ হয় চরমপন্থা, নতুবা চরম শিথিলতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত। একদিকে নিদারুণ উদাসীনতা, অলসতা, দুনিয়ামুখিতা; অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রবণতা। কেউ দ্বীনের বিষয়গুলোকে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আক্ষরিকভাবে নিয়ে সবকিছু কঠিন করে তোলে, আবার কেউ সহজতার নামে দ্বীনের সীমারেখাকেই মুছে দিতে চায়। এই বাইনারি বা দ্বি-বিভক্ত মানসিকতাই আমাদের অস্থিরতার মূল কারণ। এই দুই মেরুর প্রান্তিকতার মাঝখানে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ পথ, সেটা হ'ল মধ্যপন্থা তথা মানহাজে সালাফের পথ।

মূলতঃ আহলেহাদীছ বা সালাফী পরিভাষা কোন আবেগীয় নাম নয়; এটি কুরআন ও সুন্নাহ তথা দ্বীনের মৌলিক দু'টি ভিত্তিকে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ধারণ করার নাম। এটি যেমন শিরক, বিদ'আত ও বাতিলের বিরুদ্ধে দৃঢ়, তেমনি ন্যায়, প্রজ্ঞা, দয়া ও উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রেও অনন্য। তাই প্রকৃত সালাফী সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে আক্বীদার স্বচ্ছতা যেমন থাকবে, তেমনি আখলাকের সৌন্দর্যও থাকবে; দলীলের দৃঢ়তা যেমন থাকবে, তেমনি সত্যকে গ্রহণ করার সাহসও থাকবে। এসব কিছুই ধারণ করা সম্ভব, যদি আমরা আমাদের আখলাক ও চেতনায় মধ্যপন্থার সহজতা ও সৌন্দর্যকে ধারণ করতে পারি।

দুঃখজনকভাবে আজকের তরুণ সমাজ অধিকাংশই মধ্যপন্থার বিষয়ে সচেতন নয়। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সংবেদনশীল ময়দানে তাদের মধ্যে একটা বড় রোগ যুক্ত হয়েছে 'জাজমেন্টাল' হওয়া। সত্যের অনুসন্ধান বা গভীর উপলব্ধির চেয়ে ট্যাগিং বা লেবেল এঁটে দেওয়াতেই যেন তাদের বেশী তৃপ্তি। সামান্য মতপার্থক্য পেলেই তারা বোলতার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুন্নী, মানহাজী, মাদখালী, জামী, ইখওয়ানী–নানা ট্যাগ দিয়ে তারা নিজেদের পক্ষ-বিপক্ষ ঠিক করে নেয়। এই বিভাজন আমাদের চিন্তার জগতকে যেমন সংকীর্ণ করে ফেলছে, তেমনি একে অপরের প্রতি বিদ্বেষকে উসকে দিচ্ছে। তারা এমনভাবে 'মানহাজ' নিয়ে কথা বলে, যেন জান্নাতী ও জাহান্নামী শ্রেণীবিন্যাস করা এবং এর সার্টিফিকেট বিতরণ করার এলাহী দায়িত্ব তারা নিয়ে বসে আছে। এর ফলে দ্বীনের গভীরতা ও পরিধি যে কত বিশাল, তা বোঝার ধৈর্য বা উদারতা আমাদের মাঝে দিন কে দিন কমে যাচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, বাতিল আক্বীদা, মানহাজ সম্পর্কে সতর্ক করা আলেমদের দায়িত্বের অংশ। কিন্তু সেই সতর্কতা যদি অজ্ঞতা ও আবেগের উপর দাঁড়ায়, নিজের ব্যক্তিগত পক্ষপাত বা বিদ্বেষের উপর ভিত্তিশীল হয়, ন্যায়ের বদলে অন্যায়কে আশ্রয় করে চালিত হয়, তাহ'লে তা সমাজে হেদায়াতের চেয়ে বিভাজনই বেশী সৃষ্টি করে। তাতে উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক।

প্রিয় পাঠক, তারুণ্য হ'ল শক্তির সময়, স্বপ্নের সময়, আত্মগঠনের সময়। এই সময়টাকে যদি আমরা কেবল বিতর্ক, প্রতিক্রিয়া আর পারস্পারিক সংঘাতে ব্যয় করি, তাহলে উম্মাহ একজন সম্ভাবনাময় দাঈ, গবেষক, শিক্ষক বা সমাজসংস্কারককে হারাবে। তাই দ্বীনদার তরুণদের উচিত নিজের ভেতরে তাকানো। আমরা কি সত্যিই আল্লাহ্‌র জন্য দ্বীন শিখছি, নাকি কেবল গোষ্ঠীবাদী সমর্থকগ্রুপ হয়ে উঠছি? আমরা কি মানুষের হেদায়াত চাই, নাকি বিতর্কে জয়ী হতে চাই? আমরা কি সালাফদের ইখলাছ, ইবাদত, ধৈর্য ও দয়ার দিকগুলো অনুসরণ করছি, নাকি কেবল তাদের কঠোরতার ঘটনাগুলো খুঁজে খুঁজে সমাজে বিদ্বেষ তৈরী করছি? আমরা কি আমাদের সমাজ, আমাদের উম্মাহকে এক ধাপ এগিয়ে নিচ্ছি, নাকি আরো বিশৃংখল, বিভক্ত করছি? আমাদের ভাষা কি ধ্বংস করার ভাষা, নাকি সংশোধনের ভাষা। কারণ জান্নাতের পথ কেবল শুদ্ধ আক্বীদার নয়, বরং শুদ্ধ হৃদয়, উত্তম চরিত্র ও মধ্যপন্থারও পথ।

সালাফী মানহাজের অন্যতম সৌন্দর্য হ'ল, এটি মানুষকে যৌক্তিক, দালীলিক, বাস্তববাদী ও দায়িত্বশীল করে তোলে। একজন দ্বীনদার ব্যক্তি স্বীয় সমাজ থেকে পালিয়ে যায় না; বরং সমাজের ভেতরে থেকেই দরদের সংশোধনের কাজ করে। সে পরিবারে উত্তম সন্তান, প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল কর্মী, সমাজে বিশ্বস্ত মানুষ এবং উম্মাহর জন্য উপকারী ব্যক্তি হওয়ার চেষ্টা করে। সে জানে ইসলাম কোন বিতর্কের বস্তু নয়; বরং এটি সচ্চরিত্র, নেক আমল, দাওয়াত প্রদান, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও মধ্যপন্থার মহা অনুশীলনের নাম।

আমাদের তরুণদের প্রয়োজন এমন এক জাগরণ, যা কেবল শ্লোগান বা তত্ত্বনির্ভর নয়; বরং আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য ও প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রয়োজন এমন তারুণ্য, যারা রাতের নির্জনতায় আল্লাহ্‌র সামনে কাঁদবে, দিনের আলোয় মানুষের উপকারে এগিয়ে যাবে। যারা উম্মাহর ব্যথা অনুভব করবে, কিন্তু আবেগের বশে ভারসাম্য হারাবে না; যারা সত্য বলবে, কিন্তু আদব-আখলাক, শিষ্টাচার হারাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, উম্মাহর মূল সংকট কেবল জাগতিক শক্তি না থাকা নয়; বরং নিজেদের ভেতরের অজ্ঞতা, মূর্খতা, বিভাজন, অহংকার এবং আত্মসমালোচনার অভাব।

প্রিয় পাঠক, ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হ'ল তার ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা। মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে 'উম্মাতে ওয়াসাত' বা মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আমাদের তরুণদের তাই মধ্যপন্থী হওয়ার অনুশীলনে যুক্ত হ'তে হবে। রাসূল (ছা.)-এর জীবন থেকে মধ্যপন্থার শিক্ষা নিতে হবে। আর এজন্য তাদেরকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে– (১) কোন বিষয়ে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকতে হবে ও অন্ধভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রবণতা পরিহার করতে হবে। কেননা ভুল স্বীকারের মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয় মধ্যপন্থা। তাই অহেতুক তর্ক-বিকর্কের জালে আটকে থাকা নয়; বরং বাস্তবতা ও সত্যকে মূল্যায়নের অভ্যাস ও পরিপক্কতা অর্জন করতে হবে। (২) আবেগ নয়, বিবেককে সর্বদা খোলা রাখতে হবে। কেননা অতি আবেগ আমাদেরকে ত্বরাপ্রবণ করে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ করে ফেলে এবং বাস্তবতাকে আড়াল করে দেয়। বিশেষ করে দ্বীনী বিষয়ে কোন মত দিতে গেলে সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তা করা অপরিহার্য। পথ চলতে গিয়ে হয়ত কখনও বাধা আসবে।

[বাকী অংশ ৪০ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

আল্লাহ্র সুসংবাদ প্রাপ্ত বান্দা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-

(১) 'নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল' (হামীম সাজদাহ ৪১/৩০)।

২- إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا- فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا-

(২) 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য দয়াময় সৃষ্টি করে দিবেন পরস্পরে ভালবাসা'। 'আমরা তো কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তার মাধ্যমে মুত্তাক্বীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহ পরায়ণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার' *(মারিয়াম ১৯/৯৬-৯৭)*।

৩- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ-

(৩) 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ গবাদিপশু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তাঁর নিকটে তোমরা আত্মসমর্পণ কর এবং তুমি বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ ২২/৩৪)*।

৪- وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ- الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ-

(৪) 'আর যারা তাগূতের পূজা হ'তে বিরত হয় এবং আল্লাহ্র দিকে রুজূ হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের'। 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে উত্তমটির অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*।

৫- إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا-

(৫) 'নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয় যা সবচাইতে সরল। আর তা সৎকর্মশীল মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৯)*।

৬- إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

(৬) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরীদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এই অঙ্গীকারকে তিনি নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন তাওরাতে, ইনজীলে ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা' *(তওবা ৯/১১১)*।

৭- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- الَّذِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ- لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

(৭) 'মনে রেখ (আখেরাতে) আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। 'যারা ঈমান আনে ও সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে'। 'তাদের জন্যই সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। আর (মুমিনের জন্য) এটাই হ'ল বড় সফলতা' *(ইউনুস ১০/৬২-৬৪)*।

হাদীছের বাণী :

(৮) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا-

(৮) (তাবেঈ) আবু বুরদাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তার দাদা আবু মূসা আশ'আরী এবং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনে (দ্বীন প্রচার ও শাসকরূপে) প্রেরণ করার সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা (মানুষের জন্য সবকিছু) সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও, বিতৃষ্ণ করো না। আর তোমরা পরস্পর একমত হয়ে চলো, দ্বিমত পোষণ করো না'।[১]

(৯) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ-

(৯) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'ক্বিয়ামত যখন নিকটবর্তী হবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। আর তোমাদের মধ্যে যার কথা যত বেশি সত্য, তার স্বপ্নও তত বেশি সত্য হবে। মুমিনের স্বপ্ন নবুঅতের ৪৫ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার। (১) নেক বা ভালো স্বপ্ন যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ (২) শয়তানের পক্ষ থেকে দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী স্বপ্ন (৩) মানুষের নিজের মনে মনে চিন্তা করা কোনো বিষয় যা স্বপ্নে ফুটে ওঠে'।[২]

---

১. *বুখারী হা/৩০৩৮; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৭২৪।*
২. *মুসলিম হা/২২৬৩।*

(١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ –

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দ্বীন (ইসলাম) সহজ। যে কেউ দ্বীনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে, দ্বীন তার ওপর প্রবল হয়ে যাবে। অতএব তোমরা সঠিক পথে থাকো, সঠিকের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করো, সুসংবাদ গ্রহণ করো, আর সকাল-সন্ধ্যা এবং রাতের শেষভাগের কিছু অংশ ইবাদতের মাধ্যমে সাহায্য চাও'।[৩]

(١١) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

(১১) হযরত বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অন্ধকারের মধ্যে মসজিদের দিকে হেঁটে যাতায়াতকারীদের ক্বিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও'।[৪]

(١٢) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصِيبٌ

(১২) হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'এই উম্মতকে সুসংবাদ দাও উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, বিজয় এবং যমীনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার। তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের (পরকালের) কোনো আমল করবে, পরকালে তার জন্য (পুরস্কারের) কোনো অংশ থাকবে না'।[৫]

(١٣) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ–

(১৩) নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, এর কাছাকাছি পথে থেকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারো আমলই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না'। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও কি না? তিনি বললেন, 'আমিও না। তবে যদি আল্লাহ আমাকে তার রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। তোমরা জেনে রাখো, নিয়মিত আমলই আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশী পসন্দের, যদিও তা পরিমাণে কম হয়'।[৬]

(١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ–

(১৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখনই কোন ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে তালবিয়া পাঠ করে, তাকে অবশ্যই সুসংবাদ দেওয়া হয়। আর যখনই কোন ব্যক্তি তাকবীর ধ্বনি দেয়, তাকে অবশ্যই সুসংবাদ দেওয়া হয়'। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।[৭]

(১৫) হযরত ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করাকে পসন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপসন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপসন্দ করেন। তখন আয়েশা (রাঃ) অথবা তাঁর কোন এক স্ত্রী বললেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপসন্দ করি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'বিষয়টি সেরকম নয়; বরং মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর বিশেষ মর্যাদার সুসংবাদ দেওয়া হয়। ফলে তার সামনে যা রয়েছে, তার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই থাকে না। তখন সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালোবেসে ফেলে এবং আল্লাহ্র তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে পসন্দ করেন'।[৮]

মনীষীদের বক্তব্য :

(১) হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'তোমরা তিনটি জিনিসের মধ্যে ইবাদতের মধুর স্বাদ অনুসন্ধান করো। ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত এবং যিকিরে। যদি তা খুঁজে পাও, তবে অবিচল থাকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর যদি তা খুঁজে না পাও, তবে জেনে রেখো, তোমার (অন্তরের) দুয়ার বন্ধ রয়েছে'।[৯]

(২) ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার গুনাহগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর আফসোস ও ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার পাপ সমূহ শত বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এ কারণে তাকে কবরে আযাব দেওয়া হবে যতদিন তার এই গুনাহ বিলুপ্ত না হবে'।[১০]

(৩) ইমাম রাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমার বিছানা যখন মাটির কবর হবে আর আমি দয়াময় প্রভুর প্রতিবেশী হব, তখন হে প্রিয়জনেরা, তোমরা আমাকে এই বলে অভিনন্দন জানিও যে, তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি এক পরম দয়ালু সত্তার দরবারে এসেছ!'[১১]

সারবস্তু :

(১) যারা মহান আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে হকের ওপর অবিচল থাকে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত, পরস্পরের ভালোবাসা ও মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। (২) মানুষের কেবল নিজস্ব আমল জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের আকাংখাই বান্দাকে জান্নাতের সুসংবাদ ও পরম সফলতা এনে দেয়। (৩) সুতরাং প্রকৃত সুসংবাদপ্রাপ্ত তো সেই ব্যক্তি, যার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে তার সমস্ত গুনাহের খাতাও চিরতরে মুছে যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

৩. বুখারী হা/৩৯, ৫৬৬৩; মিশকাত হা/১২৪৬।
৪. তিরমিযী হা/২২৩; আবুদাউদ হা/৫৬১; মিশকাত হা/৭২১।
৫. আহমাদ হা/২১২৬০; সনদ হাসান-শো'আইব আরনাঊত্ব।
৬. মুসলিম হা/২৮১৮।
৭. মু'জামুল ওয়াসীত্ব হা/৭৭৭৯; ছহীহাহ হা/১৬২১।
৮. বুখারী হা/৬৫০৭; মুসলিম হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৬০১।
৯. আবু নু'আইম ইস্পহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৬/১৭১ পৃ.।
১০. গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৭৪ পৃ.।
১১. মুহাম্মাদ আলী ইবনু 'আল্লান, দালীলুল ফালিহীন ২/৩৬১ পৃ.।

কুরবানীর আয়নায় মুমিনের উত্তরণ

- আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা : জীবন মানেই এক নিরন্তর সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের সার্থকতা নিহিত থাকে ত্যাগের মহিমায়। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে যত মহান বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তার প্রতিটি বাঁকে মিশে আছে ত্যাগের গল্প। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর জন্য 'কুরবানী'কে কেবল একটি বার্ষিক উৎসব হিসাবে দেননি। বরং এর আমাদের ভেতরের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার এক আধ্যাত্মিক পরশপাথর। কুরবানী আমাদের শেখায়, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ করা নয়, বরং মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে বিলিয়ে দেওয়া। এটি আমাদের আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য এবং শৃংখলা শিক্ষা দেয়। যখন একজন মুমিন আল্লাহ্র নামে পশুর গলায় ছুরি চালায়, তখন সে আসলে তার মনের ভেতরে থাকা পশুত্ব, অহংকার এবং স্বার্থপরতাকেই বিসর্জন দেয়। কুরবানীর এই মহান শিক্ষা আমাদের যাপিত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রেরণা জোগাতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরবানীর আয়নায় মুমিনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হ'ল।-

কুরবানী নববী সুন্নাত :

ইসলামী শরী'আতে কুরবানী হ'ল একটি সুমহান 'সুন্নাহ'। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ– 'যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে পশু যবেহ করল, সে কেবল নিজের (গোশত খাওয়ার) জন্যই যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পর যবেহ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হ'ল এবং সে মুসলিমদের সুন্নাহ লাভ করল'।[১২] অত্র হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) শিখিয়েছেন যে, যদি কোন সঠিক কাজ সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে করা না হয়, তবে তার প্রকৃত মূল্য হারিয়ে যায়। সাথে সাথে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক অনুসৃত আমলগুলো তাঁর দেখানো পদ্ধতিতেই হ'তে হবে। তবেই সেটি সুন্নাহ হিসাবে গণ্য হবে।

খলীলুল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাহর পুনর্জাগরণ :

কুরবানী কেবল একটি নির্দিষ্ট দিনে পশু যবেহের নাম নয়। বরং এটি মুমিনের জীবনের এমন এক আয়না, যেখানে ফুটে ওঠে তার ঈমান, আনুগত্য এবং আল্লাহ্র প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার প্রকৃত রূপ। কুরবানী এই আত্মত্যাগের ইতিহাস আজ থেকে কয়েক হাযার বছর আগে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর কলিজার টুকরো সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে কুরবানী করতে উদ্যত হয়ে যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আসা মুসলিম উম্মাহর জন্য সেই স্মৃতিকে স্মরণীয় করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ– وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ– قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ– إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ– وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ– وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ– 'অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেলল'। 'তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম হে ইব্রাহীম! অবশ্যই তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি'। 'নিশ্চয়ই এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। 'আর আমরা তার বিনিময়ে তাকে দান করলাম একটি মহান কুরবানী'। 'এবং আমরা তার প্রশংসাবাণী অব্যাহত রাখলাম পরবর্তীদের মধ্যে' *(ছফফাত ৩৭/১০৩-১০৮)*।

কুরবানী আমাদের শেখায়, হারানো মানেই শেষ হয়ে যাওয়া নয়; বরং আল্লাহর জন্য কোনো কিছু হারানো মানে হ'ল চিরস্থায়ী ও মহান কোনো প্রাপ্তির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। তাই ইব্রাহীমী এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ত্যাগের মাধ্যমে বিজয়ের সোপানে আরোহণ করুন। কারণ যে হৃদয় আল্লাহর জন্য বিসর্জন দিতে জানে, সেই হৃদয়ই প্রকৃতপক্ষে জয়ী হয়।

আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :

একজন মুমিনের উপর আল্লাহ্র সীমাহীন করুণার জীবন্ত নিদর্শন হ'ল কুরবানীর এই মহান আমল। কেননা যে, মহান আল্লাহ পশুকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। যদি তিনি তা না করতেন, তবে আমাদের সাধ্য ছিল না তাকে সামলানোর। আল্লাহ বলেন, كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ– 'এভাবে ওগুলিকে (কুরবানীর পশু) আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব তুমি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও' *(হজ্জ ২২/৩৬)*।

প্রভূত দুনিয়াবী কল্যাণ :

আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে ব্যয় করলে কখনো সম্পদ কমে না। বরং এই আত্মিক ও আর্থিক কুরবানীর মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ.... 'আর কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রয়েছে' *(হজ্জ ২২/৩৬)*।

১২. বুখারী হা/৫৫৪৬; মুসলিম হা/১৯৬১; মিশকাত হা/১৪৩৭।

ইবনু কাছীর (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সালাফে ছালেহীন বা পূর্বসূরীগণের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন, যারা ঋণ করে হলেও কুরবানীর জন্য উট নিয়ে আসতেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি ঋণ করে কুরবানীর পশু কিনছেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি মহান আল্লাহ্র বাণী থেকে জেনেছি তিনি বলেছেন, এতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রয়েছে'।[১৩]

তাক্বওয়া অর্জনের মাধ্যম :

আমাদের যাপিত জীবনে আমরা যা কিছু করি, তার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত তাক্বওয়া। কেননা আল্লাহ্র দরবারে পশুর রক্ত বা গোশত পৌঁছায় না, বরং পৌঁছায় সেই 'তাক্বওয়া' যা পশুর গলায় ছুরি চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন, لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ– 'ওগুলির গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীতি' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। সুতরাং পশুর গলায় ছুরি চালানোর সময় আপনার মনে আল্লাহ্র প্রতি কতটুকু ভালোবাসা ও ভয় কাজ করছিল, তা-ই আসল।

নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমা :

পুণ্যবানরা পরকালকে ভয় করেন। এই ভয়ই তাদের দানশীল হ'তে উদ্বুদ্ধ করে। যখন দুনিয়াদার মানুষ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন তারা তাদের প্রিয় খাদ্য ও সম্পদ বিলিয়ে দেন সেইসব মানুষের মাঝে, যাদের থেকে কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশা নেই। আমাদের কুরবানীর পশুর যে অংশটি আমরা নিঃস্বার্থভাবে নিঃস্ব, অভাবী যারা চায় এবং যারা চায়না তাদের যা দেই, তা মূলত আমাদের জন্য পরকালীন নিরাপত্তা স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا– إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا– إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا– فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا– 'তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে'। '(তারা বলে) আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র চেহারা কামনায় তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। তোমাদের নিকট থেকে আমরা কোনরূপ প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না'। 'আমরা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে এক ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটের দিনকে ভয় করি'। 'অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট হ'তে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ' *(দাহর ৭৬/৫-১২)*।

অন্নদান শ্রেষ্ঠ মানবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য :

মানবজীবনের প্রকৃত স্বার্থকতা ত্যাগের মাধ্যমে অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যে নিহিত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর গোটা জীবনে কেবল ইবাদতের কথাই বলেননি। বরং অন্নহীনকে খাবার দেওয়া এবং অভাবীদের পাশে দাঁড়ানোকে সর্বোত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে অন্যকে খাদ্য দান করে'।[১৪] আর যথাযথভাবে কুরবানীর গোশত বন্টনের মধ্যদিয়ে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

কুরবানীর মাধ্যমে ডান দিকের সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্তি :

কুরবানীর গোশত ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের সময় সবার আগে নিজের গরীব আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের খোঁজ নেওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন, أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ– يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ– أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ– ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ– أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ– 'অথবা ক্ষুধার দিনে অন্নদান করা', 'ইয়াতীম নিকটাত্মীয়কে', 'অথবা ভূলুণ্ঠিত অভাবগ্রস্তকে'। অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় ও পরস্পরকে দয়ার উপদেশ দেয়'। 'এরাই হ'ল ডান পাশের মানুষ' *(বালাদ ৯০/১৪-১৮)*। এছাড়াও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের পাশে দাঁড়ানো দ্বিগুণ ছওয়াবের কাজ'।[১৫]

মুমিনের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশের মাধ্যম :

মুমিনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হ'ল তার কোন কাজ বা আচরণের মাধ্যমে অপর একজন মুসলিমের বিষণ্ণ হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করা। কুরবানী সেই আনন্দ বিলিয়ে দেওয়ার এক শ্রেষ্ঠ মৌসুম। যখন আপনি কুরবানীর গোশত নিয়ে কোনো অসহায় মানুষের দ্বারে পৌঁছান, তখন তার তৃপ্তির হাসি কেবল আপনার জন্য ছওয়াবই বয়ে আনে না, বরং মহান আল্লাহ্র কাছে আপনাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। হযরত ইবনুল মুনকাদির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম হ'ল তোমার (অন্য) মুমিন ভাইয়ের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো। তা হ'তে পারে তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার মাধ্যমে, তার কোনো প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার মাধ্যমে অথবা তার কোনো বিপদ বা দুশ্চিন্তা দূর করে দেওয়ার মাধ্যমে।[১৬]

কুরবানীর মৌসুমে অনেক পরিবার হয়তো অর্থাভাবে পশু যবেহ করতে পারে না। তাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিন এবং তাদের সন্তানদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ সেটিই হবে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

বহুগুণ নেকী বৃদ্ধি :

একটি ছোট গৃহপালিত পশুর বাচ্চাকে যেমন আপনি যত্ন করেন, খাবার দেন এবং আস্তে আস্তে সেটি বড় হয়। ঠিক

১৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২২১।

১৪. ইবনু আসাকির, আল-মাক্বাতিল; ছহীহাহ হা/৪৪।
১৫. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪।
১৬. বায়হাকী শো'আবুল ঈমান হা/৭২৭৪; ছহীহা হা/২২৯৯।

তেমনি আপনার সামান্য দানকেও আল্লাহ লালন করেন। অতঃপর হঠাৎ দেখা যাবে সেটি পাহাড়ের মতো বিশাল ও মহান কিছুতে পরিণত হয়েছে। তাই পরিমাণের চেয়ে উপার্জনের বিশুদ্ধতাই আল্লাহ্র কাছে বেশি দামী।[১৭]

সুতরাং একটি খেজুরের মতো সামান্য দানও আল্লাহ্র কাছে তুচ্ছ নয়। কুরবানীর আনন্দঘন দিনগুলোতে অভাবী মানুষকে ভুলে যাবেন না। আপনার আশে-পাশে অনেক অভাবী মানুষ পাবেন, তাদের পাশে দাঁড়ান। সার্বিক খোঁজ-খবর নিন ও সহযোগিতা করুন। ক্বিয়ামতের দিন সেটিই আপনার সামনে একটি বিশাল পাহাড়ের ছওয়াব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি ও জান্নাতের পথ সুগম :

ঈমানের পূর্ণতা আসে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মমত্ববোধের মাধ্যমে। ইসলামী শরী'আতে মুমিনদের এক দেহের মতো তুলনা করা হয়েছে। যখন আপনি আপনার কুরবানীর গোশত নিয়ে অন্য ভাইয়ের পাশে দাঁড়ান কিংবা মুখে হাসি নিয়ে তাকে সালাম দেন, তখন আপনাদের মাঝে তৈরি হয় জান্নাতী সম্প্রীতি। এই পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। আর পূর্ণ ঈমান ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।[১৮]

তাই কুরবানীর এই দিনগুলোতে যখন আমরা একে অপরের বাড়িতে যাই, তখন পারস্পরিক সালামের বিনিময় হয়। এতে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ্র দরবারে ত্যাগের কবুলিয়াত :

মুমিন জীবনের প্রতিটি ইবাদতের মূল লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইবাদতের গুরুত্ব থাকলেও ১০ই জিলহজ্জ বা কুরবানীর দিন আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়। বরং এটি বান্দার অন্তরের তাক্বওয়া এবং আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের এক বহিঃপ্রকাশ। এই মহান দিন সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ 'নিশ্চয় দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হ'ল, নাহরের (কুরবানীর) দিন। এরপর এর পরবর্তী দিন (কুরবানীর দ্বিতীয় দিন)'।[১৯]

আনন্দের মধ্যেও আল্লাহ্র যিকিরে আত্মিক সিক্ততা :

একজন মুমিন উৎসবের দিনেও তার রবের কথা ভুলে যায় না। আনন্দের আতিশয্যে আমরা যেন আমাদের ছালাত, তাকবীর এবং দ্বীনি দায়িত্বগুলো ভুলে যাই না। বরং আনন্দ ও ত্যাগের এই অপূর্ব ভারসাম্যই ইসলামী শরী'আতের মূল সৌন্দর্য। হযরত নুবাইশাহ আল-হাযালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ– 'আইয়ামে তাশরীক্ব তথা কুরবানীর পরবর্তী তিন দিন হ'ল পানাহার এবং মহান আল্লাহ্র যিকিরের দিন'।[২০]

ছহেবে মির'আত বলেন, এই দিনগুলোতে পানাহারের নির্দেশের পরপরই আল্লাহ্র যিকিরের নির্দেশ দেওয়ার কারণ হ'ল বান্দা যেন কেবল নিজের প্রবৃত্তি আর স্বাদ আস্বাদনেই ডুবে না যায় এবং এই আনন্দের দিনগুলোতে মহান আল্লাহ্র হক বা অধিকারের কথা ভুলে না যায়।[২১]

উপসংহার :

কুরবানী আমাদের শেখায় কোনো ত্যাগই বৃথা যায় না। বরং তা আল্লাহ্র নিকট লালিত-পালিত হ'তে থাকে। আপনি আজ আল্লাহ্র জন্য যে ক্ষুদ্র ত্যাগটুকু করবেন, তা কাল আপনার জন্য মুক্তির বড় অসিলা হয়ে দাঁড়াবে। ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে মনুষত্বের স্তরে উন্নীত হয়। আপনার ভেতরের অলসতা, হিংসা আর সংকীর্ণতাকে আজ কুরবানী দিন। ত্যাগের এই মহান আদর্শকে কেবল বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সীমাবদ্ধ না রেখে একে আপনার জীবনের স্থায়ী নীতিতে পরিণত করুন। কারণ, যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে জানে, দিনশেষে পৃথিবীটা কেবল তার জয়েই মুখরিত হয়। আসুন, এবারের কুরবানীর প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে তুলি। আমাদের পশু যবেহ, আমাদের ছালাত এবং আমাদের দান সবই যেন হয় একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আমরা আল্লাহ্র সেই প্রতিধ্বনি তুলি, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ– 'বল, আমার ছালাত ও আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবকিছুই জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*।

[কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১৭. বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮।
১৮. মুসলিম হা/৫৪; মিশকাত হা/৪৬৩১।
১৯. আবু দাঊদ হা/১৭৬৫; মিশকাত হা/২৬৪৩।
২০. মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।
২১. মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ ৭/৭০ পৃ.।

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ
At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

হালাল রিযিক : দুনিয়া ও আখেরাতের আলোকবর্তিকা

-মামুন বিন হাসমত

ভূমিকা : ইসলামী জীবনাদর্শনে রিযিক কেবল পেট পূর্ণ করার নাম নয়। বরং এটি হ'ল স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এক নিবিড় সেতুবন্ধন। হালাল রিযিক হ'ল সেই আলোকবর্তিকা, যা একজন মুমিনের অন্তরে তাক্বওয়ার নূর জ্বালিয়ে দেয়। এটি সেই পবিত্র জ্বালানি, যা দেহকে ইবাদতের শক্তি জোগায় এবং আত্মাকে করে তোলে কলুষমুক্ত। বিপরীতে হারাম রিযিক আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় মনে হলেও তা আসলে এক মরীচিকা। যা দো'আ কবুলের পথ রুদ্ধ করে এবং পরকালের অনন্ত যাত্রাকে করে তোলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। আজকের এই প্রবন্ধে আমরা সেই সত্যেরই সন্ধান করব, কীভাবে হালাল রিযিক আমাদের এই নশ্বর পৃথিবী এবং অবিনশ্বর আখেরাত আলোকবর্তিকা স্বরূপ হ'তে পারে।-

হালালের সংজ্ঞা : হালালের আভিধানিক অর্থ হ'ল الْمُبَاحُ বা বৈধ। পারিভাষিক অর্থে, هُوَ الْمُبَاحُ الَّذِي انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَةُ الْحَظْرِ وَأَذِنَ الشَّارِعُ فِي فِعْلِهِ 'হালাল ঐ বৈধ জিনিস যা নিষেধাজ্ঞার বন্ধন হ'তে মুক্ত এবং শরী'আত যে কর্মের প্রতি অনুমোদন দেয়'।[১] রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায়, الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ– 'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন'।[২]

রিযিকের সংজ্ঞা : আল্লামা ইবনু মানযুর রিযিকের সংজ্ঞায় লিখেছেন, الرِّزْقُ هُوَ مَا تَقُوْمُ بِهِ حَيَاةُ كُلِّ كَائِنٍ حَيٍّ 'রিযিক হ'ল এমন বস্তু, যার মাধ্যমে প্রতিটি জীবন্ত সত্তার জীবন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়'।[৩]

রিযিক অন্বেষণে সালাফদের সতর্কতা : (১) সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে হালালের দশ ভাগের নয় ভাগও ছেড়ে দিতাম'।[৪] (২) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যার পেটে হারাম খাদ্য রয়েছে, তার কোনো আমল কবুল হয় না'।[৫] (৩) ইমাম ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'তুমি রাতভর ইবাদত করলেও, যদি তোমার খাদ্য হারাম হয়, তা তোমার কোনো উপকারে আসবে না'।[৬] (৪) ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয (রহঃ) বলেন, ইবাদত আল্লাহ্র এমন এক সঞ্চিত ভাণ্ডার, যার চাবিকাঠি হ'ল দো'আ। আর সেই চাবির দাঁত হচ্ছে হালাল খাদ্য গ্রহণ'।[৭]

রিযিক ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ : রিযিক কেবল একটি অর্থনৈতিক শব্দ নয়। এটি আমাদের ঈমানের এক গভীরতম পরীক্ষা। রিযিক মূলত অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও রিযিকের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ বা রুকন হিসাবে বিবেচিত। মহান আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি অনন্য নাম হ'ল 'আর-রাযযাক'। তাই রিযিক দেওয়া মহান আল্লাহ্র রুবূবিয়াত বা প্রভুত্বের এক অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে, ছোট-বড় নির্বিশেষে, সকল প্রকার রিযিক দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ– 'নিশ্চয় আল্লাহই তো সবচেয়ে বড় রিযিকদাতা ও প্রবল শক্তির অধিকারী' *(যারিয়াত ৫১/৫৮)*। যখন আপনি জানবেন যে আপনার রিযিকদাতা স্বয়ং আল্লাহ, তখন আপনার দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা নয়। মানুষ আপনাকে বঞ্চিত করতে পারে, পৃথিবী আপনাকে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু 'আর-রাযযাক' কখনো আপনাকে ভুলে যাবে না।

রিযিক পূর্বনির্ধারিত : আপনার রিযিক আপনার জন্য ঠিক সেভাবেই নির্ধারিত, যেভাবে আপনার মৃত্যু নির্ধারিত। মৃত্যু যেমন মানুষকে খুঁজে বের করে নেয়, আপনার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিকও ঠিক তেমনি আপনাকে খুঁজে নিবেই। কোনো শক্তিই তা আটকাতে পারবে না। মানুষ যখন পৃথিবীর আলো দেখেনি, যখন সে মায়ের অন্ধকার জঠরে বড় হচ্ছে, তখনই তার রিযিকের ফায়ছালা হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত বিখ্যাত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের ভ্রূণ যখন মাতৃগর্ভে ১২০ দিন অতিবাহিত করে, তখন মহান আল্লাহ চারটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়ে একজন ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠান। সে তার আমল, আয়ুষ্কাল, রিযিক এবং সে হতভাগা হবে না সৌভাগ্যবান হবে, তা লিখে দেয়। তারপর সে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়'।[৮]

শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির বহু পূর্বেই আমাদের কার কপালে কী জুটবে, তা লিখে রেখেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ সৃষ্টিজগতের তাক্বদীর সমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বে'।[৯]

১. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইত্তিকাউল হারাম ওয়াশ শুবুহাত ফী তালাবির রিযক, (রিয়াদ : দারু কুনুয ইশবিলিয়া, ১ম সংস্করণ ২০০ ৯ খৃ.), পৃ. ১১।
২. তিরমিযী হা/১৭২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৭; মিশকাত হা/৪২২৮।
৩. লিসানুল আরব, ১০/১১৫ পৃ.।
৪. আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৫২ পৃ.।
৫. তাফসীর কুরতুবী ২/২০৭ পৃ.।
৬. ইবনুল মুবারক, আল-জুহদ ২০৩ পৃ.।
৭. ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৯১ পৃ.।
৮. বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২।
৯. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। তিনি জানেন কার জন্য কোন রিযিক কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ– 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই। আর তিনি জানেন তার স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(হূদ ১১/৬)*।

রিযিক সুনিশ্চিত : রিযিক নিয়ে আমাদের অস্থিরতা অনেক সময় আমাদের বিবেককে অন্ধ করে দেয়। কিন্তু ইসলামের চিরন্তন সত্য হ'ল আপনার জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনার মৃত্যু আসবে না। মহান আল্লাহ কেবল রিযিকের প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং নিজের নামে কসম খেয়ে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেন, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ– فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ– 'আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ'। 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার শপথ, তোমাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মতই এটি সত্য' *(যারিয়াত ৫১/২২-২৩)*।

অণুপরিমাণ রিযিক বাকি থাকতে কেউ মৃত্যুবরণ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হৃদয়ে জিব্রাঈল (আঃ) এক অমোঘ সত্য ঢেলে দিয়েছেন, যা আমাদের অন্তরের সব ভয় দূর করে দেয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ – نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، 'পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল) আমার হৃদয়ে এই কথাটি ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোনো প্রাণীই ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না সে তার নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে এবং বরাদ্দকৃত রিযিক পুরোপুরি ভোগ করে'।[১০] অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ 'নিশ্চয়ই রিযিক বান্দাকে তার মৃত্যুর চেয়েও বেশি গুরুত্বের সাথে তালাশ করে'।[১১]

রিযিক অন্বেষণে আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল : আপনার সম্মান, আপনার রিযিক এবং আপনার ভবিষ্যৎ সবকিছুই সেই পরম দয়ালু আল্লাহ্র হাতে। তাই রিযিক আসতে দেরি হলে হতাশ হবেন না, বরং আপনার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল বা পূর্ণ ভরসা রাখুন। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে যা কিছু আছে, তা কেবল তাঁর আনুগত্য বা ইবাদতের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। যদি আপনার রিযিক আপনাকে খুঁজে নেয়-ই এবং তা কোনোভাবেই আপনার হাতছাড়া না হয়, তবে কেন আপনি উপার্জনের ক্ষেত্রে অস্থির হয়ে আল্লাহ্র নাফরমানি করবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই অমূল্য উপদেশটি মনে রাখুন, أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ– সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিক অন্বেষণে মার্জিত পন্থা (হালাল পথ) অবলম্বন করো। রিযিক আসতে দেরি হচ্ছে দেখে অধৈর্য হয়ে তোমরা যেন তা আল্লাহ্র নাফরমানীর মাধ্যম তালাশ না করো। কারণ, আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব'।[১২] আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) প্রতিটি ফরয ছালাত শেষে আল্লাহ্র কাছে নিজের আত্মসমর্পণ প্রকাশ করে বলতেন, اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ– 'হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও, তা রোধ করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ কর, তা দেওয়ার কেউ নেই। আর কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত'।[১৩]

রিযিক বণ্টনের রহস্য : রিযিকের কমবেশি হওয়া আল্লাহ্র রাগান্বিত হওয়া বা খুশি হওয়ার মাপকাঠি নয়। এটি কেবলই তাঁর এক সুনিপুণ পরীক্ষা। আমাদের সমাজে কেউ অঢেল সম্পদের মালিক। আবার কেউ নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি বৈষম্য মনে হলেও, এর গভীরে লুকিয়ে আছে মহান আল্লাহ্র এক সুগভীর প্রজ্ঞা ও হিকমত। তিনি পরম ন্যায়বিচারক। তিনি জানেন কার জন্য সম্পদ কল্যাণকর আর কার জন্য দারিদ্রতাই নিরাপদ। আর এজন্য তিনি বলেন, إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا– 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রূযী প্রশস্ত করেন ও সংকুচিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩০)*।

অনেক সময় আমরা যা চাই, তা না পাওয়াটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়। যদি আল্লাহ সবাইকে অগাধ সম্পদ দিতেন, তবে পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও ঔদ্ধত্য ছড়িয়ে পড়ত। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ– 'আর যদি আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য (প্রয়োজনের অতিরিক্ত) রূযী প্রশস্ত করে দিতেন, তাহ'লে তারা দুনিয়াতে সীমালংঘন

১০. বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, হা/৯৮৯১; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে হা/২০৮৫।
১১. হিলইয়া, মিশকাত হা/৫৩১২; ছহীহুত তারগীব হা/১৭০৩।
১২. বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, হা/৯৮৯১; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে হা/২০৮৫; শেষাংশ।
১৩. বুখারী হা/৮৪৪; মুসলিম হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৯৬২।

করত। কিন্তু তিনি যতটুকু চান, ততটুকু রূযী নাযিল করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি বান্দাদের সব খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন' *(শূরা ৪২/২৭)*।

প্রাপ্ত রিযিকে আল্লাহ্র উপর তুষ্ট থাকা : জীবনে প্রকৃত সুখের দেখা পেতে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে তাঁর নির্ধারিত বণ্টনের ওপর আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। নিজেকে সেই অন্তহীন প্রতিযোগিতার বৃত্ত থেকে বের করে আনুন, যার শেষ গন্তব্য কেবল ক্লান্তি। কারণ দিনশেষে আপনার ভাগ্যে ঠিক ততটুকুই জুটবে, যতটুকু আপনার তাক্বদীরে লেখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আবু হুরায়রা! তুমি পরহেজগার হও, তাহ'লে তুমি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হ'তে পারবে। আর আল্লাহ তোমার জন্য যা ভাগ করে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তবেই তুমি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও অভাবহীন মানুষ। নিজের এবং পরিবারের জন্য যা পসন্দ করো, অন্য মুসলিম ও মুমিনদের জন্যও তা-ই পসন্দ করো এবং নিজের জন্য যা অপসন্দ করো, তাদের জন্যও তা অপসন্দ করো, তবেই তুমি প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে'।[১৪]

এই নশ্বর পৃথিবী মহান আল্লাহ তাকেও দেন যাকে তিনি ভালোবাসেন, আবার তাকেও দেন যাকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি কারুন ও ফেরাউনকে অঢেল সম্পদ দিয়েছিলেন, অথচ তাদের তিনি পছন্দ করতেন না। আবার তিনি হযরত সুলায়মান (আঃ), ওছমান (রাঃ) এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-কে প্রাচুর্য দিয়েছিলেন, যাঁদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সুতরাং সম্পদ থাকা মানেই আল্লাহ্র প্রিয় হওয়া নয়।

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ আল্লাহ্র নাফরমানী করছে। তবুও তার জীবনে সুখ-সম্পদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। একে আল্লাহ্র দয়া মনে করে বিভ্রান্ত হবেন না। এটি মূলত ইস্তিদরাজ বা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে টেনে নেওয়ার একটি কৌশল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি যখন দেখবে যে, কোনো বান্দা পাপাচার করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে তার পসন্দমতো দুনিয়াবী নে'মত দিয়েই যাচ্ছেন, তবে বুঝে নিবে যে, তা কেবল তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ– 'অতঃপর যখন তারা ঐসব উপদেশ ভুলে গেল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর (প্রবৃদ্ধির) দুয়ার সমূহ খুলে দিলাম। এভাবে তারা যখন নে'মত সমূহ পেয়ে খুশীতে মত্ত হয়ে গেল, তখন তাদেরকে আমরা হঠাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ল' *(আন'আম ৬/৪৪)*।[১৫]

রিযিক অন্বেষণের মূলমন্ত্র : ইসলাম আমাদের শেখায় কেবল হাত গুটিয়ে বসে থাকা নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা। এটিই হ'ল রিযিক অন্বেষণের মূলমন্ত্র। মহান আল্লাহ এই পৃথিবীকে আমাদের জন্য চলার উপযোগী ও অনুগত করে দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ– 'তিনিই তো পৃথিবীকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তার দিকে দিকে বিচরণ কর এবং আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে থাক। আর তাঁর দিকেই হবে তোমাদের পুনরুত্থান' *(মুলক ৬৭/১৫)*। অর্থাৎ ঘরে বসে অলস সময় পার করা নয়। বরং রিযিক খুঁজতে যমীনে ছড়িয়ে পড়াই আল্লাহ্র নির্দেশ।

চেষ্টার সাথে তাওয়াক্কুলের সমন্বয় রয়েছে। এজন্য একজন মুসলিমের কর্তব্য হ'ল পুরো শক্তি দিয়ে চেষ্টা করা, আল্লাহ্র ওপর উত্তম ভরসা রাখা এবং তাঁর করুণার প্রতীক্ষায় থাকা। তবে মনে রাখতে হবে, আমাদের এই প্রচেষ্টা বা উপায়গুলো নিজে থেকে ফলাফল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। কখনো একই প্রচেষ্টায় কেউ সফল হয়, আবার কেউ হয় না। কারণ মূল ক্ষমতার উৎস কেবল আল্লাহ। যদি তাওয়াক্কুল বা ভরসা সঠিক হয়, তবে আল্লাহ অলৌকিকভাবেও পথ খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা যদি আল্লাহ্র ওপর সঠিক ও যথাযথভাবে ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের ঠিক সেভাবেই রিযিক দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের রিযিক দেন। যারা সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয় এবং দিনশেষে ভরা পেটে নীড়ে ফিরে আসে'।[১৬]

ইসলামে হালাল রিযিক অন্বেষণের জন্য শ্রম দেওয়া কেবল একটি প্রয়োজন নয়। বরং এটি নবীগণের সুন্নাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে নবীগণের পেশা সম্পর্কে যা জানা যায়, হযরত আদম (আঃ) ছিলেন একজন কৃষক। হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি (তক্ষক)। হযরত ইদ্রিস (আঃ) ছিলেন দর্জি। হযরত ছালেহ (আঃ) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। হযরত দাউদ (আঃ) ছিলেন বর্ম নির্মাতা। হযরত সুলায়মান (আঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও নিজের হাতে ঝুড়ি তৈরি করতেন এবং তা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন; তিনি বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে নিজের প্রয়োজনে কিছু গ্রহণ করতেন না। হযরত মূসা, শো'আয়েব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন মেষপালক'।[১৭]

রিযিক বৃদ্ধির অপ্রকাশ্য মাধ্যমসমূহ

রিযিক অন্বেষণে কেবল বাহ্যিক পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়। বরং কিছু ইবাদত ও আমল রয়েছে, যা রিযিক প্রাপ্তিতে অভাবনীয় বরকত নিয়ে আসে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল।-

১৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৮০।
১৫. আহমাদ হা/১৭৩৪৯; মিশকাত হা/৫২০১; ছহীহাহ হা/৪১৩।
১৬. তিরমিযী হা/২৩৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৯।
১৭. তাফসীর রুহুল বায়ান, ১/১০০ পৃ.।

(১) ইস্তিগফার : ইস্তিগফার হ'ল সেই জাদুকরী চাবিকাঠি, যা বন্ধ দরজাকে খুলে দেয়। যখন আপনি আল্লাহ্র কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে লজ্জিত হন, তখন তিনি কেবল আপনার আত্মাকেই পবিত্র করেন না। বরং এটি আসমানী রিযিকের দরজা খুলে দেয়। মহান আল্লাহ বিভিন্ন নবীর যবানে এই সত্যটি ব্যক্ত করেছেন। যেমন হযরত হূদ (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেন, وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، 'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে এস (তওবা কর)। তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বারিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন' *(হূদ-মাক্কী ১১/৫২)*।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নূহ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا- 'অতঃপর আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বারি বর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করবেন'। 'তিনি তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*।

রিযিকের মালিক যখন আপনার ওপর খুশি হন, তখন আপনার অল্প পরিশ্রমেও এমন বরকত হবে যা পাহাড়সম উপার্জনেও সম্ভব নয়। তাই প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝে আপনার জিহ্বাকে ইস্তিগফার দ্বারা সজীব রাখুন। এটি আপনার মনকে হালকা করবে এবং আপনার সংসারে প্রশান্তি র ধারা প্রবাহিত করবে।

(২) আল্লাহ্র পথে ব্যয় : দান কেবল আপনার সম্পদ বাড়ায় না, এটি আপনার বিপদ দূর করে এবং আপনার উপার্জনে এমন বরকত নিয়ে আসে, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। মুষ্টিবদ্ধ হাতে রিযিক আসে না। হাত যখন অন্যের জন্য উন্মুক্ত হয়, তখনই আল্লাহ্র রহমত সেই হাতে বর্ষিত হয়। পার্থিব অংকের হিসাবে মনে হ'তে পারে, সম্পদ দান করলে তা কমে যায়। কিন্তু ঈমানের গণিতে দান হ'ল সম্পদ বৃদ্ধির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আধ্যাত্মিক রিযিক লাভের ক্ষেত্রে এটি এক অনন্য চাবিকাঠি।

মহান আল্লাহ রিযিক বণ্টনের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, তাঁর পথে খরচ করলে তিনি এর পূর্ণ বিনিময় দান করবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ- 'তুমি বল, আমার প্রতিপালক তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান রূযী প্রশস্ত করেন ও সংকুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু (তাঁর পথে) ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' *(সাবা ৪৩/৩৯)*।

দানকে আল্লাহ তা'আলা একটি শস্যদানার সাথে তুলনা করেছেন, যা থেকে অগণিত ফলন পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- 'যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য বীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ জন্ম নেয়। প্রতিটি শিষে একশ'টি দানা হয়। আর আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*।

এছাড়াও দান করলে ফেরেশতাদের দো'আ ও বদ্দো'আ পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে আপনি উত্তম বিনিময় দান করুন। আর অন্যজন (কৃপণ ব্যক্তির জন্য) বদ্দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! সম্পদ যে আঁকড়ে ধরে রাখে (দান করে না), তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন'।[১৮]

দানের এক অলৌকিক ঘটনা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি জন-মানবহীন এক মরুপ্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে মেঘের গর্জনের মাঝে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কেউ বলছে, অমুকের বাগানে পানি দাও'। মুহূর্তের মধ্যে সেই মেঘ একখণ্ড পাথুরে ভূমির উপর গিয়ে সবটুকু পানি বর্ষণ করল। সেই পানির স্রোত একটি নালা দিয়ে প্রবাহিত হ'তে শুরু করল। কৌতূহলী পথচারী পানির স্রোত অনুসরণ করে চলল। কিছুদূর গিয়ে সে দেখল, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোদাল দিয়ে তার বাগানে পানি সেঁচছে। পথচারী তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আপনার নাম কী? লোকটি সেই নামই বলল, যে নামটি সে মেঘের গর্জনের ভেতর শুনেছিল। বাগানের মালিক জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন? পথচারী উত্তর দিল, আমি এইমাত্র যে মেঘ থেকে পানি পড়ল, তার ভেতর থেকে আপনার নাম ধরে কাউকে বলতে শুনেছি, অমুকের বাগানে পানি দাও। আপনি এই বাগান নিয়ে এমন কী কাজ করেন? বাগানের মালিক উত্তর দিল, এই বাগান থেকে যা ফসল উৎপাদিত হয়, আমি তাকে তিন ভাগে ভাগ করি। এক ভাগ আমি নিজের ও আমার পরিবারের জন্য রাখি। এক ভাগ (বীজ ও খরচ হিসাবে) পুনরায় এই বাগানেই বিনিয়োগ করি। আর বাকি এক ভাগ

১৮. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০।

আমি মিসকীন, প্রার্থী এবং মুসাফিরদের জন্য (ছাদাক্বা হিসাবে) বিলিয়ে দিই'।[১৯]

(৩) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা : আমাদের যান্ত্রিক জীবনে আমরা অনেক সময়ই আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু ইসলামী জীবনদর্শনে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা কেবল একটি সামাজিক শিষ্টাচার নয়, বরং এটি রিযিক বৃদ্ধি এবং জীবনে বরকত লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এটি কামনা করে যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে'।[২০]

আমরা রিযিক বাড়াতে কতই না কৌশল অবলম্বন করি, অতিরিক্ত পরিশ্রম করি। কিন্তু রিযিকের মালিক আমাদের এক সহজ ও প্রেমময় পথের কথা বলে দিয়েছেন। যখন আপনি আপনার কোনো আত্মীয়ের বিপদে পাশে দাঁড়ান, তাদের খোঁজখবর নেন কিংবা সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সহায়তা করেন, তখন আসমানের মালিক আপনার রিযিকের প্রবাহকে বাড়িয়ে দেন।

(৪) তাক্বওয়া অবলম্বন করা : কেউ আপনার রিযিক কেড়ে নিতে পারে, সমাজ আপনাকে কোণঠাসা করতে পারে, কিন্তু আপনি যদি মুত্তাক্বী হন, তবে আসমানের মালিক আপনার জন্য সেই মরুপ্রান্তরের মাঝেও রিযিকের ঝরনাধারা প্রবাহিত করতে পারেন। আপনার বুদ্ধির সীমানা যেখানে শেষ হয়, আল্লাহ্র কুদরতি রিযিকের সীমানা সেখান থেকেই শুরু হয়। তাই রিযিক অন্বেষণের পথে মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল 'তাক্বওয়া' বা মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা। গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র বিধান মেনে চলাই হ'ল তাক্বওয়া। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে তাক্বওয়ার নূরে আলোকিত করে, আল্লাহ তার জন্য রিযিকের এমন সব দরজা খুলে দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

(৫) নিয়মিত ছালাতের হেফাযত করা : আমরা রিযিকের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরি, কিন্তু যিনি রিযিকদাতা তাঁর সামনে মাথা নত করতে অলসতা করি। অথচ ছালাত হ'ল এমন এক ইবাদত, যা কেবল আত্মার শান্তিই দেয় না, বরং অভাবমুক্ত জীবনের নিশ্চয়তাও প্রদান করে। মহান আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে ছালাতের নির্দেশ দেন, তখন তিনি তার রিযিকের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى– 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই নির্ধারিত' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*।

ওমর (রাঃ)-এর আমল ও এক অনন্য শিক্ষা : আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর জীবন ছিল এই আয়াতের এক মূর্ত প্রতীক। তিনি রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত গভীর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। যখন ফজরের সময় ঘনিয়ে আসত, তখন তিনি পরিবারের সদস্যদের ছালাতের জন্য জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আছ-ছালাত, আছ-ছালাত। এরপর তিনি উপরের এই আয়াতটি (ত্বোয়াহা ২০/১৩২) তেলাওয়াত করতেন'।[২১]

যখন আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিচ্ছেন, 'আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি' তখন এর চেয়ে বড় গ্যারান্টি আর কী হ'তে পারে? আপনার কপালে ভাজ পড়া দুশ্চিন্তার চেয়ে সিজদাহর জায়নামাযে ঝরে পড়া অশ্রুর দাম আল্লাহ্র কাছে অনেক বেশি। ছালাতের মাধ্যমে আপনি সরাসরি রিযিকের মালিকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। তিনি সবকিছু সমাধান করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার : আমাদের অপ্রাপ্তিগুলো অনেক সময় আমাদের জন্য এক অদৃশ্য রহমত। হয়তো আপনি যে সম্পদ আজ দুহাত ভরে চাইছেন, তা পেলে আপনি অহংকারী হয়ে পড়তেন কিংবা সীরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতেন। আবার হয়তো দারিদ্রতা আপনাকে আল্লাহ্র কাছাকাছি রাখছে। যা অগাধ সম্পদ থাকলে সম্ভব হ'ত না। আপনি বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন, বিশ্বাস রাখুন, বিশ্বজাহানের মালিক আপনার জন্য ঠিক সে অবস্থাটিকেই এই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছেন। আমরা কেবল বর্তমানটুকুই দেখি, কিন্তু আল্লাহ দেখেন আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের আত্মার সামর্থ্য। তাই অন্যের সম্পদের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনকে বিষিয়ে তুলবেন না। বরং আপনার হাতে যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং যা নেই তার জন্য আল্লাহ্র প্রজ্ঞার ওপর ভরসা রাখুন। নিশ্চয়ই হালাল রিযিকই আমাদের জীবনে দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন আলোকবর্তিকা হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।- আমীন!

[সহ-সভাপতি, কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও এমফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

১৯. মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭।
২০. বুখারী হা/২০৬৭; মুসলিম হা/২৫৫৭; মিশকাত হা/৪৯১৮।
২১. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫; মিশকাত হা/২০৪০ সনদ ছহীহ, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ); তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/৩২৭।

জায়নবাদী ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত

-ডা. মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

[চতুর্থ কিস্তি]

মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলন ও ইহূদীদের প্রভাব : ইউরোপে ইহূদীদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলন। মার্টিন লুথার শুরুতে গীর্জা ও পাদ্রীদের অসংগতি ও শৃংখলা সংশোধনের জন্য এই আন্দোলন চালু করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলনের একটি বিশেষ দিক ছিল, লুথার রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বিপরীতে তাওরাত ও যাবূরসহ ওল্ড টেস্টামেন্টকে খৃষ্ট ধর্মের মূল উৎস হিসাবে স্বীকার করতেন।

কিছু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ধারণা ইহূদীদের প্রভাব ও কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত। লুথারের আন্দোলনের ফলে খৃষ্টান সমাজে এমন একটি নতুন দল জন্ম নেয়, যারা ইহূদীদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তারা ওল্ড টেস্টামেন্টকে দ্বীনের প্রধান উৎস হিসাবে মেনে নিল এবং ইহূদীদের প্রতীক্ষিত ভূমি, হাইকালে সুলায়মানী এবং ফিলিস্তীনে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এই নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ই আজকের প্রটেস্ট্যান্ট। এভাবেই খৃষ্টান সমাজে ইহূদীদের জন্য প্রভাবশালী বন্ধু ও সমর্থক তৈরি হয়'।[১]

এনলাইটমেন্ট আন্দোলন : এটি ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। যা যুক্তি, বিজ্ঞান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও প্রগতির ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইউরোপের দার্শনিকরা নিজেদের অসম্পূর্ণ মানবীয় বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়। কিন্তু ধর্ম এবং বাদশাহরা তাকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে।

তাদের মতে, ধর্ম হ'ল এক ধরনের অন্ধকার। যা মানুষকে গোনাহ-ছওয়াব, হালাল-হারাম ও আখিরাতের ধারণায় বেঁধে রাখে। এই 'অন্ধকার' থেকে বের হয়ে আসাই নাকি আলোকিত চিন্তা বা যুক্তির মুক্তি। এই আন্দোলনের দার্শনিকরা চারটি মৌলিক নীতিতে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। (১) মানুষের যুক্তিই চূড়ান্ত দলীল। (২) দুনিয়া প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নীতিমালার ওপর চলছে, যেখানে অদৃশ্য কোনো শক্তির হস্ত ক্ষেপ নেই। (৩) রাষ্ট্রশাসনে সব ধরনের ইলাহী বিধান ও ধর্মীয় ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করে। (৪) সমাজের ধারাবাহিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি'।[২] ডাচ্ ইহূদী বংশোদ্ভূত দার্শনিক স্পিনোজার ছিলেন এ আন্দোলনের প্রবক্তা। যিনি নিজস্ব যুক্তিবাদী, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন'।[৩]

এছাড়াও ইহূদীদের ঘনিষ্ঠ মিত্র প্রটেস্ট্যান্ট বুদ্ধিজীবী জন লক, রেনে ডেকার্ট, থমাস হবস, নোবেল বিজয়ী কবি ভলতেয়ার, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, চার্লস ডি মন্টেস্ক তাদের রচিত বই, উপন্যাস, সমালোচনাগ্রন্থ ও দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে এনলাইটমেন্ট আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন'।[৪]

ফরাসী বিপ্লব : স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১৭৮৯ সালের ৪ঠা জুলাই ফরাসী বিপ্লব (French Revolution) শুরু হয়। এরপর থেকে ইউরোপজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এই বিপ্লবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় ইহূদীরা। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর আরোপিত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা ধীরে ধীরে উঠে যায়। তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক থেকে তারা সমঅধিকারপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। ফরাসী বিপ্লব ইহূদীদের জন্য নতুন যুগের সূচনা করে। যেখান থেকে তাদের উত্থান আর থেমে থাকেনি। পরবর্তী কয়েক দশকে এই পরিবর্তনই ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে আরও সুগম করে দেয়'।[৫]

ইহূদীদের নতুন ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হ'ল ফরাসী বিপ্লব ধর্মের প্রতি অসন্তোষের প্রভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং এর ফলে পুরো বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ও দ্বীনী কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা চালু হয়। অথচ সেই একই সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতা ও বৈশ্বিক প্রভাব ব্যবহার করে 'ইস্রাঈল' এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যা শুধুমাত্র ধর্মীয় ও বংশীয় ভিত্তিতে গঠিত। এটি প্রমাণ করে যে, নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যাকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (New World Order) বলা হয়, বাস্তবায়নের পেছনে ইহূদীদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা কাজ করেছে।[৬]

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ও বৈশ্বিক পরিবর্তন : ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে বিশাল পরিবর্তন আনে। অন্যদিকে, ১৭৬৪ সালে হিন্দুস্থানে বক্সার যুদ্ধে (নওয়াব মীর কাসেম আলী ও তার মিত্রশক্তির ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই) ব্রিটেন বাংলায় দখলদারিত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এই দু'টি ঘটনা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন ধরনের বিপ্লবের সূচনা করে। ১. রাজনৈতিক বিপ্লব ২. অর্থনৈতিক বা পুঁজিবাদী বিপ্লব ৩. সামরিক বিপ্লব। প্রথমে ইউরোপে এই বিপ্লবগুলো ইহূদীদের প্রভাব ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। পরে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলেও এর প্রভাব বিস্তৃত হয়।

১. ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ৫৫-৫৬ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত ১৩৫-১৩৬ পৃ.।
৩. তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট।
৪. ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ১৩৬-১৩৭ পৃ.।
৫. প্রাগুক্ত ৫৭ পৃ.।
৬. প্রাগুক্ত ৫৮ পৃ.।

ইউরোপে রিফরমেশন আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব এবং এনলাইটমেন্ট আন্দোলনের কারণে গীর্জা বাহ্যিকভাবে সংশোধিত হলেও, খৃষ্টান ধর্মীয় উৎসে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। কিতাবুল মুকাদ্দাসের ব্যাখ্যা এখন শুধু পাদ্রীদের কাছে নয়, সাধারণ জনগণের বিবেকের অধিকারেও অর্পিত হয়। এই পরিবর্তন খৃষ্টান সমাজে নতুন বিভাজনের সৃষ্টি করে ক্যাথলিক খৃষ্টান ও প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান।[৭]

জায়োনিস্ট কার্যক্রমের সূচনা : জায়োনিজম শব্দটি এসেছে হিব্রু জায়ন (Zion) শব্দ থেকে। 'জায়ন' হ'ল মূলত যেরুযালেমের মাউন্ট জায়ন বা জায়ন হিল। যে পাহাড়ের উপরে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মসজিদ 'বায়তুল মুকাদ্দাস' অবস্থিত। ১৮৮৫ সালে অস্ট্রিয় ইহূদী লেখক, সাংবাদিক 'নাথান বারনবুম' (Nathan Birnbaum) প্রথম 'জায়োনিজম' বা 'জায়নবাদ' শব্দটি প্রবর্তন করেন।

জায়নবাদ হ'ল ইহূদী শ্রেষ্ঠত্ববাদের এক বহুমুখী প্রত্যয়। যা মূলত জায়ন পাহাড়কে ঘিরে কেনানের চারদিকের প্রতিশ্রুত ভূমি নিয়ে একটি ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তার প্রকল্পসমূহের চিন্তা ও কর্মধারা। প্রকৃত অর্থে জায়নবাদ ইহূদী চরমপন্থীদের একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।[৮]

হাঙ্গেরিয়ার ইহূদী সাংবাদিক ও লেখক থিওডর হার্জেল ১৮৯৬ সালে 'দ্য জিউইশ স্টেট' (The Jewish State) নামে একটি বই লিখেন যার মাধ্যমে এই মতাদর্শ জনপ্রিয়তা লাভ করে। থিওডর হার্জেল-কে "ইহূদীবাদের" জনক বা আধুনিক জায়নবাদের জনক বলা হয়। থিওডর হার্জেল ১৮৯৭ সালে World Zionist Organization নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে সুইজারল্যাণ্ডের বাসেলস শহরে থিওডর হার্জেল এর সভাপতিত্বে জায়নিস্টদের প্রথম বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ৫০ এর উর্ধ্বে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ২০০ ইহূদী নেতা অংশ গ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে তারা গোটা বিশ্বকে গোলাম বানানো, আন্তর্জাতিক জায়নিস্ট রাষ্ট্র গঠন এবং ৫০ বছরের ভেতর ফিলিস্তীন দখল করার পরিকল্পনা তৈরী করে। সে সমস্ত পরিকল্পনা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী চিন্তাবিদরা ছাড়া আর কেউ জানত না। সে পরিকল্পনাগুলো পরবর্তীতে 'জায়ানিষ্ট প্রটোকল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে'।[৯]

বিশ্বব্যাপী ইহূদী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আজ বিশ্বব্যাপী যে দুবার আন্দোলন চলছে তার প্রধান পরিচালক গ্রন্থ হচ্ছে এই প্রটোকল যার পুরো নাম - The Protocol of the Learned Elders of Zion (বিজ্ঞ ইহূদী মুরুব্বিদের রচিত কায়দা-কানুন)।

দুনিয়ার মানুষকে সর্বপ্রথম এই বই সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন জার্মান খ্রিস্টান প্রফেসর সারজিল এ নাইলাস নামক জনৈক রুশ পাদ্রী। ১৯০৫ সালে প্রফেসর নাইলাস বইখানা প্রকাশ করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইহূদী ফ্রিম্যাসন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল'[১০] ফ্রান্সের একটি ফ্রিম্যাসন লজ থেকে জনৈক মহিলা মূল বইখানা [সম্ভবত হিব্রু ভাষায় লিখিত] চুরি করে এনেছিলেন এবং তাকে উপহার দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এ ঘটনার পর কোন মহিলাকেই ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের সদস্য করা হয় না। প্রফেসর নাইলাস দ্রুত হিব্রু ভাষা থেকে অনুবাদ করে প্রটোকল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। ইহূদী ষড়যন্ত্রে ইহূদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদের দ্বারা সংঘটিত রুশ বিপ্লবের পর রুশ কমিউনিস্টরা প্রফেসর নাইলাসকে গোপন দলীল ফাঁস করার অপরাধে অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের পর রাশিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়।[১১]

উক্ত প্রটোকলের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গোটা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। তৎকালীন ইহূদী বিশ্বের তৎকালীন সবচেয়ে বড় নেতা থিওডর হার্জেল হতাশা প্রকাশ করেন এবং ব্যথিত হৃদয়ে বলতে বাধ্য হন 'এই সমস্ত গোপন দলীল বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তা ব্যাপক প্রচার হয়ে যাওয়া ইহূদীদেরকে বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন করতে পারে। উল্লিখিত দলীলের মধ্যে সে সমস্ত পরিকল্পনার কথা উল্লেখ ছিল যার মাধ্যমে ইহূদীরা গোটা বিশ্বের উপর সকল সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জেরুজালেম ভূখণ্ডে জায়নবাদী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে পারে। সে সকল Protocol সামনে আসতেই ইহূদী লবির স্বরূপ ও জায়নবাদী বর্বরতা এবং বর্ণবাদ উজ্জ্বল দিবসের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের এই গোপন দলীলগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লাখ লাখ কপি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খুব দ্রুত এই কপিগুলো বাজার থেকে গায়েব হয়ে যায়। হয়তো সকল কপিই ইহূদীরা কিনে নিত এবং মানুষের হাতে পৌঁছতে দিত না কিংবা সে সমস্ত দোকান ও বাণিজ্য কেন্দ্রকে তছনছ করে দেওয়া হ'ত যেখানে তাদের দলীলের অনুবাদ বিক্রি হ'ত।[১২]

ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস ও বাস্তবায়ন : The protocol of the learned Elders of Zion (বিজ্ঞ ইহূদী মুরুব্বিদের কায়দা-কানুন) গ্রন্থে পুরো বিশ্বকে করায়ত্ত করার জন্য যে সব ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইতো মধ্যে তার অনেক কিছু বাস্তবে ঘটেছে, ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল।-

৭. প্রাগুক্ত ১৪২ পৃ.।
৮. ফিলিস্তিন বনাম জায়নবাদ: লড়াই ও লিগ্যাসি, মূসা আল হাফিজ, ইলহাম প্রকাশন-২০২৩, পৃ. ৪২।
৯. বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজি, ইয়াসির নাদীম, অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম ফারুকী, প্রফেসর'স পাবলিকেশন দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর-২০০৮, পৃ. ১০২।
১০. উল্লেখ্য যে, ফ্রিম্যাসন ইহূদীদের একটি গোপন সংস্থা।
১১. ইহূদী চক্রান্ত, আব্দুল খালেক, আধুনিক প্রকাশনী, চতুর্থ প্রকাশ ফেব্রুয়ারী-২০২৩, পৃ. ৬৩।
১২. বিশ্বায়ন : সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রাটেজি, পৃ. ১০২।

(১) রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ও কমিউনিজমের উত্থান : বহুল আলোচিত 'প্রটোকল'-এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল যে, সুপরিকল্পিত বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্র ধ্বংস করে একটি একনায়কতান্ত্রিক কমিউনিস্ট সরকার গঠন করা হবে। ইতিহাসের পাতায় ১৯১৭ সালের এই আমূল পরিবর্তনকে 'বলশেভিক বিপ্লব' বা 'অক্টোবর বিপ্লব' বলা হয়, যা মূলত জার দ্বিতীয় নিকোলাসের দীর্ঘদিনের শাসনের অবসান ঘটায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই বিপ্লব ছিল আন্তর্জাতিক জায়নবাদী শক্তির একটি গভীর রাজনৈতিক কৌশল। যেখানে ভ্লাদিমির লেনিন (Vladimir Lenin), লিওন ট্রটস্কি (Leon Trotsky) এবং জোসেফ স্টালিন (Joseph Stalin)-এর মতো নেতারা সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দেন। বিশেষ করে লিওন ট্রটস্কিসহ বলশেভিক পার্টির উচ্চপর্যায়ের অনেক নেতাই জাতিগতভাবে ইহূদী বংশোদ্ভূত ছিলেন। এতে করে জায়নবাদীদের বৈশ্বিক এজেন্ডা ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে রাশিয়ার প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো ভেঙে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান নিশ্চিত করা হয়।

অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ও ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠা : অটোমান সাম্রাজ্য তথা ওছমানীয় খিলাফত ধ্বংস করা এবং ফিলিস্তীনে ইহূদীদের জন্য একটি একক জাতিরাষ্ট্র গঠন ছিল জায়নবাদী আন্দোলনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য। যা অনেক বিশ্লেষকের মতে 'প্রটোকল'-এর পূর্বাভাসেরই বাস্তবায়ন। ১৯২৪ সালে খিলাফতের চূড়ান্ত পতনের নেপথ্যে 'দুনমা' বা ছদ্মবেশী ইহূদী গোষ্ঠী এবং 'ইয়ং তুর্কস' আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব ছিল। যারা সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের আড়ালে ওছমানীয় সালতানাতকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এর আগে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ ফিলিস্তীনে ইহূদী বসতি স্থাপনের জায়নবাদী প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার নীল নকশা তৈরি করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালের 'বেলফোর ঘোষণা'র মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তীনে ইহূদীদের জন্য আবাসভূমি গড়ার আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন ও আমেরিকার সরাসরি মদদ এবং জায়নবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীদের তৎপরতায় ফিলিস্তীনের বুকে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিকল্পিত পরিবর্তনের ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের পতন : রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল জায়নবাদী বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ ও লিবারেল-সেক্যুলারিজম প্রসারের পথে প্রধান বাধা। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত এক সুগভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরির মাধ্যমে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, স্পেন এবং ইতালির মতো ক্ষমতাধর রাজতন্ত্রগুলো একে একে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের হ্যাবসবার্গ রাজবংশের পতন ঘটে, যা ইউরোপের মানচিত্র বদলে দেয়। মূলত জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এবং বিভিন্ন গোপন সংস্থার মাধ্যমে রাজপরিবারগুলোর বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও গণ-আন্দোলন উসকে দেওয়া হয়। রাজতন্ত্রের এই পতনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা ব্যবহার করে ইউরোপের দেশগুলোতে জায়নবাদী বলয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংসদীয় গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরোক্ষভাবে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাদের প্রভাব বিস্তারকে আরও ত্বরান্বিত করে।

বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও ইহূদী শক্তির উত্থান : 'প্রটোকল'-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে এমন বিধ্বংসী যুদ্ধের নীল নকশা করা হয়েছিল যেখানে বিজয়ী ও পরাজিত উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নেপথ্যে কেবল ইহুদিরাই লাভবান হবে। বাস্তবেও ১৯১৪ ও ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের ডামাডোলে জায়নবাদীরা কৌশলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তারা একদিকে ব্রিটিশদের থেকে 'বেলফোর ঘোষণা' আদায় করে ফিলিস্তিনে নিজেদের শক্ত অবস্থান তৈরি করে এবং অন্যদিকে যুদ্ধ-ঋণের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। পরিশেষে, এই যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞকে কাজে লাগিয়েই ১৯৪৮ সালে ইস্রাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির চাবিকাঠি কার্যত জায়নবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

(৫) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া : প্রটোকল-এ তিনটি বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। ইহূদী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। বিশেষ করে আমেরিকাকে ব্যবহার করে এটি শুরু করার চেষ্টা করছে। বর্তমানে ফিলিস্তীন, লেবানন, ইরান ও ইয়েমেনে ইস্রাঈল কর্তৃক সরাসরি আক্রমণ এবং সে আক্রমণকে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

(৬) পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ফিলিস্তীনে ইহূদী রাষ্ট্র গঠন : ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে থিওডোর হার্জলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম জায়নিস্ট কংগ্রেস ছিল ফিলিস্তীনে ইহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর। যেখানে অংশগ্রহণকারী ৩০০ ইহূদী নেতা আগামী ৫০ বছরের মধ্যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের গোপন ও প্রকাশ্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক ৫০ বছর পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে ফিলিস্তীন বিভক্তি প্রস্তাব পাস হয় এবং ১৯৪৮ সালে ব্রিটেন ও আমেরিকার সরাসরি সামরিক ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ফিলিস্তীনীদের উচ্ছেদ করে 'ইস্রাঈ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়'।[১৩] *(ক্রমশ)*

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]

১৩. ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস অ্যান্ড প্রোটোকলস বিহাইন্ড দ্য জায়োনিজম, ম্যাথিউ গোলভিনস্কি- মুহাম্মদ খলিফা আত-তিউনিসি, অনুবাদ : কাউসার আহমাদ, ফিলহাল প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৫, পৃ. ৩৬-৩৭।

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবনকর্ম ও খিলাফতকাল

-শরীফ হোসাইন

বংশপরিচয় : তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন ওছমান। বংশপরম্পরায় তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ষষ্ঠ পুরুষে মিলিত হয়েছেন। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম হ'ল আবুবকর। ওছমান হ'ল তার পিতা আবু কুহাফার নাম। আবুবকরের মাতার নাম সালমা, তার কুনিয়াত উম্মুল খায়ের। তিনি ছিলেন সাখর বিন আমিরের কন্যা এবং আবুবকরের পিতার চাচাতো বোন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতও করেছিলেন। আমুল ফিল তথা হস্তীবাহিনীর ঘটনা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের দুই বছর ছয় মাস পর মক্কায় আবুবকর জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন'।[১]

তার পেশা ও জীবিকা : আবুবকর (রাঃ) একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসার প্রয়োজনে তিনি সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে সফর করতেন। আবার কখনো নিজ এলাকায় অবস্থান থাকতেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেছেন। তৎকালীন সময়ে কুরায়েশদের উপার্জনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মাধ্যম ছিল ব্যবসা। তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ছিলেন, তারা মূলত ব্যবসায়ীই ছিলেন। আরবদের কাছে কুরায়েশরা ব্যবসায়ী হিসাবেই পরিচিত ছিল। যখন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি নিজ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে চাইলেন। কিন্তু মুসলমানরা তাকে এতে বাধা প্রদান করেন এবং বলেন, এটি আপনাকে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিমুখ করে ফেলবে। অতঃপর তারা তার জন্য প্রতিদিন দুই দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করে দেন'।[২]

আবুবকর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি যখন বলেছিলাম হে লোকসকল! আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, তখন তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলছ, আর আবুবকর বলেছিল, আপনি সত্য বলেছেন'।[৩] আবুবকর (রাঃ) কখনোই নবী করীমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি। বরং যখন সকল মানুষ তাঁকে অস্বীকার করেছিল, তখন তিনি তাঁকে সত্যায়ন করেছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, অন্যদের কাছে রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছানোর আগেই তিনি নবী করীমকে বিশ্বাস করেছিলেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেছেন, খাদীজা, আলী এবং যায়েদ (রাঃ) তারা ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর ঘরেই থাকতেন। খাদীজার (রাঃ) কাছে যখন বিষয়টি পেশ করা হ'ল, অহি আসার সাথে সাথেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। এমনকি নবী করীমকে রিসালাতের তাবলীগ বা প্রচারের নির্দেশ দেওয়ার আগেই। বস্তুত ঈমান তখন ওয়াজিব হয়, যখন রিসালাত বা দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছায়। আলীর (রাঃ) ক্ষেত্রে সম্ভব যে, তিনি যখন খাদীজার মাধ্যমে বিষয়টি শুনেছিলেন, তখনই বিশ্বাস করেছিলেন। যদিও নবী করীম নিজে তখনও তাঁকে জানাননি। আমর ইবনু আবাসাহ (রাঃ)-এর হাদীছে নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই পথে আপনার সাথে কে আছে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, একজন স্বাধীন এবং একজন ক্রীতদাস (অর্থাৎ আবুবকর এবং বেলাল)'।[৪]

ইসলাম-পূর্ব যুগে তার সামাজিক মর্যাদা : ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কুরায়েশ বংশে আবুবকর (রাঃ) অত্যন্ত সম্মানিত ও সবার কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মানুষের সাথে সহজেই মিশতে পারতেন এবং আরবের বংশলতিকা ও তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তাঁর ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং পরোপকারী স্বভাবের কারণে মানুষ তাঁর কাছে আসত।[৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন মুসলিমরা চরম বিপদের সম্মুখীন হলেন, তখন আবুবকর (রাঃ) আবিসিনিয়ার (হাবশা) অভিমুখে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তিনি 'বারকুল গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছালেন, তখন আরবের অন্যতম নেতা এবং 'কারাহ' গোত্রের প্রধান ইবনুদ দাগিনাহ-র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুবকর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি পৃথিবীতে বিচরণ করতে চাই, যাতে স্বাধীনভাবে আমার রবের ইবাদত করতে পারি'।[৬]

ইবনু দাগিনাহ তখন বলল, আপনার মতো লোক নিজে থেকেও বের হয় না, আর তাকে বের করে দেওয়াও যায় না। নিশ্চয়ই আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অসহায়ের বোঝা বহন করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমি আপনার আশ্রয়দাতা হিসাবে আছি। আপনি ফিরে যান এবং আপনার শহরেই আপনার রবের ইবাদত করুন'।[৭] এরপর আবুবকর (রাঃ) ফিরে আসলেন এবং ইবনুদ দাগিনাহ তাঁর সাথে মক্কায়

১. ফাৎহুল বারী ৯/৭ পৃ.; আল-ইছাবাহ ২/৩৪১ পৃ.।
২. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/২২৬, ২৮৮ পৃ.।
৩. বুখারী হা/৩৬৬১।
৪. শরহুন নববী, ৯/২৪৯ পৃ.।
৫. মুসলিম, হা/২৪৯০।
৬. বুখারী হা/৩৬৬১; সীরাত ইবনু হিশাম, পৃ. ১/৩৭২; ফাতহুল বারী ৯/৭ পৃ.; আল-ইছাবাহ, ২/৩৪১ পৃ.।
৭. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৭/২৫-২৬ পৃ.।

এসে কুরায়েশ নেতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলল, আবুবকরের মতো লোককে বের করে দেওয়া যায় না। তোমরা কি এমন একজনকে বের করে দিচ্ছো যে নিঃস্বকে সাহায্য করে এবং মেহমানদারী করে? কুরায়েশরা ইবনু দাগিনাহ-এর এই আশ্রয় মেনে নিল। তবে তারা শর্ত দিল যে, আবুবকর (রাঃ) যেন কেবল তাঁর ঘরের ভেতরেই ইবাদত করেন এবং প্রকাশ্যে তেলাওয়াত না করেন; কারণ তারা আশঙ্কা করছিল যে তাঁর তেলাওয়াত তাদের নারী ও সন্তানদের মুগ্ধ করে ফেলবে। আবুবকর (রাঃ) বেশ কিছুকাল এভাবেই কাটালেন'।[৮]

কিন্তু কিছুদিন পর আবুবকর (রাঃ) তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ তৈরী করলেন। সেখানে তিনি নিয়মিত ছালাত পড়তে ও কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন। তখন মুশরিকদের নারী ও সন্তানরা তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতে শুরু করল। তারা তাঁর ইবাদতের দৃশ্য ও তেলাওয়াত শুনে চরম বিস্মিত হ'ত। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। কুরআন তেলাওয়াতকালে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এতে কুরায়েশ নেতারা আতঙ্কিত হয়ে পুনরায় ইবনুদ দাগিনাহকে তলব করল। তারা বলল, আবুবকর শর্ত ভঙ্গ করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে ছালাত ও তেলাওয়াত করছেন। হয় তাকে থামাও, নতুবা তোমার দেওয়া আশ্রয় ফিরিয়ে নাও। ইবনুদ দাগিনাহ আবুবকর (রাঃ)-কে এসে সব জানালে তিনি স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন, আমি তোমার দেওয়া আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আমি কেবল আল্লাহ্র আশ্রয় ও নিরাপত্তাতেই সন্তুষ্ট আছি'।[৯]

'ছিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত হওয়া : অসংখ্য প্রমাণ এবং সর্বসাধারণের কাছে অতি পরিচিত ও অবিচ্ছিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে আবুবকর (রাঃ)-এর এই উপাধিটি প্রতিষ্ঠিত। যা স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবুবকর, ওমর ও ওছমান। পাহাড়টি তখন তাদের নিয়ে কাপতে শুরু করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, স্থির হও ওহোদ! কারণ তোমার ওপর একজন নবী, একজন ছিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ অবস্থান করছেন'।[১০] অপর হাদীছে তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে 'ছিদ্দীকের মেয়ে' বলে অভিহিত করেছেন।[১১]

উল্লেখ্য যে, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনার পর যখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করছিল, তখন তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই তা সত্যায়ন করেন। এই অটল বিশ্বাসের কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ছিদ্দীক (মহাসত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাসজিদুল আক্বছায় নৈশভ্রমণ (ইসরা) করানো হ'ল, তখন মক্কার লোকেরা এটি নিয়ে আলোচনা শুরু করল। এমনকি যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছিল, তাদের কেউ কেউ (সংশয়ে পড়ে) ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। তারা আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, আপনি কি আপনার সাথীর কথা শুনেছেন? তিনি দাবি করছেন যে আজ রাতে তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস ভ্রমণ করে এসেছেন! আবুবকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি সত্যিই এ কথা বলেছেন? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন। তারা অবাক হয়ে বলল, আপনি কি এটি বিশ্বাস করেন যে তিনি এক রাতেই বায়তুল মুক্বাদ্দাস গিয়ে আবার সকাল হওয়ার আগেই ফিরে এসেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি তো এর চেয়েও দূরের বিষয় অর্থাৎ আসমান থেকে আসা অহি-র খবরও সকাল-সন্ধ্যায় বিশ্বাস করি। এই ঘটনার পরই তাঁর নাম হয় আবুবকর ছিদ্দীক।[১২]

ছিদ্দীক ও ছাদিক-এর মধ্যে পার্থক্য : ছিদ্দীক (মহা-সত্যবাদী) উপাধিটি ছাদিক (সত্যবাদী) অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থবহ ও পূর্ণাঙ্গ। কারণ প্রত্যেক 'ছিদ্দীক' অবশ্যই 'ছাদিক', কিন্তু প্রত্যেক 'ছাদিক' ব্যক্তিই 'ছিদ্দীক' নন। আবুবকর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয় যে তিনি সত্য কথা বলতেন কিংবা অন্য কারো চেয়ে সত্যের অনুসন্ধান বেশি করতেন। বরং তাঁর বিশেষত্ব হ'ল নবী করীম (ছাঃ) যা কিছুই সংবাদ দিয়েছেন, তার সবটুকুই তিনি বিস্তারিত জানতেন এবং সেই সংবাদের প্রতি নিজের জ্ঞান, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সত্যায়ন করেছিলেন।

আবুবকর (রাঃ)-এর প্রতি নবী করীম (ছাঃ)-এর অটল সমর্থন ও ভালোবাসা : ছহীহ বুখারীতে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমন সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর কাপড়ের এক প্রান্ত ধরে দ্রুত আসলেন, এমনকি তাঁর হাঁটু পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে যাছিল। নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে দেখে বললেন, তোমাদের এই সাথী আজ কোনো বিবাদে জড়িয়েছেন। তিনি এসে সালাম দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ও ইবনু খাত্ত্বাবের (ওমর) মধ্যে একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমি তাঁর ওপর রাগ করেছিলাম, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাই আপনার কাছে এসেছি। নবী করীম (ছাঃ) তিনবার বললেন, হে আবুবকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করন।

পরবর্তীতে ওমর (রাঃ) অনুতপ্ত হয়ে আবুবকরের বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে আসলেন। ওমরকে দেখে নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল। আবুবকর (রাঃ) হাঁটু গেড়ে বসে বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল!

৮. ইবনু হাজার আসকালানী, আল-ইছাবাহ, ২/৩৪১ পৃ.।
৯. ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪/৪৮৮ পৃ.।
১০. বুখারী, হা/৩৬৭৫; মিশকাত, হা/৬০৭৪।
১১. হাকেম, হা/৬৭৩৭।
১২. মুসতাদরাক হাকেম, ৩/৬২-৬৩; ছহীহাহ, হা/৩০৬।

আল্লাহ্‌র কসম, আমিই অন্যায়কারী ছিলাম (দু'বার বললেন)। তখন নবী করীম (ছাঃ) উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলছ, আর আবুবকর বলেছিল, আপনি সত্য বলেছেন। সে তাঁর জীবন ও সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার এই সাথীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে? (তিনি দু'বার এটি বললেন)। এরপর থেকে কেউ আর কখনো আবুবকর (রাঃ)-কে কষ্ট দেওয়ার সাহস করেনি।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবুবকর ও ওমরের মধ্যে একটি আলোচনা (তর্কাতর্কি) হয়েছিল। এতে আবুবকর ওমরকে রাগান্বিত করে ফেলেন। ফলে ওমর ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে চলে যান। আবুবকর তাঁর পিছু পিছু ছুটলেন এবং বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন যেন ওমর তাঁর জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু ওমর তা করলেন না, এমনকি তিনি আবুবকরের মুখের ওপর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন'।[১৩]

ইসলামের প্রথম খতীব : আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন ছাহাবীদের সংখ্যা মাত্র ৩৮ জনে পৌঁছাল, তখন আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর, আমরা সংখ্যায় খুব অল্প। কিন্তু আবুবকর (রাঃ)-এর বারবার অনুরোধে নবী করীম (ছাঃ) রাযী হলেন এবং ছাহাবীরা মসজিদুল হারামের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লেন। আবুবকর (রাঃ) মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে শুরু করলেন, আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। আবুবকর (রাঃ)-ই ছিলেন ইসলামের প্রথম খতীব (বক্তা), যিনি প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন।

এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে মুশরিকরা আবুবকর (রাঃ) এবং অন্যান্য মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মসজিদুল হারামের আনাচে-কানাচে তাঁদের নির্মমভাবে প্রহার করল। পাপিষ্ঠ উৎবা বিন রাবিয়াহ আবুবকর (রাঃ)-এর উপর চড়ে বসল এবং তাঁর দুই জোড়া জুতো দিয়ে আবুবকরের মুখমণ্ডলে উপর্যুপরি আঘাত করতে লাগল। আঘাতের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, আবুবকর (রাঃ)-এর নাক ও চেহারার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাচ্ছিল না (অর্থাৎ তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে ফুলে গিয়েছিল)।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অকুতোভয় রক্ষক : মক্কায় মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রহার করার বা হত্যা করার চেষ্টা করত, তখন আবুবকর (রাঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি হিসাবে ঢাল হয়ে দাঁড়াতেন। উরওয়া বিন জুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ বিন 'আমরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সবচেয়ে নিষ্ঠুর কী আচরণ করেছিল? তিনি বললেন, আমি দেখলাম, পাপিষ্ঠ উক্ববা বিন আবি মুআইত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলেন যখন তিনি ছালাত পড়ছিলেন। উক্ববা নিজের চাদর নবী করীম (ছাঃ)-এর গলায় পেঁচিয়ে ধরল এবং এত জোরে শ্বাসরোধ করল যে তাঁর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল। ঠিক সেই মুহূর্তে আবুবকর (রাঃ) ছুটে আসলেন এবং উক্ববাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ তিনি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন![১৫]

আছমা (রাঃ)-এর হাদীছে এসেছে, একবার একজন চিৎকার করে আবুবকর (রাঃ)-কে খবর দিল আপনার সাথীকে রক্ষা করুন! আবুবকর (রাঃ) চারদিকে বিনুনি করা চুলে হাত দিতে দিতে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তিনি মুশরিকদের বলছিলেন, ধিক তোমাদের! তোমরা কি কেবল এই অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করবে, যিনি বলেন আমার রব আল্লাহ? মুশরিকরা তখন নবী করীম (ছাঃ)-কে ছেড়ে আবুবকর (রাঃ)-এর ওপর চড়াও হ'ল। আবুবকর (রাঃ) যখন আমাদের কাছে ফিরে আসলেন, তখন তাঁর চুলের বিনুনিতে হাত দিলেই চুলগুলো ছিঁড়ে আসছিল (অত্যাচারের তীব্রতায়)।[১৬]

আলী (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন সবচেয়ে সাহসী মানুষ কে? লোকেরা বলল, আপনি। আলী (রাঃ) বললেন, আমার সাথে যে লড়তে এসেছে আমি তার বদলা নিয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে সাহসী হলেন আবুবকর। আমি দেখেছি কুরায়েশরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-কে ঘিরে ধরে টানাহেঁচড়া করছিল, তখন আবুবকর ছাড়া আর কেউ কাছে যাওয়ার সাহস পায়নি। তিনি মুশরিকদের ধাক্কা দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ধিক তোমাদের! তোমরা কি কেবল এই অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করবে যে তিনি বলেন আমার রব আল্লাহ? এরপর আলী (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ফেরাউনের বংশের সেই মুমিন ব্যক্তি (যিনি ঈমান গোপন করেছিলেন) অপেক্ষা আবু বকরের জীবনের একটি মুহূর্তও উত্তম। কারণ সেই ব্যক্তি তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিলেন, আর আবুবকর তাঁর ঈমানকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন'।[১৭]

[ক্রমশঃ]

[আরবী প্রভাষক, পাতারহাট ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল]

১৩. বুখারী, হা/৩৬৬১।
১৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৫৯ পৃ.।
১৫. বুখারী, হা/৩৬৬১।
১৬. ফাতহুল বারী, ৭/১৬৯ পৃ.।
১৭. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩/৪৬, ৪/৫২৫ পৃ.; ফাতহুল বারী, ৭/১৬৯ পৃ.।

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে হৃদয়ের প্রশান্তি

-রাকীবুল ইসলাম

ভূমিকা : আমরা প্রতিনিয়ত জাগতিক সাফল্যের পিছনে ছুটছি। প্রযুক্তির উৎকর্ষ আর বস্তুগত প্রাচুর্যের মাঝেও এক চরম অস্থিরতা ও মানসিক অবসাদ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। এই কৃত্রিম কোলাহলের ভিড়ে মানুষ তার রব থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছে, তার হৃদয়ে ততই এক ভয়াবহ একাকিত্ব ও শূন্যতা দানা বাঁধছে। ফলে সমস্ত প্রাপ্তির ভিড়েও প্রকৃত প্রশান্তি অধরাই থেকে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃত প্রশান্তি কোনো নশ্বর অর্জনে নয়, বরং তা নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র নিবিড় সান্নিধ্যে। যখন একজন মানুষ তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে আল্লাহকে স্থাপন করতে পারে, তখন বর্তমান সময়ের প্রতিটি কঠিন পরীক্ষা তার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'উপহার' এবং প্রতিটি সাময়িক বিপদ অমূল্য 'পুরস্কারে' পরিণত হয়। এই বোধ তাকে এমন এক স্বর্গীয় জীবনের স্বাদ দেয়, যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুতেই তার আত্মা তৃপ্ত হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধে হৃদয়ের প্রকৃত প্রশান্তি লাভে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

আমাদের ভেতরের লুকানো শত্রু : মানুষের নফসের ভেতর লুকিয়ে আছে ইবলীসের মতো অহংকার, কাবিলের মতো হিংসা, আদ জাতির মতো অবাধ্যতা এবং সামুদ জাতির মতো সীমালংঘন। আমাদের ভেতরেই রয়েছে নমরুদের মতো দুঃসাহস, ফেরাউনের মতো ঔদ্ধত্য, কারুনের মতো বিদ্রোহ এবং আবু জাহেলের মতো জ্ঞানপাপ। শুধু তাই নয়, মানুষের স্বভাবের মধ্যে ইতর প্রাণীর স্বভাবও ফুটে ওঠে। যেমন, কাকের মতো লোভ, কুকুরের মতো লালসা, গুবরে পোকার মতো নীচতা, গুই সাপের মতো অবাধ্যতা, উটের মতো প্রতিহিংসা এবং সিংহের মতো হিংস্রতা। কখনো ইঁদুরের মতো পাপাচার, সাপের মতো বিষাক্ততা, বানরের মতো চপলতা, পিঁপড়ার মতো সঞ্চয়ী হওয়ার মোহ কিংবা শিয়ালের মতো ধূর্ততা আমাদের গ্রাস করে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের (স্বভাবজাত) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সে বড়ই যালেম ও অকৃতজ্ঞ *(ইব্রাহীম ১৪/৩৭)*, অজ্ঞ *(আহযাব ৩৩/৭২)*, ভীরু, কৃপণ *(মা'আরিজ ৭০/১৯, ২১)*, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট *(আ'রাফ ৭/১৭৯)* ইত্যাদি।

তবে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই! আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং এই আত্মিক ব্যাধি ও অপবিত্রতাগুলো দূর করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে মুক্তি নিহিত রয়েছে। যখন কোনো বান্দা এই মন্দ স্বভাবগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করার সংকল্প করে, তখন থেকেই আল্লাহ্‌র রহমতে এই অন্ধকারগুলো দূর হ'তে থাকে এবং হৃদয়ে নূরের আভা ফুটে ওঠে।

বিষাক্ত হৃদয়ের উপমা : মন্দ স্বভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়ের উদাহরণ হ'ল পুঁজে ঠাসা একটি বিষফোঁড়া। শরীরের বিষফোঁড়া যেমন ভেতর থেকে পুঁজ বের না করা পর্যন্ত আপনাকে অবিরাম যন্ত্রণা দেয় এবং রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। তেমনি অন্তরের ব্যাধিগুলো যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, মুনাফেকি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি আসক্তি ও অন্য কারো কাছে প্রত্যাশা রাখা আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দহন ও অস্থিরতার মাঝে রাখবে, যতক্ষণ না আপনি এগুলোকে অন্তর থেকে উপড়ে ফেলছেন। তাই দেরি না করে এখনই এই জঞ্জালগুলো অন্তর থেকে দূর করতে সচেষ্ট হোন। তবেই আপনি আস্বাদন করতে পারবেন ঈমানের প্রকৃত স্বাদ, হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ, মনের প্রশান্তি এবং এক পবিত্র ও সুন্দর জীবনের মাধুর্য। যে ব্যক্তি হৃদয়ে এই ব্যাধিগুলো বহন করে বেড়ায়, তার চেয়ে সংকীর্ণ ও কষ্টে ভরা জীবন আর কারো নয়।

হৃদয়ে প্রশান্তির পথ : যিনি চান আল্লাহ তা'আলা তাঁর হৃদয়কে প্রশান্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন, তাঁর প্রথম কাজ হ'ল অন্তর থেকে সেই সব ব্যাধি দূর করা যা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের ভেতর থেকে মন্দ স্বভাবগুলো দূর করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। একারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ)-এর হৃদয়ের নিষ্কলুষতার প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ- إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ- 'আর নিশ্চয়ই নূহের দ্বীনভুক্ত ছিল ইব্রাহীম'। 'যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে' *(ছফফাত ৩৭/৮৩-৮৪)*। এছাড়াও ইব্রাহীম (আঃ)-এর সেই বিখ্যাত দো'আও আল্লাহ কুরআনে তুলে ধরেছেন, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ- إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ- 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না'। 'কেবল যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র নিকটে আসবে, সে ব্যতীত' *(শো'আরা ২৬/৮৮-৮৯)*।

আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের ধাপ সমূহ : যেকোনো পাত্রে মূল্যবান কিছু রাখার পূর্বে পাত্রটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হয়। তেমনি হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা স্থাপনের আগে অন্তর থেকে ব্যাধিগুলো দূর করতে হয়। অন্তর পরিষ্কার করার পর তাকে সুসজ্জিত করতে হয় তাঁর আনুগত্য দিয়ে। আল্লাহ্‌র সাথে সখ্যতা গড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হ'ল তাঁকে সব সময় স্মরণে রাখা। মানুষ যখন সৃষ্টির মোহ ত্যাগ করে স্রষ্টার দিকে মনোনিবেশ করে, তখনই সে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য

অনুভব করে। তাই মুমিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত হয় সেটি, যখন সে তার রবের সামনে সিজদাবনত থাকে। সেকারণ আল্লাহ্র সাথে নিবিড় সখ্যতা বা আত্মিক প্রশান্তি কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। এটি একটি চিরন্তর সফরের ফসল। এই সফরের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সেগুলি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

প্রথম ধাপ : আত্মশুদ্ধিতা

অন্তরের কঠিন ব্যাধি ও অপবিত্রতাগুলো দূর করার জন্য নিরন্তর সাধনা করলে অবশ্যই মুক্তি সম্ভব। এই প্রচেষ্টাই হৃদয়ের বিষাক্ত ক্ষতগুলো মুছে দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের স্বভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং নফসের সংশোধনে উদাসীন থাকে, তার আত্মা কলুষিত হয়ে যায়। সাথে সাথে সে যাবতীয় অকল্যাণের আধার হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও অন্তরের পরিচর্যায় অবহেলার কারণে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে হৃদয়ের কোনো না কোনো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে, যা পরবর্তীতে তার আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডে তা প্রকটভাবে ফুটে উঠবে।

আত্মশুদ্ধির জন্য জ্ঞান : কারো ইলম বা জ্ঞানের গভীরতা অনেক বেশি হওয়া কিংবা বড় আলেম হিসাবে গণ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি অন্তরের রোগ থেকে মুক্ত। অনেক সময় দেখা যায় একজন ইলম অন্বেষণকারী, একজন জগৎবিখ্যাত আলেম কিংবা বড় কোনো দাঈর মধ্যেও লুকিয়ে আছে সুখ্যাতির মোহ, আত্মমুগ্ধতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করার মতো ব্যাধি। অনেক সময় তাদের মাঝে প্রকাশ পায় প্রচণ্ড ক্রোধ কিংবা সাধারণ মানুষের প্রতি রূঢ়তা। এমনকি গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ না করার মতো সংকীর্ণতাও।

যারা পরকালের যাত্রী এবং হৃদয়ের পবিত্রতা অন্বেষণকারী, তারা সর্বদা নিজেদের অন্তরের গহীনে অনুসন্ধান চালান এবং প্রতিমুহূর্তে নিজেদের কাজের চুলচেরা হিসাব গ্রহণ করেন। তাই সর্বাবস্থায় আপনি আপনার হৃদয়ের সংশোধনে সচেষ্ট হোন। একে কেবল সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখা কিংবা পরিবেশ থেকে আড়ালে রাখাই যথেষ্ট নয়। বরং এদের মূল উৎপাটন করতে হবে এবং নিজের ওপর জয়ী হ'তে হবে।

আত্মশুদ্ধির বাধা নিরুপণ করা : নিজের প্রতি শুভাকাংখী প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে প্রবেশের পথে যে পর্দা বা অন্তরায়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো খুঁজে বের করা। কেননা নবী করীম (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, কারো যদি প্রস্রাব বা পায়খানার বেগ থাকে, তবে সে যেন ছালাত দাঁড়ানোর আগেই তা সেরে নেয়। এমনকি খাবারের উপস্থিতিতে যদি ছালাত শুরুও হয়ে যায়, তবুও তিনি আগে খাবার শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

এসব সতর্কতার মূল উদ্দেশ্য একটাই। তাহ'ল ছালাতের সময় যেন মুমিনের অন্তর সম্পূর্ণ একাগ্র থাকে এবং কোনো পার্থিব দুশ্চিন্তা বা শারীরিক অস্বস্তি যেন তাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এক চমৎকার উপমা দিয়ে বলেছেন, রহমতের ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে। ঠিক তেমনি মহান আল্লাহ্র পরিচয়, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর যিকিরের মিষ্টতা এবং তাঁর সান্নিধ্যের প্রশান্তি সেই হৃদয়ে কীভাবে প্রবেশ করবে, যা লালসার কামনারূপী কুকুর এবং হাযারো দুনিয়াবি ছবিতে ভরপুর হয়ে আছে?[২]

সামান্য কিছু জাগতিক প্রয়োজন যদি আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনের মাধুর্য, খুশু-খুযু এবং মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়, তবে আমরা কীভাবে আশা করি যে আমাদের হৃদয় আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করবে। যখন সেই হৃদয় হিংসা, বিদ্বেষ, সম্পর্কচ্ছেদ, আত্মমুগ্ধতা, অহংকার আর প্রবৃত্তির লালসায় ঠাসা হয়ে আছে? চোখে দেখা যায় এমন কোনো ছবি বা প্রতিকৃতি তো আমরা হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে বা মুছে ফেলতে পারি। কিন্তু আমাদের উচিত তার চেয়েও দ্রুতবেগে হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মঅহংকার, আর যশের আকাংখারূপী ব্যাধিগুলো নিরাময়ে সচেষ্ট হওয়া। তবেই আসবে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে হৃদয়ের প্রশান্তি।

এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা : ভাবুন তো, ওহোদ যুদ্ধের দিন মাত্র একটি বা দু'টি ভুলের কারণে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম দল ছাহাবায়ে কেরামকে সাময়িক পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলেন! পবিত্র কুরআনে সেই দৃশ্যপটের বর্ণনায় আল্লাহ বলেছেন, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، 'যদি (ওহোদের দিন) তোমাদের উপর বিপদ এসে থাকে, তবে তোমরাও (বদরের দিন তাদের উপর) দ্বিগুণ বিপদ চাপিয়েছিলে। তোমরা বললে, কোত্থেকে এ বিপদ এলো? তুমি বল, এটা তোমাদের পক্ষ থেকেই এসেছে (তীরন্দাযদের অবাধ্যতার কারণে) *(আলে ইমরান ৩/১৬৫)*।

ছাহাবাদের সাথে স্বয়ং বিশ্বনবী (ছাঃ) থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ভুলের কারণে যদি এমনটা হয়। তবে আমাদের অবস্থা কী? সুতরাং আমাদের অবশ্যই জয়ী হ'তে হবে আমাদের ভেতরে থাকা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য লালসার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে। আমাদের জয়ী হ'তে হবে সেই শয়তানদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার শপথ নিয়েছে। তাদের নেতা ইবলীস তো দম্ভভরে বলেই দিয়েছে, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ– আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব' *(ছোয়াদ ৩৮/৮২)*।

সুস্থ হৃদয়ের পথে : একটি সুস্থ ও পবিত্র অন্তর তথা 'কালবে সালিম' হ'ল মুমিনের সেই অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, যা জান্নাতের পথে যাত্রার একমাত্র পাথেয়। আমাদের দেহ যদি

১ . মুসলিম হা/৫৬০; রাবী আয়েশা (রাঃ)।

২. মাদারিজুস সালিকীন ৩/২৫০ পৃ.।

একটি বাহন হয়, তবে অন্তর হ'ল তার 'ইঞ্জিন'। আর ইঞ্জিন বিকল থাকলে দামি বডি যেমন গাড়িকে গন্তব্যে নিতে পারে না। তেমনি কলুষিত হৃদয় নিয়ে জান্নাতের পথে হাঁটা অসম্ভব। শরীরের অসুস্থতায় আমরা ডাক্তারের কাছে ছুটলেও মনের বিষাক্ত ব্যাধিগুলোকে অবহেলা করি। অথচ লোহায় মরিচা পড়লে যেমন পালিশ লাগে। তেমনি হৃদয়ে পাপের মরিচা পড়লেও তা ধুয়ে ফেলা যরূরী। তাই হৃদয়ের গহীনে জমে থাকা ধ্বংসাত্মক বিষগুলো খুঁজে বের করা ও তা ধুয়ে পরিষ্কার যরূরী। নিম্নে হৃদয়কে নষ্ট করার ৮টি ব্যাধি উল্লেখ করা হ'ল। যেখান থেকে আমাদের বেঁচে থাকা আবশ্যক।-

(১) শিরক : শিরক হ'ল ভালোবাসা, আশা, ভয়, ভরসা, ভীতি বা আকাংখার ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সাথে হৃদয়ের টান বা আসক্তি তৈরি হওয়া। বান্দা যখনই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মুখ ফেরায় বা অন্য কারো ওপর ভরসা করে, অমনি সেই পরনির্ভরশীলতা তার হৃদয়ের একটি অংশ দখল করে নেয়। ফলে তার অন্তর দুর্বল হয়ে যায়। সেখানে ভীরুতা বাসা বাঁধে এবং তার মানসিক শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। এজন্য শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, যখন হৃদয়ে আল্লাহ্র প্রতি এই নিখাদ ভালোবাসা জন্মে, তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার ভালোবাসা অন্তর থেকে মুছে যায়। আল্লাহ্র প্রতি আশা তৈরি হলে অন্য সবার প্রতি আশা দূর হয়ে যায়। যখন কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করা হয়, তখন অন্যের কাছে হাত পাতার হীনম্মন্যতা দূর হয়। যখন সকল কাজ কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তখন অন্যকে দেখানোর প্রবৃত্তি বিলীন হয়। আর যখন সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া হয়, তখন অন্য কোনো শক্তির মুখাপেক্ষিতা আর থাকে না'।[৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আরও বলেছেন, জেনে রাখুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তেজস্ক্রিয় রশ্মি গুনাহের কুয়াশা ও মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই রশ্মি কতটা শক্তিশালী বা দুর্বল হবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তির ঈমানের গভীরতার ওপর। এই কালেমার একটি নিজস্ব নূর রয়েছে। আর মানুষের অন্তরে এই নূরের তীব্রতা কতটা কম-বেশি হবে, তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গণনা করতে পারবে না'।[৪]

(২) বিদ্বেষ : বিদ্বেষ হ'ল দুনিয়াবী কোনো শত্রুতা বা মনোমালিন্যের কারণে অন্য কোনো মুসলিমের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অন্যতম নে'মত হিসাবে ঘোষণা করেছেন, তিনি জান্নাতবাসীদের অন্ত র থেকে যাবতীয় বিদ্বেষ ও মলিনতা দূর করে দিবেন। কারণ, অন্তরের এই ঘৃণা মানুষের জীবনে কেবল অশান্তি, দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা বয়ে আনে। যা এক প্রকার ভয়াবহ আযাব। যার হৃদয়ে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা জমা থাকে, সে এক নিরন্তর যন্ত্রণার মাঝে বসবাস করে। সে কখনো প্রকৃত সুখ এবং ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারে না।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, যিনি আল্লাহ্র সৃষ্টির সেরা এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সেই রাসূল কখনো নিজের ব্যক্তিগত কারণে কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি। অথচ তাঁকে কষ্ট দেওয়া মানে স্বয়ং আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া। তাঁর সাথে দ্বীনের স্বার্থ জড়িত ছিল এবং তাঁর পবিত্র আত্মা ছিল জগতের সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও সকল সুন্দর চরিত্রের আধার। এত উচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের নফসের জন্য কোনো প্রতিশোধ নিতেন না। তাহ'লে আমাদের মতো মানুষ যারা নিজেদের ভেতরের মন্দ স্বভাব ও ত্রুটিগুলো সম্পর্কে ভালো করেই অবগত তারা কীভাবে নিজের (অহংকারের) জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করতে পারে? বরং একজন প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা মানুষের কাছে তার নিজের অহংকারের বা নফস এতটুকু মূল্যও রাখে না যে, তার জন্য তাকে প্রতিশোধ নিতে হবে'।[৫]

ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন ইউসুফ (আঃ)। আপন ভাইয়েরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর মতান্তরে তাঁকে বাবা ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি দাসত্বের গ্লানি, জেলখানার অন্ধকার আর চরম অবিচার সহ্য করেছেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন এবং তিনি মিশরের অধিপতি হলেন, তখন ভাইয়েরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে বলল, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। উত্তরে ইউসুফ (আ.) কী বলেছিলেন? তিনি কি তাঁদের পুরনো কষ্টের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন? না! আল্লাহ বললেন, قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ– ইউসুফ বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(ইউসুফ ১২/৯২)*

তিনি তাঁদের অতীত মনে করিয়ে দেননি, এমনকি সামান্য তিরস্কারও করেননি; বরং তাঁদের ক্ষমা করে দিয়ে তাঁদের জন্য দোআ করেছিলেন।

অনুরূপ এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর জীবনে। পবিত্র কুরআনের একটি মাসআলা নিয়ে খলীফা মামূন, মুতাসিম এবং ওয়াসিকের আমলে তিনি চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দীর্ঘ ২৮ মাস তাঁকে কারারুদ্ধ রাখা হয়েছিল। তাঁকে ত্রিশটিরও বেশি দোররা মারা হয়েছিল। যা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও নির্মম। চাবুকের আঘাতে তিনি বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও তিনি বিদআতীরা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী প্রতিটি মানুষকে মন থেকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এই ক্ষমার পেছনে তাঁর প্রেরণা ছিল আল্লাহ্র

৩. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১১/৫২৪ পৃ.।
৪. মাদারিজুস সালেহীন ১/৩৪১ পৃ.।
৫. ইবনু তায়মিয়াহ. মাজেউল মাসায়েল ১/১৪৭১পৃ.।

এই বাণী, ...وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ– ‘তারা যেন তাদের মার্জনা করে ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(নূর ২৪/২২)*। তিনি বলতেন, তোমার এক মুসলিম ভাইকে তোমার কারণে শাস্তি দিয়ে তোমার কী লাভ হবে? তিনি আরও আওড়াতেন, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ‘যে ক্ষমা করে ও আপস করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে’ *(শো‘আরা ২৬/৪০)*।[৬]

একজন মুমিন কেন অনর্থক বিবাদ, বিদ্বেষ, পাল্টা জবাব আর অভিযোগের পেছনে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে অনেক বড় ক্ষতি ডেকে আনে। এসব নেতিবাচক চিন্তা তার অন্তর ও মনকে এমন কিছুতে ব্যস্ত রাখে, যা কেবল কষ্ট আর অশান্তিই বাড়ায়। কোনো বুদ্ধিমান মানুষ নিজের সাথে এমনটা করতে পারে না।

মুমিন দুনিয়াতে এসেছে নেক আমলের বীজ বপন করতে। যাতে ক্বিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ফসল ঘরে তুলতে পারে। যদি সে বিবাদ-বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়ে, তবে তার সেই চাষাবাদ নষ্ট হয়ে যায়। একজন মুমিনের হাতে এই সব তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মোটেও সময় নেই। সে তো পরকালের পথে এক অবিরাম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আর প্রতিযোগিতার ময়দানে থাকা একজন দৌড়বিদ কখনোই তার দিকে ধেয়ে আসা গালিগালাজ বা উপহাসের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করে না। বরং সে তার গন্তব্যের দিকেই দৌড়াতে থাকে। যেন পিছিয়ে না পড়ে। সে যদি তাদের দিকে তাকাতে যায়, তবে সে নিশ্চিতভাবেই বিজয়ীদের তালিকা থেকে ছিটকে পড়বে।

ইবনুল আরাবী (রহঃ) একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, বিখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ শায়েখ আবু মুহাম্মাদ ইবনু আবি যাইদ-এর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্যবহারকারী। তিনি স্বামীর হকের ব্যাপারে ত্রুটি করতেন এবং কথা দিয়ে তাঁকে কষ্ট দিতেন। মানুষ যখন শায়খকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত কেন তিনি ধৈর্য ধরে আছেন? তখন তিনি বলতেন, আমি এমন একজন মানুষ, যাকে আল্লাহ শরীরিক সুস্থতা, জ্ঞান এবং ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। হ’তে পারে আমার কোন গুনাহের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ এই স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। আমি ভয় পাই, যদি আজ আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই, তবে হয়তো এর চেয়েও কঠিন কোন বিপদ আমার ওপর নেমে আসবে’।[৭]

সহনশীলতা, রাগ নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমা করার অর্থ এই নয় যে, আপনি যালেমের অন্যায় প্রতিরোধে আইনী বা শারঈ কোনো পদক্ষেপ নিবেন না। অন্যায়কারীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আপনার অবশ্যই আছে। তবে সেই পদক্ষেপ নেওয়ার সময় নিজের ‘অহংবোধ’ মেটানোর জন্য গালিগালাজ, চেঁচামেচি বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। বরং আপনার উদ্দেশ্য হ’তে হবে কেবল যুলুম প্রতিহত করা এবং মানুষের ক্ষতি থেকে সেই যালেমকে বিরত রাখা।

(৩) হিংসা : হিংসা হ’ল এমন একজন মুসলিমের ওপর অর্পিত নে’মত বিলুপ্ত হওয়ার আকাংখা করা, যে নে’মতটি সে বৈধ কাজে ব্যবহার করছে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, হিংসার মধ্যে দু’টি বিষয় লুকিয়ে থাকে, কৃপণতা এবং যুলুম। এটি কৃপণতা কারণ, অন্যকে দেওয়া আল্লাহ্র দানে সে কার্পণ্য বোধ করে। আর এটি যুলুম। কারণ সে সেই নে’মতটি অন্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার আকাংখা করে’।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ– ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।[৯] অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যে মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের কল্যাণকামী হয়। সে অন্যের জন্য তা-ই চায় যা নিজের জন্য চায় এবং অন্যের জন্য তা-ই অপসন্দ করে যা নিজের জন্য অপসন্দ করে। এমনকি এই গুণের মধ্যে অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়ারও শামিল। কারণ প্রতিটি মানুষই চায় অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ’তে। কিন্তু যখন সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করে যা সে নিজের জন্য চায়, তখন সে প্রকৃতপক্ষে এটাই পসন্দ করল যে, তার ভাইও তার মতো বা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হোক।

তবে যেকোনো দাবির জন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আপনি যে মানুষের জন্য সত্যিই মঙ্গল কামনা করেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ’ল কেউ প্রশংসনীয় কোনো কাজ করলে আপনি তার প্রশংসা করবেন। তাকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং বিভিন্ন মজলিসে তার কাজের কথা তুলে ধরবেন। অন্য কেউ তার গুণগান বা প্রশংসা করলে তা শুনতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। এমনকি আপনার ছাত্র, সহকর্মী বা বন্ধুরা যেন আপনার মতো বা আপনার চেয়েও ভালো অবস্থানে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য আপনি সব ধরনের সহযোগিতা করবেন। তাদের উৎকর্ষ, সফলতা ও উন্নতির কোনো পথ বা কৌশলই আপনি তাদের কাছে গোপন করবেন না। এছাড়া আপনি দ্বীনি বা দুনিয়াবি কোনো কল্যাণ লাভ করলে তা কীভাবে অর্জন করেছেন, তার পথ ও পদ্ধতিগুলো অন্যদেরও জানিয়ে দেওয়ার ব্যাকুলতা অনুভব করবেন। যাতে তারা আপনার মতো বা আপনার চেয়েও উত্তম কিছু অর্জন করতে পারে।

[কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও কেন্দ্রীয় দাঈ, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ]

৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১১/৪৫-৪৭ পৃ.।
৭. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ১/৪৬৯ পৃ.।
৮. মাজমু‘উল ফাতাওয়া ২৮/১৪৪ পৃ.।
৯. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)।

ডিজিটাল ডিভাইস যখন জ্ঞানের মশাল

-হাসিবুর রশীদ

ভূমিকা : ইতিবাচক দিক বিবেচনা করলে বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির এক স্বর্ণশিখরে অবস্থান করছে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রাকে আমূল বদলে দিয়েছে। এক সময় যে কাজ করতে মাসাধিকাল সময় লাগত, আজ তা মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিগুলো এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের একটি অন্যতম সৌন্দর্য হ'ল এটি সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। ইসলাম কখনোই বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। বরং ইসলাম বিজ্ঞানের সঠিক ও কল্যাণকর ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে। মনে রাখা আবশ্যক যে, বিজ্ঞান ইসলামের অনুগামী। যা অহি-র আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। বর্তমান যুগে দ্বীনী বা ধর্মীয় কাজে ইলেকট্রনিক্স বা ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সঠিক নিয়তে এসব ডিভাইসের ব্যবহার যেমন ব্যক্তিগত আমলে সাহায্য করে, তেমনি বিশ্বব্যাপী ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার কাজকে করেছে বহুগুণ ত্বরান্বিত।

ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের ধারণা ও বিকাশ : ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বলতে সাধারণত এমন সব আধুনিক যন্ত্রপাতিকে বুঝায় যা অর্ধপরিবাহী এবং বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও আদান-প্রদান করে। ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স উভয়ই বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কিত থাকলেও তাদের কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল বলতে সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন, পরিবহন এবং ব্যবহারকে বুঝায়। এতে বড় পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন যন্ত্র বা মেশিন চালানো। যেমন- বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, ফ্যান, লাইট ইত্যাদি ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রের উদাহরণ। অন্যদিকে ইলেকট্রনিক্স বলতে এমন প্রযুক্তিকে বুঝায় যেখানে খুব কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিদ্যুতের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে তথ্য বা সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এতে ট্রানজিস্টর, ডায়োড, আই.সি. ইত্যাদি ক্ষুদ্র উপাদান ব্যবহার করা হয়। যেমন- মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের উদাহরণ। ইলেকট্রিক্যাল মূলত বিদ্যুৎ শক্তি নিয়ে কাজ করে, আর ইলেকট্রনিক্স সেই বিদ্যুৎ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন তথ্য ও সিগন্যাল প্রক্রিয়াকরণ করে।

ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল সম্পর্ক : মোবাইল ও কম্পিউটার আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। যা একই সাথে ইলেকট্রনিক্স এবং ডিজিটাল ডিভাইস হিসাবে পরিচিত। এগুলো বিদ্যুতের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই এগুলো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি এই ডিভাইসগুলো তথ্যকে ০ এবং ১ (বাইনারি) আকারে প্রক্রিয়া করে। যার কারণে এগুলো ডিজিটাল ডিভাইস হিসাবেও গণ্য হয়। বর্তমান যুগে যোগাযোগ, শিক্ষা, গবেষণা এবং দ্বীনী কাজে মোবাইল ও কম্পিউটার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দ্বীনী জ্ঞান অর্জনে ডিজিটাল ডিভাইস

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ, যেখানে স্মার্টফোন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। এই ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে একজন মানুষ খুব সহজেই কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পারে, তাজবীদ শিখতে পারে এবং বিভিন্ন ভাষার তাফসীর পড়তে পারে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য ইসলামিক লেকচার, আলোচনা ও শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়া যায়। যা আমাদের ইল্‌ম বৃদ্ধিতে সহায়ক। এছাড়া অ্যাপের মাধ্যমে কুরআন পড়া, অনুবাদ জানা এবং অডিও তেলাওয়াত শোনা যায়। এই প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল যেকোন সময় এবং যেকোন স্থানে বসেই ইল্‌ম অর্জন করা যায়। এতে সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হয়। একইভাবে হাদীছ সহজেই পড়া ও বুঝা সম্ভব হচ্ছে। তবে এর পাশাপাশি কিছু সতর্কতাও প্রয়োজন। ইন্টারনেটে অনেক ভ্রান্ত বা ভুল তথ্য থাকে। তাই সচেতন থাকতে হবে যেন এইসব প্ল্যাটফর্মগুলো নির্ভরযোগ্য ও উৎসসমৃদ্ধ হয়।

ডিজিটাল কুরআন : এখন আর বিশাল বিশাল ভলিউমের কুরআন সব জায়গায় বহন করতে হয় না। একটি ছোট স্মার্টফোনে পুরো কুরআন মাজীদ, তাফসীর গ্রন্থ রাখা সম্ভব। 'আল-কুরআন' বা 'হাদীছ বিডি'র মতো অ্যাপগুলো আয়াত বা বিষয়ভিত্তিক সার্চ করার সুবিধা দেয়, যা আগে ছিল অকল্পনীয়। একজন আলোচক কোন দ্বীনী আলোচনায় হঠাৎ কোন কুরআনের আয়াত সাথে সাথে তার স্মার্টফোনে ডিজিটাল টেক্সট ভিত্তিক কুরআন অ্যাপ থেকে বের করতে সক্ষম হচ্ছেন। যেমন, কেউ যদি সার্চ বারে গিয়ে ২/২৫৫ অনুযায়ী সার্চ করেন, তাহ'লে তিনি ২ নং সূরা বাক্বারাহ্‌র ২৫৫ নং আয়াত খুঁজে পাবেন। আবার কেউ যদি পারা ভিত্তিক পৃষ্ঠা বের করতে চান তাহ'লে সেখানে ১৫:৯ লিখলে তা কুরআনের ১৫ নং পারার ৯ নং পৃষ্ঠায় নিয়ে যাবে। এভাবে খুব সহজে ডিজিটাল কুরআন ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিজিটাল হাদীছ : ডিজিটাল হাদীছ বলতে এমন হাদীছের সংগ্রহকে বুঝায় যা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সফটওয়্যার বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পড়া ও সংরক্ষণ করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির কারণে এখন খুব সহজেই হাদীছ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন ইসলামিক অ্যাপ, অনলাইন লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট শব্দ বা বিষয় লিখে সার্চ করলে সংশ্লিষ্ট হাদীছ দ্রুত পাওয়া যায়। এতে হাদীছের আরবী মূল পাঠ, বাংলা বা অন্যান্য ভাষার অনুবাদ এবং অনেক সময় ব্যাখ্যাও দেওয়া থাকে। ডিজিটাল হাদীছ শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ মানুষের জন্য খুবই উপকারী, কারণ এর মাধ্যমে ঘরে বসেই সহজে হাদীছ অধ্যয়ন করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ, ইসলামিক বিধান জানা এবং অন্যদের

মাঝে অহি-র বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ডিজিটাল হাদীছ মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে হাদীছ ব্যবহার করার সময় অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে নেওয়া উচিত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুঝে তা জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তেমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট হ'ল www.sunnah.com, www.shamela.ws

অডিও তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা : বিশ্বের প্রখ্যাত ক্বারীদের তেলাওয়াত এখন হাতের নাগালে। এর মাধ্যমে একজন মুমিন ব্যক্তি নিজের তেলাওয়াত শুদ্ধ করতে পারেন এবং তাজবীদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো শিখতে পারেন। বর্তমানে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্বারীর সুন্দর তেলাওয়াত সহজেই শোনা যায়। এর ফলে একজন কুরআন শিক্ষাকারী সঠিক উচ্চারণ, মাখরাজ ও তাজবীদের নিয়ম অনুসরণ করে কুরআন তেলাওয়াত শিখতে পারে। অনেক ইসলামিক অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে তাজবীদের নিয়মসহ অডিও তেলাওয়াত দেওয়া থাকে, যা শুনে শুনে অনুশীলন করা যায়। উদাহরণ হিসাবে www.qurancentral.com, www.quran.com এতে ঘরে বসে সহজেই কুরআন তেলাওয়াত শেখা সম্ভব হয়।

ফৎওয়া ও মাসায়েল : দৈনন্দিন জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান পেতে এখন আর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আলেমদের কাছে যেতে হয় না; নির্ভরযোগ্য ও সঠিক আক্বীদা, মানহায ভিত্তিক অনলাইন ফৎওয়া পোর্টাল বা অ্যাপের মাধ্যমে দ্রুত সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ওয়েব ব্রাউজারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল শব্দ বা (Root word) সংক্ষেপে লিখে সার্চ দিলে হুবহু বা কাছাকাছি বিষয়ের সমাধান পাওয়া যেতে পারে। যেমন : www.islamqa.com, www.at-tahreek.com

দো'আ মুখস্তকরণে স্মার্ট পদ্ধতি : দো'আ মুখস্তকরণে স্মার্ট পদ্ধতি হিসাবে ফোনের ওয়ালপেপার ব্যবহার করা একটি খুবই সহজ ও কার্যকর উপায়। আমরা প্রতিদিন অসংখ্যবার মোবাইল ফোন দেখি, তাই যদি ওয়ালপেপারে গুরুত্বপূর্ণ দো'আ, ছোট সূরা বা যিকর লিখে রাখা হয়, তাহ'লে তা বারবার চোখে পড়বে এবং মনের অজান্তেই মুখস্ত হয়ে যাবে। এটি বিশেষ করে তাদের জন্য উপকারী, যারা আলাদা করে সময় বের করতে পারেন না। এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি ছোট ও গুরুত্বপূর্ণ দো'আ নির্বাচন করে (যেমন ঘুমের দো'আ, খাওয়ার দো'আ বা দৈনন্দিন জীবনের যিক্র) তা সুন্দরভাবে আরবী, উচ্চারণ ও অর্থসহ একটি ছবি তৈরি করে সেটিকে ফোনের ওয়ালপেপার হিসাবে সেট করা যায়। এতে করে শুধু মুখস্তই নয়, দো'আর অর্থও বুঝা সহজ হয়। এভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই দ্বীনী আমল বৃদ্ধি করা সম্ভব। নিয়মিত চোখে পড়ার কারণে দো'আ দ্রুত মনে থাকে এবং তা দৈনন্দিন জীবনে আমল করাও সহজ হয়ে যায়।

ই-বুক বা পিডিএফ সংস্করণ বই : ই-বুক (e-Book) বা ইলেকট্রনিক বই হ'ল এমন একটি বই যা কাগজে না ছাপিয়ে ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষিত থাকে এবং মোবাইল, ট্যাবলেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে পড়া যায়। অন্যদিকে পিডিএফ (PDF) হ'ল একটি জনপ্রিয় ফাইল ফরম্যাট, যার পূর্ণরূপ Portable Document Format; এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে যেকোনো ডিভাইসে একই রকমভাবে লেখা, ছবি ও বিন্যাস দেখা যায়। বর্তমানে ই-বুক ও পিডিএফ বই পড়া খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ এতে একসাথে অনেক বই সহজে বহন করা যায় এবং প্রয়োজন মতো দ্রুত বই খুঁজে তা পড়ার পাশাপাশি লেখা কপি করে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল বইয়ের আরেকটি বড় সুবিধা হ'ল এতে লেখার ফন্টের আকার ছোট-বড় করা, গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাইলাইট করা এবং দ্রুত নির্দিষ্ট শব্দ বা বিষয় সার্চ করা যায়। তবে সেটির জন্য পিডিএফটি Text based হ'তে হবে। স্ক্যান করা ফাইলে এমন সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে বা কম খরচে অসংখ্য বই সংগ্রহ করা যায়। দ্বীনী ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রেও ই-বুক বা পিডিএফ অত্যন্ত সহায়ক। বর্তমানে অনেক প্রকাশক ধর্মীয় বই-পত্র, ম্যাগাজিন, থিসিস পেপার প্রভৃতি পিডিএফ সংস্করণে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের একটি বিষয় স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, প্রকাশক কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ মেনে ই-বুক বা পিডিএফ থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কপিরাইট নিয়ম অনুযায়ী তা বে-আইনী হিসাব গণ্য হবে।

দাওয়াত প্রচারে ডিজিটাল ডিভাইস :

ইসলামের মূল বাণী দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার না করলে অজানা ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাবে না। নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে আল্লাহ্র বাণী দাওয়াতের মাধ্যমে পৌঁছে দিতেন। সেই সময় দাওয়াতের জন্য পায়ে হেঁটে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হ'ত। কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যেমন, মোবাইল ও কম্পিউটারের কল্যাণে আমরা 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর সুযোগ পাচ্ছি। দাওয়াতী ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে তা হ'ল-

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম : ফেসবুক, মেসেঞ্জার, টুইটার ইনস্ট্রাগ্রাম এমনকি হোয়াট্সঅ্যাপের মতো সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করে বর্তমানে বিভিন্ন ছবি, অডিও ক্লিপ, ভিডিও ক্লিপ, ক্যাপশন, স্ট্যাটাস এমনকি লেখনীসহ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ছোট ছোট ক্লিপ বা 'রিলস্' এর মাধ্যমে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

লাইভ স্ট্রিমিং : বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের দ্বীনী মাহফীল বা জুম'আর খুৎবা এখন ভিডিওর মাধ্যেম সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। এর ফলে ঘরে বসেই মানুষ ইল্মী মজলিসের নেকী ও জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছেন।

ইউটিউব : YouTube বর্তমানে দ্বীনী কাজের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত এবং বিভিন্ন ইসলামিক লেকচার খুব সহজেই শোনা ও দেখা যায়। বিশ্ববিখ্যাত আলেমদের বক্তব্য এখন ঘরে বসেই শোনা সম্ভব, যা আগে অনেক কঠিন ছিল। ইউটিউবের মাধ্যমে ছালাতের সঠিক পদ্ধতি ব্যবহারিকভাবে জানা এবং বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে বুঝা যায়। অনেক ইসলামিক চ্যানেল নিয়মিত

শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড করে, যা আমাদের ইল্ম বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এছাড়া শিশুদের জন্যও ইসলামিক শিক্ষামূলক ভিডিও রয়েছে, যা তাদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

মূলত সকল কাজই নিয়ত অনুযায়ী। এইসকল প্ল্যাটফর্মে যদি কেউ কোন বিষয় শেয়ার করে এবং তাতে করে তার ফলোয়ারদের মাঝে একজনও যদি হেদায়েতের পথে ফিরে আসে তাহ'লে তিনি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ্র নেকী অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তবে ইউটিউব ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকা যরূরী। সব ভিডিও যে সঠিক হবে এমন নয়, তাই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত চ্যানেল বেছে নেওয়া উচিত। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ইউটিউব দ্বীনী ইল্ম অর্জনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও সহজ মাধ্যম হ'তে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অনলাইন ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে প্রযুক্তি

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অনলাইন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের কাছে দ্বীনী ইল্মকে সহজ, দ্রুত এবং বিস্তৃতভাবে পৌঁছে দিচ্ছে। আগে যেখানে ইল্ম অর্জনের জন্য মাদ্রাসা বা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকা যরূরী ছিল, এখন প্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসেই সেই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে তা বিকল্প হিসাবে নয়। স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টর এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে কুরআন, হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বহ সহজভাবে উপস্থাপন করা যায়। অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে তেলাওয়াত, তাজবীদ ও উচ্চারণ শুদ্ধভাবে শেখা সম্ভব হয়, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এছাড়া ডিজিটাল লাইব্রেরীর মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামিক গ্রন্থ সহজেই সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করা যায়। সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তি, ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তারে এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। যেমন-

অনলাইন মাদ্রাসা ও কোর্স : বর্তমানে অসংখ্য অনলাইন মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে যেখানে দূরশিখণ (Distance Learning) পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা, আরবী ভাষা শিক্ষা এবং হিফয সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রবাসী ও কর্ম ব্যস্তদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ওয়েবিনার ও কনফারেন্স : জুম (Zoom) বা গুগল মিট (Google Meet) এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড় বড় ইসলামিক সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে বিভিন্ন দেশের স্কলাররা যুক্ত হয়ে ইল্ম বিনিময় করছেন।

স্মার্ট ক্লাসরুম : বর্তমানের আধুনিক মাদ্রাসাগুলোতে প্রজেক্টর এবং ইন্টার‍্যাক্টিভ বোর্ডের মাধ্যমে গ্রাফিক্যালি বিভিন্ন জটিল বিষয় শেখানো হচ্ছে। তেমনইভাবে সীরাত বা ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলছে।

ডিজিটাল ডিভাইসে আরবী ভাষা সংযোজন সংক্রান্ত :

কম্পিউটার সিস্টেমে 'আরবী' হ'ল কমপ্লেক্স স্ক্রিপ্টের এক প্রকার জটিল ভাষা। একটা সময় ডিজিটাল ডিভাইসগুলোতে শুধু ল্যাটিন বর্ণগুলো ব্যবহৃত হ'ত। যাকে ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের বর্ণ বলা হয়। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে জটিল গঠনের ভাষাগুলো ডিজিটাল ডিভাইসে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য Unicode (Universal Code) আবিষ্কার হয় এবং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Unicode হ'ল একটি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড, যার মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সব ভাষার অক্ষর একই কোডে সংরক্ষণ করা হয়। এর ফলে আরবীসহ বাংলা লেখাও মোবাইল, কম্পিউটার বা ইন্টারনেটে ঠিকভাবে দেখা যায় এবং ভেঙে যায় না। আগে আরবী বা বাংলা লেখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হ'ত। ফন্ট না থাকলে লেখা বিকৃত দেখাতো বা ঠিকভাবে পড়া যেত না। কিন্তু Unicode ব্যবহারের কারণে এখন আরবী ভাষার প্রতিটি অক্ষরের নির্দিষ্ট কোড রয়েছে, তাই যেকোনো ডিভাইসে একইভাবে প্রদর্শিত হয়। ফলে কুরআন, হাদীছ, দো'আ ও অন্যান্য ইসলামিক লেখা সহজে পড়া ও শেয়ার করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন কিবোর্ড অ্যাপ বা সফটওয়্যার ব্যবহার করে খুব সহজেই আরবী টাইপ করা যায়। এর ফলে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন, কুরআন অধ্যয়ন এবং ইসলামিক বই পড়া আরও সহজ ও কার্যকর হয়েছে।

ডিজিটাল লাইব্রেরী ও জার্নাল :

বই পড়ার অভ্যাস আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এই সকল ডিভাইসের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। যেমন-

মাকতাবাতু শামেলা : এটি হ'ল একটি বিখ্যাত ইসলামিক ডিজিটাল লাইব্রেরী সফটওয়্যার, যেখানে হাজার হাজার আরবী কিতাব একসাথে সংরক্ষিত থাকে। এটি বিশেষভাবে আলেম, ছাত্র ও গবেষকদের জন্য খুবই উপকারী একটি মাধ্যম, কারণ এর মাধ্যমে একই জায়গা থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক গ্রন্থ পড়া ও অনুসন্ধান করা যায়। এই সফটওয়্যারে কুরআনের তাফসীর, হাদীছের কিতাব, ফিক্হ, আক্বীদা, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল- এতে সার্চ অপশন রয়েছে, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শব্দ বা বিষয় খুব দ্রুত খুঁজে বের করা যায় এবং ব্যবহারকারীর লেখা কোন কিতাব সংযোজনও করা যায়। ফলে গবেষণা ও অধ্যয়ন অনেক সহজ হয়ে গেছে। মাকতাবা শামেলার মাধ্যমে আরবী ভাষায় মূল কিতাব পড়ার সুযোগ তৈরি হয়, যা দ্বীনী ইল্ম গভীরভাবে অর্জনে সহায়ক। এটি অফলাইনেও ব্যবহার করা যায়, তাই ইন্টারনেট ছাড়াও কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। বর্তমানে বাংলাভাষী ব্যবহারকারীদের জন্য সফটওয়্যারটির ওয়েব বাংলা সংস্করণও উন্মুক্ত হয়েছে।

ইসলামিক জার্নাল ও গবেষণা : ইন্টারনেটে থাকা বিভিন্ন ইসলামিক রিসার্চ পোর্টালে আধুনিক বিশ্বের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলোর শারঈ সমাধান নিয়ে হাজার হাজার প্রবন্ধ পড়া সম্ভব হচ্ছে। এমনকি অনেক উন্মুক্ত Citation ব্যবহার করে কেউ তার গবেষণাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারছেন।

ইবাদতে সহায়তাকারী স্মার্ট টুলস

ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো দৈনন্দিন ইবাদতের ক্ষেত্রেও আমাদের রুটিন ঠিক রাখতে সাহায্য করে। যেমন-

(১) আযান ও ছালাতের ওয়াক্ত : আযান ও ছালাতের ওয়াক্ত

নির্ধারণে ডিজিটাল ডিভাইসের ভূমিকা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন মোবাইল, কম্পিউটার ও ডিজিটাল ঘড়ির মাধ্যমে খুব সহজেই ছালাতের সঠিক সময় জানা যায়। বিভিন্ন ইসলামিক অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট এলাকার সময় অনুযায়ী আযান দিয়ে থাকে, ফলে সঠিক সময়ে ছালাত আদায়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমে গেছে।

(২) সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী : রামাযান ও রামাযানের বাহিরে ফরজ ও নফল ছিয়াম থাকার জন্য সাহারী ও ইফতারের সময় জানা খুবই যরূরী। এই নির্দিষ্ট সময়গুলো এখন চার্ট আকারে ডিজিটাল ডিভাইসে পাওয়া যাচ্ছে। তাই এখন আর মসজিদের আযানের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

(৩) ক্বিবলা কম্পাস : অপরিচিত কোন স্থানে গেলে বা ভ্রমণে থাকলে ফোনের সেন্সর ব্যবহার করে সহজেই ক্বিবলার দিক নির্ণয় করা যায়।

ডিজিটাল তাসবীহ ও সতর্কতা : অনেকে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে তাসবীহ গণনা করে থাকেন। মূলত তাসবীহ হাতের আঙ্গুলেই গণনা করতে হবে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৫৮৩; মিশকাত হা/২৩১৬, সনদ হাসান)*। আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সনদ ছহীহ নয় *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮; ৩৫৫৪, মিশকাত হা/২৩১১)*। তাসবীহ গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে কোন দোষ নেই। সম্ভবপর সঠিক করার চেষ্টা করতে হবে। আঙ্গুল বিচারের মাঠে তার পক্ষে কথা বলবে। আর সুন্নাত মোতাবেক আমল করলেই কেবল নেকী পাওয়া যায়।

অনেকে মনে করেন বর্তমান যুগের আবিষ্কৃত প্রযুক্তির ব্যবহার ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত হিসাবে গণ্য হয়। এ ধারণা ভুল। কেননা কেউ এগুলোর ব্যবহার অধিক নেকীর আশায় করে না। তাছাড়া এগুলো মুআমালাত-এর অন্তর্ভুক্ত।

ডিভাইসের সঠিক ব্যবহারে সতর্কতা :

যেকোনো বিষয়ের দু'টি দিক থাকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে যেমন মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব, তেমনি এর অপব্যবহার একজন মানুষকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে।

(১) সময় অপচয় রোধ : ডিভাইস ব্যবহারের সময় আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যেন এটি আমাদের মূল ইবাদত থেকে বিচ্যুত না করে। অনেক সময় আমরা অপ্রয়োজনীয় ভিডিও, সোশ্যাল মিডিয়া বা বিনোদনের মধ্যে বেশি সময় ব্যয় করে ফেলি, যা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং ইবাদতে গাফেলতি সৃষ্টি করে। তাই নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে ডিভাইস ব্যবহার করা এবং প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করা বাঞ্চনীয়। প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তা আমাদের ইবাদতের বাধা নয়, সহায়ক হয়।

(২) সঠিক উৎস যাচাই : ইন্টারনেটে ইসলামের নামে অনেক ভুল তথ্য, দুর্বল হাদীছ ও বিভ্রান্তিকর কিতাব ছড়িয়ে রয়েছে। তাই কোন কিছু গ্রহণ করার আগে অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে কিনা যাচাই করা প্রয়োজন। তাক্বওয়াশীল আলেম, বিশ্বস্ত ইসলামিক ওয়েবসাইট এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে ইল্ম অর্জন করা উচিত। অজানা বা সন্দেহজনক উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে এবং অন্যদেরও সতর্ক করতে হবে।

(৩) নৈতিকতা রক্ষা : ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেটে ব্যবহারের সময় অশ্লীল, অনৈতিক বা হারাম বিষয়বস্তু থেকে নিজেকে হেফাযতে রাখতে হবে। এছাড়া মিথ্যা তথ্য প্রচার, অন্যকে কটূক্তি করা বা সময় নষ্টকারী কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অনলাইনে বাস্তব জীবনের মতোই সততা, শালীনতা ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখা যরূরী। প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে তা আমাদের চরিত্রকে উত্তমরূপে গঠন করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়।

(৪) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা : ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহারের সময় নিজের ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড বা গুরুত্বপূর্ণ ডাটা নিরাপদ রাখা অত্যন্ত যরূরী। অনলাইনে অজানা ব্যক্তি বা অবিশ্বস্ত ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে প্রতারণা বা ক্ষতির সম্ভাবনা কমে এবং নিরাপদভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

(৫) উপকারী কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া : ডিভাইস ব্যবহার করার সময় সবসময় এমন কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে, যা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অপ্রয়োজনীয় বিনোদনের পরিবর্তে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামিক লেকচার শোনা বা শিক্ষামূলক কনটেন্ট পড়া বেশি উপকারী। এতে সময়ের সঠিক ব্যবহার হয় এবং জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

(৬) আত্মনিয়ন্ত্রণ : ডিজিটাল ডিভাইসের অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের মনোযোগ নষ্ট করে, ঘুমে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ইবাদত ও পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে ব্যবহার করা, অপ্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন বন্ধ রাখা এবং প্রয়োজন হ'লে বিরতি নেওয়া উচিত। আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডিভাইসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব না হ'লে এটি আমাদের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

উপসংহার : আধুনিক যুগে ডিজিটাল ডিভাইস আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি দ্বীনী ইল্ম অর্জন, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসকল ডিভাইস আধুনিক যুগের এক মহান নেয়ামত। এটি মূলত একটি ধারালো ছুরির মতো, যা দিয়ে ফলও কাটা যায় আবার হাতও কাটা যায়। আমরা যদি বিশুদ্ধ নিয়তে এবং পরিকল্পিতভাবে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করি, তবে তা আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখিরাতে নাজাতের অসীলা হবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমান যুগে দ্বীনী ইল্ম অর্জন ও প্রচারের জন্য ডিভাইসগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই; বরং এগুলোকে ইসলামের খেদমতে আরও বেশি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে প্রযুক্তির সঠিক ও দ্বীনী কাজে ব্যবহারের তৌফিক দান করুন- আমীন।

[২য় বর্ষ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রযুক্তি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

পরীক্ষার পরেই প্রশান্তির প্রভাত

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর

ভূমিকা : জীবনের কোন এক বাঁকে এসে আমরা সবাই কখনো না কখনো ভীষণ অসহায় বোধ করি। ভেতর থেকে নিজেকে ছিন্নভিন্ন মনে হয়। মনে হয়, চারপাশের পৃথিবীটা বুঝি ধসে পড়ছে, আর এখানেই সবকিছুর সমাপ্তি। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র এই সুবিশাল সৃষ্টিজগতের দিকে তাকালে এক অদ্ভুত সত্য আমাদের বিস্মিত করে। আমরা দেখতে পাই, সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর বিষয়গুলোর জন্ম হয় কোন না কোন ভাঙনের ভেতর দিয়েই। মানুষের জীবন কখনো এক ছন্দে কাটে না। কখনো তা সুখের পূর্ণতায় ভরে ওঠে, আবার কখনো কষ্টের চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়ায়। চারপাশ থেকে বিপদ যখন আমাদের ঘিরে ধরে, মন যখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, ঠিক সেই চরম হতাশার মুহূর্তেই ইসলামের শিক্ষা আমাদের সামনে তুলে ধরে আশার আলো, শেখায় নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেরণা।

প্রকৃতির বুকে ভাঙন ও গড়ার গল্প : আল্লাহ তা'আলা এই মহাবিশ্বকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেখানে ভাঙন মানেই চূড়ান্ত ধ্বংস নয়, বরং তা এক মহত্তর সৃষ্টির নিদর্শন ও নতুন সৃষ্টির শুভ সূচনা। আকাশের মেঘ যখন নিজের অস্তিত্ব ভেঙে চুরমার করে দেয়, তখনই তৃষ্ণার্ত যমীন সজীব বৃষ্টির দেখা পায়। আবার কৃষক যখন লাঙল বা ট্রাক্টরের ফলায় মাটির বুক চিরে ক্ষতবিক্ষত করে, বাহ্যিকভাবে তা ধ্বংসাত্মক মনে হ'লেও আসলে সেটিই নতুন প্রাণের বীজ বোনার প্রথম ধাপ।

একটি শস্যবীজ যখন মাটির নিচে নিজেকে ভেঙে ফেলে, তখনই সেখান থেকে অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নেয় একটি কচি অঙ্কুর। সেই ক্ষুদ্র বীজটিকে একাকী পঁচতে হয় এবং নিজের শক্ত খোলসটি ভেঙে চুরমার করতে হয়। এই কঠিন বিভাজন আর আত্মাহুতির পরেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সবুজ প্রাণের স্পন্দন। যা ভবিষ্যতে একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। এমনকি ঝিনুকের পেটে যখন কোন বালুকণা ঢুকে তাকে অবর্ণনীয় যাতনা দেয়, সেই তীব্র কষ্ট আর ক্ষত থেকেই জন্ম নেয় অমূল্য এক মুক্তা। ঠিক তেমনি প্রচণ্ড চাপ আর দহনকাল পার না করলে সাধারণ কার্বন কোনদিন উজ্জ্বল হীরায় পরিণত হ'তে পারে না।

প্রকৃতির এই নিয়ম আমাদের জীবনের কঠিন সময়েও আশার আলো দেখায়। সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তটুকুতেই অন্ধকার সবচেয়ে ঘন অনুভূত হয়। আর এই চরম অন্ধকারই হ'ল আলোর প্রত্যাবর্তনের নিশ্চিত সংকেত। ঠিক যেমন একটি পাথর বাটালি আর হাতুড়ির হাযারো আঘাত সহ্য করে সুন্দর ভাস্কর্যে রূপ নেয়, লোহা আগুনে পুড়ে পিটিয়ে ধারালো ইস্পাতে পরিণত হয়। মনে রাখতে হবে, আঘাতের তীব্রতা যত বেশী হয়, ইস্পাত ঠিক ততটাই মজবুত হয়ে ওঠে। তেমনি জীবনের প্রতিটি আঘাত আমাদের আরও শক্তিশালী ও পূর্ণ করে গড়ে তোলে।

বেদনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আনন্দ : সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম আনন্দ কি তবে চরমতম বেদনার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে? হ্যাঁ থাকে। একজন আন্তঃসত্ত্বা মা যখন প্রসব বেদনায় হাসপাতালের বিছানায় কাতরান, তখন তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে মিশে থাকে এক অসহায় হাহাকার। সেই যন্ত্রণার মুহূর্তে মনে হয় পুরো শরীরটা বুঝি সহস্র ভাগে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে একটি ছোট্ট প্রাণের প্রথম কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে পৌঁছায়, ঠিক তখনই জাদুর মতো সব ব্যথা মিলিয়ে যায়। মনে হয় জীবনের সবটুকু সার্থকতা আজ হাতের মুঠোয়।

মূলত এই যন্ত্রণাই একজন নারীকে পূর্ণতা দেয় এবং তাঁকে 'মা' নামক মহিমান্বিত পরিচয়ে ভূষিত করে। মায়ের সেই ত্যাগের মুহূর্তটিতে সৃষ্টি হয় নতুন জীবনের সূচনার এক অনাবিল আনন্দ। যেখানে সবটুকু বেদনা মুছে গিয়ে হৃদয়ে জায়গা করে নেয় এক গভীর প্রশান্তি আর ভালোবাসা।

আপনার জীবন কি তবে ব্যতিক্রম?

মহান আল্লাহ যদি আকাশ, মাটি আর বীজ ভেঙে অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন, তবে আপনার জীবনের ভাঙন কেন ব্যর্থ হবে? ইসলামী দর্শনে কষ্টের একটি বিশেষ ও গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই কষ্ট কখনোই স্থায়ী নয়। এটি মূলত মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের এক মহান মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী মহান রব বলেন, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(ইনশিরাহ ৯৪/৬)*।

জীবন যখন আপনাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, তখন বুঝতে হবে আপনি কোন এক বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আয়াতে 'কষ্টের সাথে স্বস্তি' শব্দটির ব্যবহার এই নিগূঢ় ইঙ্গিত দেয় যে, যেখানে সমস্যা আছে, তার পাশেই সমাধান বা উত্তরণের পথ অবস্থান করছে। আকাশের মেঘ ভাঙলে যেমন সজীব বৃষ্টি ঝরে, জীবনের কষ্টের ভাঙনও ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে প্রশান্তি ও রহমত বয়ে আনে।

কষ্ট বা বিপর্যয়ে অবিচল থাকার পাথেয়

জীবন কোনো সমান্তরাল রেখা নয় যে তা সবসময় একইভাবে চলবে। রাত যখন গভীরতম হয়, তখনই বুঝতে হয় ভোরের আলো খুব কাছে। ঠিক তেমনি, জীবনের পরীক্ষা যখন কঠিনতম পর্যায়ে পৌঁছায়, বুঝতে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো স্বস্তি আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে। আল্লাহ আপনাকে তখনই পরীক্ষার মুখে ফেলেন যখন তিনি আপনাকে আরও উঁচুতে তুলে নিতে চান। তাই একজন

মুমিনের জন্য ধৈর্য, দো'আ এবং তাক্বদীরের ওপর বিশ্বাস হ'ল এমন তিনটি অস্ত্র, যা তাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার সাহস যোগায়। আপনার বর্তমান কষ্টটি কেবল একটি সাময়িক পরীক্ষা, যার পরেই অপেক্ষা করছে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বড় কোনো প্রশান্তির বীজ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসালেন। অতঃপর বললেন, হে বৎস! আমি কি তোমাকে কিছু দান করব না? আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শেখাব না যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন? তুমি আল্লাহর (হুকুমের) হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ করো, তবে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন কেবল আল্লাহ্র কাছেই চেয়ো। আর যখন সাহায্যের প্রার্থনা করবে, তখন কেবল আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো। জেনে রেখো, যা কিছু ঘটার তা লিখে কলম শুকিয়ে গেছে। আর নিশ্চিত থেকো, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ যদি তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রাখেননি, তবে তারা তা করতে সক্ষম হবে না এবং জেনে রেখো ধৈর্যের সাথেই সাহায্য আসে, বিপদের সাথেই মুক্তি আসে এবং নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।[১]

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। অতঃপর ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নেককারগণ। জীবনের চরম সংকটময় মুহূর্তেও তাঁরা ছিলেন রবের সিদ্ধান্তে সদা অবিচল। এতে তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা বিজয়ী হয়েছেন। যখন জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আপনাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, তখন নবী-রাসূলগণের জীবনের নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে ইনশাআল্লাহ।

১. আল্লাহ্র পরিকল্পনা : 'ব্রেক' নয় বরং 'মেক' করা : আমরা আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কেবল বর্তমানের রূঢ় ভাঙনটুকুই দেখি, কিন্তু আমাদের মহান রব দেখেন আগামীর এক উজ্জ্বল পূর্ণতা। তিনি আমাদের কক্ষচ্যুত (Break) করেন না, বরং মহত্তর কিছুর জন্য তিলে তিলে তৈরি (Make) করেন। আল্লাহ্র এই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'ল ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন। তাঁকে তাঁর নিজের ভাইয়েরা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করল, তিনি দাসের হাটে বিক্রি হ'লেন এবং মিথ্যা অপবাদে দীর্ঘদিন জেল খাটলেন।

দৃশ্যত এগুলো তাঁর জীবনের চরম বিপর্যয় বা 'ব্রেক' মনে হ'লেও মূলত তা ছিল আল্লাহ্র পরিকল্পনার অংশ। এই প্রতিটি ঘটনাই ছিল তাঁকে মিশরের বাদশা বানানোর একেকটি সিঁড়ি। তিনি যদি কূপে নিক্ষিপ্ত না হ'তেন, তবে কোনদিন মিশরে পৌঁছাতে পারতেন না। আবার যদি কারাবরণ না করতেন, তবে বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগও পেতেন না। সুতরাং আল্লাহ তাঁকে ভাঙেননি; বরং আগামী দিনের নেতৃত্বের জন্য শ্রেষ্ঠতমরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

২. আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ : সুখের দিনগুলোতে মানুষ অনেক সময় আল্লাহকে ভুলে যায়, কিন্তু বিপদের কালো মেঘ ঘনালেই সে একান্তভাবে রবের দরবারে লুটিয়ে পড়ে। এই যে কষ্টের অসীলায় আমরা সিজদায় অশ্রু বিসর্জন দেই কিংবা পাগলপারা হয়ে আল্লাহ্র সাহায্য চাই। তিনি আমাদের কান্নাবিজড়িত প্রার্থনার আহাজারী শুনতে চান এবং দুনিয়ার সকল শক্তির কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে কেবলমাত্র তার নিকট ভিক্ষুকের মত আবেদনের করুণ সুর শুনতে ভালোবাসেন। হয়তো মহান রবের সাথে বান্দার এই গভীর ও আত্মিক সংযোগ স্থাপনের জন্যই তিনি মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে বিপদ আর বেদনার পরীক্ষা পাঠান।

দুঃখের সময়ে মানুষ আল্লাহ্র যতটা নিকটবর্তী হ'তে পারে, সুখের আতিশয্যে অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 'কে তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং তার কষ্ট দূর করে দেন'? *(নামল ২৭/৬২)*।

এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ইউনুস (আঃ), যিনি মাছের পেটে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর বন্দি থাকাকালীন কোন জাগতিক উপায় না দেখে চরম সংকটকালীন মুহূর্তে রবকে ডেকেছিলেন এই বলে, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 'অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয়ই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*। সমুদ্রের অতল গহ্বর আর মাছের পেটের সেই নিঃসঙ্গতাই ছিল তাঁর জন্য আল্লাহ্র সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার মুহূর্ত। ঐ সংকটে আল্লাহ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

৩. আত্মশুদ্ধি ও পুনর্গঠনের প্রস্তুতি : একটি পুরনো জরাজীর্ণ ঘরকে যেমন বাসযোগ্য ও সুন্দর করার জন্য পূর্বের ভঙ্গুর কাঠামো ভেঙে নতুন ভিত্তি স্থাপন করতে হয়, মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক গঠনের প্রক্রিয়াটিও অনেকটা তেমনই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে' *(শামস ৯১/৭)*। এর অনন্য দৃষ্টান্ত মেলে ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনে। যাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল কারাগারের নিভৃত চার দেয়ালের ভেতর। মিথ্যা অপবাদ আর বন্দিত্বের সেই জরাজীর্ণ সময়গুলোই মূলত তাঁকে ধৈর্য ও তাকওয়ার চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। জেলখানায় তিনি নিজের নফস বা আত্মাকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করেছিলেন যে, যখন তিনি মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও উদারতার এক নতুন মিনার তৈরি

১. আহমাদ হা/২৮০৪; ছহীহ-শোআইব আরনাঊত্ব।

করেছিলেন। বৈমাত্রেয় ভাইদের পুরনো প্রতিহিংসার জীর্ণ কাঠামো ভেঙে তিনি সেখানে ভালোবাসার এক অনন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

৪. ধৈর্য ও ঈমানের পরীক্ষা : শিক্ষা জীবনে পরীক্ষা ছাড়া যেমন উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তেমনি ঈমানের কঠিন পরীক্ষা ছাড়া আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করাও অসম্ভব। আল্লাহ যখন বান্দাকে কষ্টে ফেলেন, তখন তিনি মূলত দেখতে চান বিপর্যয়ের মুখেও বান্দা কি তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকে, নাকি অভিযোগে লিপ্ত হয়। যারা এই পরীক্ষায় ধৈর্যের পরিচয় দেয়, তাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন পুরস্কার। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 'অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের' *(বাক্বারা ২/১৫৫)*।

এই পরীক্ষার এক চরম শিখরে ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)। যিনি নমরূদের জলন্ত হুতাশনের মধ্যেও কেবলমাত্র আল্লাহ্র কাছেই নিজের নিবেদনটুকু পেশ করেছিলেন। ফলে জলন্ত অগ্নিকাণ্ড মুহূর্তেই প্রশান্তিদায়ক ঠাণ্ডায় পরিনত হয়ে গিয়েছিল। তাকে বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আদরের সন্তানকে কুরবানী করার কঠিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পিতা ও পুত্র উভয়েই আল্লাহ্র এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যখন অসহায় আত্মসমর্পণ করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গায়েবী সাহায্য হিসাবে জান্নাতী দুম্বা অবতীর্ণ হ'ল। একইভাবে ইসলামের সূচনালগ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীরা দীর্ঘ তিন বছর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের শিকার হয়ে অবর্ণনীয় কষ্টে দিন কাটিয়েছিলেন। ক্ষুধার তীব্রতায় তাঁরা পেটে পাথর বেঁধেছিলেন এবং গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম অভিযোগ না করে যে অটল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তারই ফসল হিসাবে পরবর্তীতে মক্কা বিজিত হয়েছিল এবং ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল।

৫. পরীক্ষার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি ও পুরস্কার লাভ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন'।[২] যেমন আগুনের তাপে সোনা পুড়ে খাঁটি হয়, তেমনি বিপদের আঘাত মুমিনের গুনাহ ঝরিয়ে তাকে জান্নাতের উপযোগী করে গড়ে তোলে। এছাড়া বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ও উচ্চতর নেতৃত্বের আসনে আসীন করার জন্যও আল্লাহ পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যেমন তিনি বলেন, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'আর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কতগুলি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল, তখন তার প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব' *(বাক্বারা ২/১২৪)*।

আইয়ূব (আঃ) ছবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। একাধারে তাঁর অর্জিত সম্পদ, প্রিয় সন্তান এবং সুস্বাস্থ্য সব হারিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অভিযোগের পথ বেছে না নিয়ে আল্লাহ্র উপর অবিচল আস্থা রেখেছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আল্লাহ তাঁর দো'আ কবুল করলেন এবং অলৌকিকভাবে আরোগ্য দান করলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে ভূমিতে পদাঘাত করার ফলে যে স্বচ্ছ পানির ঝরনাধারা নির্গত হয়েছিল, তাতে গোসল ও পান করার মাধ্যমে তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাধি দূর হয়ে গেল। অটল ধৈর্যের পুরস্কার হিসাবে তিনি অভূতপূর্ব যৌবন ও স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন এবং আল্লাহ তাঁকে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পদ ও সন্তান দান করলেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ করায় এবং আল্লাহ্র পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ুব (আঃ)-কে 'ছবরকারী' ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেছেন *(ছোয়াদ ৪৪)*। এখান থেকে আমাদের শিক্ষনীয় হ'ল, দুনিয়ার কোন কষ্টই স্থায়ী নয়। অভিযোগ না করে কেবল রবের উপর ভরসা রাখলে হারানো জিনিসের চেয়েও উত্তম কিছু ফিরে পাওয়া সম্ভব।

৬. আল্লাহ্র উত্তম পরিকল্পনায় বিশ্বাস : আমরা যা হারাই বা জীবনের যে ভাঙনের শিকার হই, তার আড়ালে এমন কোন গভীর কল্যাণ লুকিয়ে থাকতে পারে যা আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করতে পারি না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু অপসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর অবশ্যই তোমরা এমন বহু কিছু পসন্দ কর, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারা ২/২১৬)*।

পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফে বর্ণিত মূসা (আঃ) ও খিযির (আঃ)-এর সেই নৌকা ছিদ্র করার ঘটনাটি আল্লাহ্র পরিকল্পনার এক নিখুঁত উদাহরণ। খিযির (আঃ) যখন কয়েকজন মিসকিন ও দরিদ্র ব্যক্তির একটি নৌকার তক্তা ভেঙে ফুটো করে দিয়েছিলেন, তখন মূসা (আঃ)-এর কাছে ঘটনাটি বাহ্যিকভাবে চরম অবিচার মনে হয়েছিল। কিন্তু এর আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক মহান কল্যাণ। সেই এলাকায় এক অত্যাচারী রাজা ছিল, যে সাধারণ মানুষের নৌকাগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিত। নিশ্চয়ই নৌকাটি ভাঙা বা ত্রুটিপূর্ণ থাকার কারণেই রাজা সেটি নিবে না। ফলে দরিদ্র লোকগুলো নৌকার সামান্য সেই ত্রুটি সেরে নিয়ে পরবর্তীতে নিজেদের কাজে লাগাতে পারল। এতে করে তাদের আয়ের শেষ সম্বলটি রক্ষা পেল।

আমরা যখন আমাদের প্রিয় কোন জিনিসে ফাটল কিংবা জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ত্রুটি দেখি, তখন বিচলিত হয়ে

২. বুখারী হা/৫৬৪৫।

পড়ি। কিন্তু আমরা জানি না, সেই ছোট্ট ক্রুটিটুকুই হয়তো আমাদের পুরো অস্তিত্বকে আরও বড় কোন বিপর্যয় বা ছিনতাই হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে। তাই রবের নিখুঁত পরিকল্পনার উপর ভরসা রাখাই মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশান্তির জায়গা।

৭. গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ : মানুষ হিসাবে আমরা প্রতিনিয়ত ভুল করি। আমাদের পরম দয়ালু রব চান না তাঁর প্রিয় বান্দা পাপের বোঝা নিয়ে পরকালে উপস্থিত হোক। তাই দুনিয়াতেই ছোটখাটো দুঃখ-কষ্ট, অভাব বা অসুস্থতার মাধ্যমে তিনি বান্দার গুনাহ মোচন করে দেন। এটি মূলত পরকালের কঠিন বিচার থেকে বান্দাকে আগাম নিষ্কৃতি দেওয়ার একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এ দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন বিপদগ্রস্থ হ'লেন নবীগণ। তারপর ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নেককারগণ। মুমিন পরীক্ষিত হবে তার দ্বীন অনুযায়ী। যদি সে দ্বীনের বিষয়ে কঠিন হয়, তবে তার পরীক্ষা সেই অনুযায়ী কঠিন হবে। আর যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে ঢিলা হয়, তার পরীক্ষা অনুরূপ হালকা হবে। মুমিনের উপরে এইভাবে পরীক্ষা চলতে থাকবে। এমন এক সময় আসবে যে, সে যমীনের উপরে চলাফেরা করবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহ থাকবে না'।[৩] তিনি আরো বলেন, 'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তানাদি ও মাল-সম্পদে সর্বদা বালা-মুছীবত লেগে থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার উপরে কোন গোনাহ থাকবে না'।[৪]

অর্থাৎ, আপনার উপর আসা বিপদ ও কষ্টগুলো যত সামান্যই হোক না কেন তা মূলত আপনার গুনাহগুলোকে ঝড়িয়ে দিচ্ছে যেমনিভাবে শীতকালে গাছ থেকে পাতা ঝড়ে পরে।

৮. জান্নাত লাভ : বান্দা যখন বড় কোন বিপদে ধৈর্য ধরে, তখন আল্লাহ তাকে সেই বিপদের বিনিময়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেন। ইতিহাসে এমন অনেক ছাহাবীর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যাঁরা চরম কষ্ট ও অমানবিক নির্যাতনের বিনিময়ে দুনিয়াতেই সরাসরি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। নিম্নে এরকম দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল-

যেমন 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি, সে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য আছে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন। মহিলাটি বলল, আমি ধৈর্য ধারণ করব। সে বলল, ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, কাজেই আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন যেন আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নবী (ছাঃ) তাঁর জন দো'আ করলেন।[৫] এই মহীয়সী নারী ছিলেন উম্মু যুফার (রাঃ)। সে ছিল দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণ বর্ণের।[৬] তিনি দুনিয়ার আজীবন শারীরিক কষ্ট ও অসুস্থতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন, কেবল জান্নাতের আশায়।

ইয়াসির পরিবারের উপরে যে ধরনের অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। বনু মাখযূম নেতা আবু জাহলের নির্দেশে তাদেরকে খোলা ময়দানে নিয়ে উত্তপ্ত বালুকার উপরে শুইয়ে রেখে প্রতিদিন নানাভাবে নির্যাতন করা হ'ত। একদিন চলার পথে তাদের শাস্তির দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ 'ধৈর্য ধর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ'ল জান্নাত'। অবশেষে ইয়াসিরকে কঠিন নির্যাতনের মাধ্যমে এবং তার স্ত্রী সুমাইয়ার গুপ্তাঙ্গে বর্শার আঘাতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়।[৭] সুবহানাল্লাহ! এই অমানুষিক নির্যাতন তারা হাসিমুখে বরণ করেছেন শুধুমাত্র জান্নাতের আশায়। তাই আপনার আজকের এই জাগতিক কষ্ট আসলে আগামীর চিরস্থায়ী সুখের এক একটি শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

উপসংহার : নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষকে অনেক সময় অলস ও দুর্বল করে দেয়, কিন্তু প্রতিকূলতা মানুষকে শক্তিশালী, সহনশীল এবং অভিজ্ঞ করে তোলে। বড় কোন দায়িত্ব পালনের যোগ্য করার আগে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের দুঃখ-কষ্টের এক এলাহী প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান; ঠিক যেমনটি আমরা সকল নবী-রাসূলের জীবনে দেখেছি। তাই বিপদ দেখে হতাশ হওয়া মুমিনের কাজ নয়। সবসময় মনে রাখা উচিত আল্লাহ আপনাকে ভাঙছেন না, বরং নতুন করে গড়ছেন।

পরিশেষে বলবো নিজেকে ছিন্নভিন্ন বা পর্যুদস্থ মনে হলে নিরাশ হবেন না। রবের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা, লাঞ্ছনা বা কঠোর পরিশ্রম যখন আমাদের মানসিকতাকে ক্ষতবিক্ষত করে, ঠিক তখনই আমাদের ভেতরকার সুপ্ত মেধা ও শক্তিগুলো পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, অটল ধৈর্য আর তাওয়াক্কুলের বিনিময়ে তার শেষ পরিণতি হবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ-ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন–আমীন!

[কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

---

৩. তিরমিযী হা/২৩৯৯; হাকেম হা/৭৮৭৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯২৪; ছহীহাহ হা/২২৮০।
৪. তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯০১; মিশকাত হা/১৫৬২; ছহীহাহ হা/১৪৩।
৫. বুখারী হা/৫৬৫২।
৬. মুসলিম হা/২৫৭৬।
৭. ইবনু হিশাম ১/৩১৯-২০; হাকেম হা/৫৬৪৬; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ১০৩ পৃ., সনদ ছহীহ; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ১৪৩।

আবু আহমাদ মুহাম্মাদ আমান আল-জামী (রহঃ)

তাওহীদের ডাক ডেস্ক

আবু আহমাদ মুহাম্মাদ আমান ইবনু আলী আল-জামী (রহঃ) আফ্রিকার দরিদ্র দেশ ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন সঊদী আরবে। ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ সফর করে তিনি মক্কায় পৌঁছান। এরপর সঊদী আরবের বিভিন্ন শহরে প্রখ্যাত শায়খদের নিকট ইলম অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পাশাপাশি মূল্যবান কিছু গ্রন্থ রচনা করেন।

শাসকদের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে কঠোরতা আরোপ এবং রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবের কঠোর সমালোচক হওয়ায় তার নামের সম্বন্ধ করে একটি ধারা 'জামী' পরিচিতি লাভ করে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঙ্গনে বিশেষত শাসকদের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে কঠোর অবস্থান গ্রহণকারী সালাফী আক্বীদার কিছু ব্যক্তিকে 'জামী' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

জন্ম ও শৈশব : মুহাম্মাদ আমান ইবনু আলী আল-জামী আবু আহমাদ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৩৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ইথিওপিয়ার (হাবশা) হারার অঞ্চলের তাগা তাব নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি তাগা তাব গ্রামেই বেড়ে ওঠেন এবং সেখানে পবিত্র কুরআনসহ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী ফিক্বহের কিতাব অধ্যয়ন শুরু করেন। একই সাথে তিনি নিজ গ্রামেই মুহাম্মাদ আমীন আল-হারারীর কাছে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন।

পরে সে অঞ্চলের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি নিজের গ্রাম ত্যাগ করে অন্য একটি গ্রামে যান। সেখানে তার পরিচয় হয় তারই সহপাঠী ও পরবর্তীতে সঊদী আরবে হিজরতকারী শায়েখ আব্দুল করীমের সঙ্গে। তাদের মধ্যে গভীর ইসলামী ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। তারা দু'জনে মিলে শায়েখ মূসা নামক এক আলেমের কাছে যান এবং তাঁর নিকট ইবনু রাসলান রচিত 'নাযমুয যুবাদ' অধ্যয়ন করেন। পরে শায়েখ আবাদারের কাছে 'মাতনুল মিনহাজ' পড়েন এবং ওই গ্রামেই বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন।

সঊদী আরবে ইলম অর্জন : তাদের মনে মক্কা মুকাররমায় গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও হজ্জ আদায়ের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে তারা হাবশা থেকে সোমালিয়াতে যান এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে ইয়েমেনের এডেনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সমুদ্র ও স্থলপথে তারা নানা কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হন। পরে তারা পায়ে হেঁটে হুদায়দাহ পৌঁছান এবং সেখানে রামাযান মাস অতিবাহিত করেন। এরপর তারা সঊদী আরবের দিকে যাত্রা করেন এবং ছামিতাহ ও আবু আরীশ হয়ে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। পুরো পথই তারা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। ইয়েমেনে অবস্থানকালে কয়েকজন শায়খ তাদেরকে 'দাওয়াতুস সালাফিয়্যাহ' সম্পর্কে সতর্ক করেন, যাকে তারা 'ওয়াহাবিয়্যাহ' নামে অভিহিত করতেন।

সঊদী আরবে জ্ঞানার্জন : ১৩৬৯ হিজরীতে হজ্জ আদায়ের পর মুহাম্মাদ আমান মসজিদুল হারামের বিভিন্ন ইলমী হালাকায় নিয়মিত অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি শায়খ আব্দুর রাযযাক হামযাহ, শায়খ আব্দুল হক আল-হাশীমী, শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আস-সোমালীসহ বহু আলেমের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেন।

মক্কায় তিনি শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর সাথে পরিচিত হন এবং পরবর্তীতে নতুন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে রিয়াদে যান। এটি ছিল হিজরী সত্তরের দশকের শুরুতে। রিয়াদের শিক্ষা ইনস্টিটিউটে তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ এবং মদীনার সাবেক প্রধান শারঈ আদালতের বিচারক শায়খ আলী ইবনু মাহনা।

রিয়াদে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন ইলমী মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তিনি মুফতী, ফক্বীহ ও উছূলবিদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আলে শায়খের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হন। একইভাবে তিনি শায়খ আব্দুর রহমান আল-আফ্রীকী ও শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। তাদের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী থেকে তিনি ব্যাপকভাবে উপকৃত হন।

এছাড়া তিনি রিয়াদে মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীতী ও মুহাদ্দিছ হাম্মাদ আল-আনছারীর কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফীর শিক্ষাদান পদ্ধতি দ্বারা তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে, তাঁর নিজস্ব পাঠদানের ধরণেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দীর দ্বারাও প্রভাবিত হন। তাদের মধ্যে পারস্পরিক পত্র যোগাযোগ ছিল। একইভাবে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ খলীল হাররাসের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেন এবং তার চিন্তাধারায়ও প্রভাবিত হন। এছাড়া তিনি শায়খ আব্দুল্লাহ আল-কার'আভীর কাছ থেকেও ইলম অর্জন করেন।

তিনি রিয়াদের শিক্ষা ইনস্টিটিউট থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা (ছানাবিয়্যাহ) সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি শরী'আহ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৩৮০ হিজরীতে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৩৯৩ হিজরীতে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরী'আহ বিষয়ে মাস্টার্স সমমানের ডিগ্রী লাভ করেন। পরে কায়রোর দারুল উলূম থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন : মুহাম্মাদ আমান আল-জামীর ইলমী মর্যাদা আলেম সমাজে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা তাকে সুন্দর ভাষায় স্মরণ করেছেন এবং তার প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করতেন। তার কর্মজীবনের ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে জানা যায় যে, রিয়াদে ছাত্রাবস্থায় তার শিক্ষক শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) তার মেধা ও জ্ঞানপিপাসা দেখে তাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আলে শায়খের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে জাযান অঞ্চলের ছামিতাহ শিক্ষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা শুরু করেন।

অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) তাকে সেখানে শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেন। উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি মূলত সালাফী আক্বীদা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর আক্বীদা, জ্ঞান ও মানহাজের ওপর আস্থা রেখে তাকে প্রথমে মাধ্যমিক বিভাগে এবং পরে শরী'আহ অনুষদে আক্বীদা বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব দেন, যাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারেন।

তাঁর সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য : (১) শায়খ রবী' আল-মাদখালী বলেছেন, 'শায়খ মুহাম্মাদ আমান সম্পর্কে আমি শুধু এটুকুই জানি যে, তিনি ছিলেন একজন মুমিন, তাওহীদপন্থী, সালাফী এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ফক্বীহ। আক্বীদার বিষয় উপস্থাপনে তার মতো দক্ষ মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তিনি আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়িয়েছেন। তার চেয়ে উত্তমভাবে আক্বীদা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কাউকে আমরা দেখিনি। তিনি ছাত্রদের বোঝানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আমরা তার মধ্যে উত্তম চরিত্র, বিনয় ও গাম্ভীর্য দেখেছি যে গুণগুলো তার কাছ থেকেই শেখা যেত'।

(২) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-ফাওযান বলেছেন, 'মুহাম্মাদ আল-জামী আমাদের ভাই ও সহপাঠী ছিলেন। তিনি এই বরকতময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং পরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। একইসঙ্গে তিনি মসজিদে নববীতেও পাঠদান করতেন এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াতী কাজ করতেন। আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। 'জামিয়্যাহ' (তার নামের দিকে সম্পর্কিত করে) নামে কোনো দল আছে একথা মিথ্যা অপবাদ ও বিকৃত প্রচারণা। শায়খ মুহাম্মাদ আমান আল-জামী সম্পর্কে আমরা এটুকুই জানি। কিন্তু যেহেতু তিনি তাওহীদের দিকে আহ্বান করতেন এবং বিদ'আত ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিরোধিতা করতেন, তাই কিছু মানুষ তার বিরোধিতা করে তাকে এ নামে অভিহিত করেছে'।

(৩) ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইস (শিক্ষক, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ) বলেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আমান আল-জামী সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার উপর দৃঢ় প্রত্যয়ী আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি বইপুস্তক, বক্তৃতা ও সেমিনারসমূহে বিশুদ্ধ দাওয়াত দিতেন। আর যিনিই সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার বিরোধিতা করতেন, তার প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। মনে হ'ত যেন তিনি জ্ঞান অর্জন, শিক্ষাদান, পাঠদান ও দাওয়াতের মাধ্যমে এই আক্বীদার জন্যই নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং মানুষের জীবনে এই আকীদার গুরুত্ব ও তার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন।

তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনাসমূহ :

- আযওয়া আলা তরীকিদ দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম (ইসলামের দাওয়াতের পথে আলোকবর্তিকা)
- মাজমূ' রাসায়িলিল জামী ফীল আক্বীদাহ ওয়াস সুন্নাহ (আক্বীদা ও সুন্নাহ বিষয়ক জামির প্রবন্ধসমগ্র)
- আল-মুহাযারাতুদ দিফা'ইয়্যাহ 'আনিস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ (রাসূল ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র পক্ষে প্রতিরক্ষামূলক আলোচনা)
- হাক্বীক্বাতুদ দীমুকরাতিয়্যাহ ওয়া আন্নাহা লাইসাত মিনাল ইসলাম (গণতন্ত্রের বাস্তবতা এবং তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়)
- হাক্বীক্বাতুশ শূরা ফিল ইসলাম (ইসলামে পরামর্শের প্রকৃত ধারণা)
- আল-'আকীদাতুল ইসলামিয়্যাহ ওয়া তারীখুহা (ইসলামী আক্বীদা ও তার ইতিহাস)
- শারহু মাতানি শুরূতিছ ছালাতি ওয়া আরকানিহা ওয়া ওয়াজিবাতিহা (ছালাতের শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসমূহ বিষয়ক মতনের ব্যাখ্যা)
- কুররাতু 'আয়নিল মুওয়াহহিদীন ফী তাহকীকি দা'ওয়াতিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন (নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বাস্তবতা নিয়ে তাওহীদবাদীদের চক্ষুশীতলতা)
- আছ-ছিফাতুল ইলাহিয়াহ ফীল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ ফী যাওইল ইছবাত ওয়াত তানযীহ (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে আল্লাহর গুণাবলি)

এছাড়াও তার অসংখ্য রচনা, গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে।

অসুস্থতা ও মৃত্যু : মুহাম্মাদ আমান আল-জামী তার জীবনের শেষভাগে এক কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, যা তাঁকে প্রায় এক বছর শয্যাশায়ী করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করেন এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রতিদানের আশা রাখেন। অতঃপর তিনি ১৪১৬ হিজরীর ২৬শে শা'বান মোতাবেক ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র 'বাক্বীউল গারক্বাদ' (জান্নাতুল বাক্বী) কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় আটষট্টি বছর। আল্লাহ তার খেদমতসমূহ কবুল করুন।- আমীন!

এডি রেডজোভিকের ইসলাম গ্রহণ

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[এডি রেডজোভিক (৫১) মার্শাল আর্টের ৫ম ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট অধিকারী। তিনি শিকাগোতে বড় হয়েছেন এবং সেখানেই তাঁর প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গ্রেসি জিউ-জিৎসু-এর প্রতি তার তীব্র অনুরাগ তাকে শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ব্রাজিলের মধ্যে যাতায়াত করতে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার গ্রেসি একাডেমি এবং ব্রাজিলের গ্রেসি ব্যারা সদর দপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি শিকাগোতে রয়েস এবং রোরিয়ন গ্রেসির অনুমোদিত প্রথম 'গ্রেসি জিউ-জিৎসু ট্রেনিং সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি কার্লোস গ্রেসি জুনিয়রের প্রথম আমেরিকান প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বিশুদ্ধ দ্বীন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য TheDeenShowTV প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে এখন পর্যন্ত ১৮৩৯টি ভিডিও আপলোড হয়েছে। যার ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ১.৫১ মিলিয়ন।]

প্রশ্ন : আপনার নাম ও আপনার জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন?

এডি রেডজোভিক : আমার নাম এডি রেডজোভিক। আমি একজন মার্শাল আর্ট ইন্সট্রাক্টর এবং 'দ্য দ্বীন শো'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও হোস্ট। আমার জন্ম নিউইয়র্কে হলেও আমি বড় হয়েছি শিকাগোর অত্যন্ত বিপজ্জনক এক গ্যাং কালচারে। আমার কৈশোর ও যৌবনের শুরুর দিকটা ছিল অপরাধ, মারামারি আর অর্থহীন জাগতিক আকাংখার পিছনে ছোটার এক দীর্ঘ গল্প। আমি নিজেই একটি ছোট বেপরোয়া গ্যাং-এর নেতৃত্ব দিতাম এবং রাস্তাঘাটে বিশৃংখলা সৃষ্টি করাটাই ছিল আমাদের কাজ। সেই সময় আমার কোনো ভালো রোল মডেল ছিল না। আমি কেবল হলিউড তারকাদের অনুকরণ করতাম এবং টাকা ও ক্ষমতার পেছনে ছুটতাম।

প্রশ্ন: কিভাবে আপনার অন্ধকার জীবন শুরু হয়েছিল এবং গ্যাং-এর শীর্ষ নেতৃত্বে পৌঁছেছিলেন?

এডি রেডজোভিক : আমার অন্ধকার জীবনের পথচলা শুরু হয়েছিল হাই স্কুল থেকেই। অন্য ছেলেরা যখন বাস্কেটবল বা ফুটবল টিমে যোগ দিচ্ছিল, আমি তখন নিজের একটি আলাদা গ্রুপ তৈরি করছিলাম। পরে সেই গণ্ডি পেরিয়ে নিজের মতো কিছু বেপরোয়া ছেলেকে নিয়ে একটি ছোট দল গড়ে তুলি। আমরা একসাথে আড্ডা দিতাম, ক্লাবে যেতাম এবং যেকোনো মারামারিতে একে অপরের ঢাল হয়ে দাঁড়াতাম। কোনো ঝামেলা সামলানোর দরকার হলে ওরাই ছিল আমার প্রধান শক্তি। আমি তখন খুব মারকুটে স্বভাবের ছিলাম এবং রাস্তায় নিজের শক্তি প্রমাণ করতে মরিয়া থাকতাম। এই আগ্রাসী মনোভাবই আমাকে সেই দলটির প্রধান বা লিডারে পরিণত করেছিল।

প্রশ্ন: আপনি কি কখনও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?

এডি রেডজোভিক : হ্যাঁ, অতীতে আমার জীবনে এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। আমি কোনো বড় ধরনের অপরাধী হিসাবে ফেডারেল কারাগারে বা দীর্ঘ মেয়াদে সাজা খাটতে দূরে কোথাও যাইনি। তবে আমাকে কুক কাউন্টি জেলে যেতে হয়েছিল। মূলত মারামারি এবং রাস্তায় বিশৃংখলা তৈরির দায়েই আমাকে গ্রেপ্তার করা হ'ত। সাধারণত দেখা যেত, মারামারির জন্য পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর পরের দিনই আমি জেল থেকে যামিনে বেরিয়ে আসছি।

প্রশ্ন: গ্যাং লাইফের কোন বিশেষ স্মৃতি কি আপনার মনে পড়ে?

এডি রেডজোভিক : একটি ঘটনার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। একবার অনেক রাতে আমি ও আমার দলের বন্ধুরা লরেন্সের একটি এলাকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন রাত প্রায় ১০-টা বা ১১-টা হবে। হঠাৎ একদল লোক আমাদের পথ আটকে জিজ্ঞেস করল তোমরা কোন দলের? শিকাগোতে ভুল এলাকায় ভুল 'হ্যান্ড জেস্টার' বা হাতের ইশারা দেখালে আপনার প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে। যদিও আমি তখন গ্যাং ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বিপক্ষ দলের একজন ক্রমাগত উস্কানি দিচ্ছিল এবং আমার খুব কাছে চলে আসছিল। আত্মরক্ষার খাতিরে আমি তাকে আঘাত করতেই চারপাশ থেকে ইঁদুরের মতো অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে এল। ওটা ছিল তাদের এলাকা। আমরা পিছু হটলেও আমার এক বন্ধু সেখানে আটকে যায়। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আমি ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়ি। এরই মধ্যে কেউ একজন একটি ভাঙা কাঁচের বোতল দিয়ে আমার পিঠে গভীর আঘাত করে।

অবাক করার বিষয় হলো, প্রচণ্ড রক্তপাতের মধ্যেও আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা ঘুরছিল, কীভাবে এই অপমানের প্রতিশোধ নেব! এটাই ছিল সেই অন্ধকার জীবনের চক্রাকার স্বভাব। দৌড়াতে দৌড়াতে আমি যখন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম, বন্ধুরা তখন দেখতে পায় আমার পিঠ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। শেষ পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হ'ল এবং আমি হাসপাতালে ভর্তি হলাম। আলহামদুলিল্লাহ সেদিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হ'তে পারত। আমি হয়তো মারাই যেতাম, কিন্তু আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার এ জীবন নিয়ে পরিবারের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল এবং আপনি কীভাবে সেখান থেকে ফিরে এলেন?

এডি রেডজোভিক : আমার এই জীবনধারা বাবা-মাকে, বিশেষ করে আমার মাকে চরম দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপে রাখত। তাদের এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে এবং নিজেকে বদলাতে আমি একসময় শিকাগো ছেড়ে বসনিয়ায় চলে যাই। এটি ছিল অনেকটা সেই হাদীছের মতো, যেখানে পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে তওবা করার কথা বলা হয়েছে। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, মানুষ যখন জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে কেবল খাওয়া-দাওয়া আর আনন্দ-ফুর্তিতে মত্ত

থাকে, তখন সে পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। সেই সময় আমার জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন। যা কেবল টাকা আর পার্টির চক্রে বন্দি ছিল।

প্রশ্ন : আপনার অতীত জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ কী?

এডি রেডজোভিক : আমার সবচেয়ে বড় আক্ষেপ হ'ল ভুল মানুষকে আদর্শ মেনে ভুল বন্ধুর সাথে মেশা। আমি এমন একজনকে অনুসরণ করেছিলাম, যার কারণে আমার জীবনে গ্যাং কালচার ও ফিতনার পথ খুলে গিয়েছিল। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটাই বলব, *বন্ধুরা হ'ল লিফটের মতো। তারা আপনাকে হয় উপরে তুলবে, নয়তো নিচে নামাবে। তাই সবসময় ভালো বন্ধু নির্বাচন করুন।* কারণ আপনার চরিত্রের ওপর বন্ধুদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যদিও আল্লাহর ইচ্ছায় সেই কঠিন পথ পেরিয়ে আজ আমি সঠিক পথে এসেছি। কিন্তু সবার এই সৌভাগ্য নাও হ'তে পারে।

প্রশ্ন : আপনার জীবনের পরিবর্তনটা ঠিক কীভাবে হয়েছিল?

এডি রেডজোভিক : জীবনের এক পর্যায়ে যখন আমি সব দেখে ফেলেছি এবং বয়স বাড়তে শুরু করেছে, তখন আমার ভাবনায় পরিবর্তন আসা শুরু হ'ল। এক রামাযান মাসে আমার বোন আমাকে কবরের আযাব সংক্রান্ত একটি মর্মস্পর্শী গল্প শুনিয়েছিল। যদিও গল্পটির সত্যতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বার্তা আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দেয়। আমার এক চাচা তখন আমাকে 'লাইফ, ডেথ অ্যাণ্ড হেয়ারআফটার' (জীবন, মৃত্যু ও পরকাল) নামে একটি বই দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কবরের জীবন এবং বিচার দিবসের বাস্তবতা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি। আমি অনুভব করলাম, আমাকেও একদিন সেই অন্ধকার কবরে যেতে হবে। এই চিন্তাটিই আমার পরিবর্তনের প্রথম ধাপ ছিল।

প্রশ্ন ২: মৃত্যু ও পরকাল নিয়ে আপনার এই ভাবনাকে কোনো বিশেষ ঘটনা কি আরও ত্বরান্বিত করেছিল?

এডি রেডজোভিক : হ্যাঁ, একবার একটি পার্টিতে যাওয়ার সময় আমরা অনেকজন মিলে লিফটে আটকে গিয়েছিলাম। ফায়ার সার্ভিস আসার আগ পর্যন্ত প্রায় আধঘণ্টা আমরা সেখানে ঘামছিলাম আর হাঁসফাঁস করছিলাম। সেই বদ্ধ স্থানে আটকে থাকা অবস্থায় আল্লাহ আমাকে যেন এক বিশেষ নিদর্শন দেখালেন। আমি লিফটের সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সাথে কবরের অন্ধকারের তুলনা করতে শুরু করলাম। আমি ভাবলাম, যদি আমি এই অবস্থায় মারা যাই, যখন আমি স্রেফ একটি পার্টিতে যাচ্ছিলাম এবং স্রষ্টার দেওয়া জীবনের আসল উদ্দেশ্য পালন করছিলাম না, তবে আমার পরিণতি কী হবে? পরকাল ও মৃত্যু নিয়ে এই গভীর উপলব্ধিই আমাকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রশ্ন : আপনার ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তটা কেমন ছিল?

এডি রেডজোভিক : ২০০১ সালের কোন একদিন আমি শিকাগোর একটি মসজিদে যাই। দিনটি জুম'আ বার ছিল না। এক সাধারণ দুপুরে যখন আমি ভেতরে ঢুকলাম। এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা আমাকে গ্রাস করল। সেখানে একজন ভাই আমাকে ইসলামের 'তাওহীদ' বা একত্ববাদের কথা বুঝালেন। জানলাম ইসলাম মানে কোন ব্যক্তির পূজা নয়। বরং সরাসরি স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ। যিশু বা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইসলামের স্বচ্ছ ধারণা আমার দীর্ঘদিনের সকল যৌক্তিক ও আত্মিক সংশয় এক মুহূর্তে দূর করে দিল। কালেমা শাহাদাত পাঠের সেই মুহূর্তটি ছিল যোহরের ছালাতের কাছাকাছি সময়। যখন আমি কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ..., আমার মনে হচ্ছিল প্রতিটি শব্দ আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি। 'ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' বলার সাথে সাথেই আমি ডুকরে কেঁদে উঠি; মনে হয়েছিল আমার আত্মাটি যেন দীর্ঘ বনবাস কাটিয়ে অবশেষে তার আসল ঘরে ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন : সত্য অনুধাবনের পর আপনার জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন এলো?

এডি রেডজোভিক : সত্য জানার পর আমি কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথেই মদ ও নেশার জগত ছেড়ে দেই এবং নিয়মিত ছালাত শুরু করি। আমার সামনে তখন বড় পরীক্ষা ছিল পুরানো বন্ধু ও উপার্জনের পথ ত্যাগ করা। মৃত্যুচিন্তা আমার জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। আমি বুঝেছিলাম অযুহাত দেখিয়ে পুরনো অন্ধকার জীবনে থাকা মানে নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। তাই আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়ে আমি ইসলামকেই শ্রেষ্ঠ নে'মত হিসাবে বেছে নিয়েছি। এক কথায়, ইসলামের নিয়মগুলো আমার কাছে জীবনের একটি সফল 'ব্লু-প্রিন্ট' বা নকশার মতো মনে হয়েছে। একজন সফল উদ্যোক্তা যেমন সফল হওয়ার পথ দেখিয়ে দেন, আল্লাহ আমাদের ঠিক তেমনি সফল হওয়ার পথ বলে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : ৯/১১-এর পরবর্তী সময় কেমন ছিল?

এডি রেডজোভিক : ৯/১১-এর পর পরিস্থিতি সত্যিই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি অনুভব করলাম, মানুষকে ইসলামের সঠিক রূপ জানানোই এখন আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। কারণ ইসলাম কোনো মানুষের তৈরি করা অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়, এটি ঐশ্বরিক ও নিখুঁত। কুরআনের একটি আয়াত আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল, জেনে রাখ, 'আল্লাহ্র যিকিরেই চিত্ত প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। বস্তুগত সম্পদ দিয়ে মানুষ যে শান্তি পায় না, আমি ইবাদতের মাধ্যমে সেই 'সাকীনা' বা প্রশান্তি খুঁজে পেলাম।

প্রশ্ন ২: 'দ্য দ্বীন শো' (TheDeenShowTV) শুরু করার আইডিয়াটা কীভাবে এলো?

এডি রেডজোভিক : ইউটিউব তখন মাত্র শুরু হয়েছে। আমি যখন প্রথমবারের মতো হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন আদলী মুহাম্মদ সাঈদের সাথে একটি ছোট প্যানেল ডিসকাশন ভিডিও করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে মানুষ কেবল দীর্ঘ লেকচার শুনতে অভ্যস্ত নয়, তারা আধুনিক টকশো-র মতো আয়োজন পছন্দ করে। আমি মানুষের মনের

সাধারণ প্রশ্নগুলো নিয়ে এই সংস্কৃতির উপযোগী করে অনুষ্ঠানটি সাজালাম। আলহামদুলিল্লাহ, মানুষের কাছে পৌঁছানোর এটি একটি দারুণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো এবং সেখান থেকেই ২০০৬ সালেই TheDeenShowTV-এর জয়যাত্রা শুরু হ'ল।

প্রশ্ন : বর্তমানে মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

এডি রেডজোভিক : আমাদের অবশ্যই উচ্চমানের ইসলামিক মিডিয়া প্রয়োজন। বর্তমান মিডিয়ার অধিকাংশ মানুষ ভুল ধারণা প্রচার করছে। ইসলাম সবকিছুর যৌক্তিক প্রমাণ দেয়। অন্যান্য মিডিয়া মানুষের সামনে এমন সব আইডিয়া তুলে ধরে যা মানুষের আত্মার তৃপ্তি দেয় না, কিন্তু ইসলাম দেয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে পীস টিভি, হুদা টিভি, আল-জুমু'আহ ম্যাগাজিন, ইউরোপ পেপার, ইসলাম টিভি এবং অবশ্যই 'দ্য দ্বীন শো' দেখার পরামর্শ দিই।

প্রশ্ন : আপনার ছাত্রদের সাথে ইসলামের দাওয়াত শেয়ার করার অভিজ্ঞতা কেমন?

এডি রেডজোভিক : আমি আমার ছাত্রদের সাথে মাঝেমধ্যেই ইসলামের কথা বলি এবং আলহামদুলিল্লাহ তাদের একটা অংশ শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের শাহাদাহ পাঠের মুহূর্তটা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের।

প্রশ্ন : আমি এক সময় রাস্তায় মানুষের কাছে গিয়েও ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সেই অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল?

এডি রেডজোভিক : হ্যাঁ, আমি তখন এতটাই উত্তেজিত ছিলাম যে, সুযোগ পেলেই মানুষের কাছে এগিয়ে যেতাম। আমার মনে হ'ত আমার কাছে এমন একটি সত্য ও নিখুঁত জীবন ব্যবস্থা আছে, যা সবার জানা উচিত। মিডিয়া বা ইসলামোফোবিক ইন্ডাস্ট্রি মানুষের মনে যে বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল, তার বিপরীতে ইসলামের আসল সৌন্দর্য তুলে ধরাই ছিল আমার লক্ষ্য। মানুষের কাছে গিয়ে সহজভাবে কথা বললে তারা বুঝতে পারে যে ইসলাম আসলে কোনো উগ্র বিষয় নয়, বরং এটি শান্তির পথ। সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই মানুষকে সত্যের পথে ডাকার এই যাত্রা চলছে।

প্রশ্ন : দাওয়াতের ময়দানে আপনার কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি বা স্মরণীয় স্মৃতি সম্পর্কে বলুন।

এডি রেডজোভিক : দাওয়াত দেওয়া মানে হ'ল একজন মানুষকে অনন্ত জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। এটি একটি অসাধারণ অনুভূতি। আমি আমার বন্ধুদের সাথে রাস্তায় বেরিয়ে মানুষকে কুরআন ও যিশুর তথা ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে লিফলেট দিতাম। অনেকে দু-এক মিনিট কথা বলেই ইসলাম গ্রহণ করত। নেতিবাচক দিক থেকে বললে, অনেকে আমাদের সন্ত্রাসী বলে গালি দিত বা নবীজী (ছা.)-কে নিয়ে কটু কথা বলত। তারা আসলে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য না পেয়ে হতাশ ও তিক্ত। বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের ভালোবাসা ও শান্তির কথা বলার কথা। কিন্তু তারা অপমানে লিপ্ত হয়। বিপরীতে ইসলাম আমাদের অন্য ধর্মের দেবতাদেরও গালি দিতে নিষেধ করে *(আন'আম ৬/১০৮)*। একবার গাড়ি নষ্ট হওয়ায় রায়ান নামে এক অমুসলিম ছেলে আমাদের সাহায্য করতে এল। সে জানাল ৯/১১ ছাড়া সে ইসলাম সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। অথচ সত্য জানার পর সেই ছেলেই ইসলামের প্রতি আগ্রহী হ'ল। এভাবেই প্রতিটি পরিস্থিতি আমাদের জন্য দাওয়াতের সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : মার্শাল আর্ট জগতের কিংবদন্তি রয়েস গ্রেসির ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কেমন ছিল?

এডি রেডজোভিক : এটি আমার জন্য অনেকটা স্বপ্নের মতো ছিল। যারা মার্শাল আর্ট সম্পর্কে জানেন, তারা বোঝেন রয়েস গ্রেসি (Royce Gracie) হলেন এই জগতের 'মাইকেল জর্ডান'। তিনি 'দ্বীন সেন্টার' পরিদর্শনে এলেন এবং আমাদের সাথে একটি অনুষ্ঠান করার পর শাহাদাহ পাঠ করলেন। তিনিই ছিলেন আমাদের 'দ্বীন সেন্টারে'র প্রথম মুসলিম। যার কারণে আজ খাবীবের মতো চ্যাম্পিয়নরা ইউএফসিতে আসতে পেরেছে, সেই কিংবদন্তিকে মুসলিম ভাই হিসাবে পাওয়া আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, সত্যের আলো যে কারো হৃদয়ে পৌঁছাতে পারে।

প্রশ্ন : আমেরিকায় ইসলামের ভবিষ্যৎ এবং যারা এখনো ইসলাম নিয়ে দ্বিধায় আছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বার্তা কী?

এডি রেডজোভিক : আমেরিকায় ইসলামের ভবিষ্যৎ এখন আলোকোজ্জ্বল। যারা একসময় কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন বা যাজক ছিলেন, আজ তারা মুসলিমদের কাছে ক্ষমা চাইছেন এবং ভুল বুঝতে পারছেন। এমনকি গাযার বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মানুষ অবাক হয়ে ভাবছে কিসের শক্তিতে এই মানুষগুলো এত ধৈর্যশীল! ফলে হাযার হাযার মানুষ ইসলাম নিয়ে গবেষণা করছে। যারা পরিবর্তন হ'তে চান, তাদের জন্য আমার একটাই কথা এখনই সঠিক সময়। মাদক বা ক্লাবের অন্ধকার জীবনে ফিরে যাওয়ার আগেই এই সুযোগটি লুফে নিন। আল্লাহ আপনার হৃদয়ে হেদায়েতের ইচ্ছা দিয়েছেন বলেই আপনি এটি ভাবছেন। তাই দেরি না করে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার জীবনে চমৎকার সব পরিবর্তন শুরু হবে।

প্রশ্ন: তরুণ প্রজন্মের প্রতি আপনার উপদেশ কী হবে যাতে তাদের মাঝেও দ্বীনের প্রতি এই উদ্দীপনা তৈরি হয়?

এডি রেডজোভিক : মনে রাখবেন, এই জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং যেকোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। যখন আমাদের মনে এই বাস্তবতা গেঁথে যাবে যে, আল্লাহ আমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকছেন যা দুনিয়ার সব সম্পদের চেয়ে মূল্যবান, তখন তাকে খুশি করার আগ্রহ তৈরি হবে। আমাদের উচিত মিউজিক শোনা, মুভি দেখা বা ক্যাফেতে বসে সময় নষ্ট করার মতো অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়া। আমাদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করা উচিত এবং দাওয়াহর কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা উচিত। এটাই ইহকাল ও পরকালে সফল হওয়ার একমাত্র পথ।

[তথ্য সূত্র : ইন্টারনেট]

কফির কাপে জীবনের ছাপ

মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

আমেরিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর প্রায় নিয়মিতভাবেই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। কিছু সময়ের জন্য তারা স্মৃতি ঘেরা ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। বন্ধুদের সাথে আনন্দঘন সময় কাটায়, পুরাতন দিনের স্মৃতিচারণ করে, নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়। তারা একে অপরের খোঁজ-খবর নেয়, কে কর্মজীবনে সফল হয়েছে? কে কত বেতনে চাকরী করছে? কে বিয়ে করেছে? কার সন্তান হয়েছে? ইত্যাদি।

এমনই এক পুনর্মিলনীর দিনে কিছু প্রাক্তন শিক্ষার্থী তাদের এক বৃদ্ধ শিক্ষকের বাড়িতে গেল। শুভেচ্ছা ও সৌজন্য বিনিময়ের পর সবাই নিজের কাজ ও জীবনের চাপ নিয়ে অভিযোগ করতে লাগল। তাদের কথা-বার্তায় প্রকাশ পাচ্ছিল, তারা কেউ নিজের জীবন ও কাজ নিয়ে খুশি নয়। সবার চোখে তার অপর বন্ধুর জীবন ও কাজ বেশি সুখকর মনে হ'ল।

শিক্ষক তাদেরকে গভীরভাবে খেয়াল করছিলেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন। তিনি উঠে বাড়ির ভিতরে গেলেন এবং একটি বড় কফির পাত্র নিয়ে ফিরে আসলেন। সঙ্গে একটি ট্রেতে নিয়ে আসলেন নানা রকম কাপ। কিছু চীনা মাটির কাপ, কিছু সাধারণ কাঁচের কাপ, মেলামাইন কাপ, ক্রিস্টাল কাপ, প্লাস্টিক কাপ, আবার কিছু খুব সাধারণ কাপ।

শিক্ষক বললেন, 'এসো, তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য কফি ঢেলে নাও'। সবাই যখন নিজের হাতে একটি করে কাপ নিয়ে বসেছে, তখন শিক্ষক বললেন, প্রত্যেকে নিজের হাতের কাপের দিকে লক্ষ্য কর! এরপর অন্যদের কাপগুলোর দিকে তাকাও। দেখ, তোমরা শুধু সুন্দর ও দামী কাপগুলোই বেছে নিয়েছ, আর সাধারণ কাপগুলো এড়িয়ে গেছ। এটা স্বাভাবিক যে মানুষ ভালো জিনিসের দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঠিক এটিই তোমাদের দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপের কারণ।

আসলে তোমাদের দরকার ছিল কফি, কাপ নয়। কিন্তু তোমরা দামী ও সুন্দর কাপের জন্য প্রতিযোগিতা করেছ। আর প্রত্যেকে অন্যের কাপের দিকে তাকিয়ে সেটিকে বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে করেছ। কিন্তু কফির আসল স্বাদ কাপে থাকে না, কাপের ভিতরে কফিতে থাকে। কিন্তু যখন আমরা কেবল কাপের দিকে মন দিই, তখন আমরা কফির আসল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই।

যদি আমাদের জীবনকে কফি ধরা হয়, তবে চাকরি, অর্থ ও সামাজিক মর্যাদা হ'ল কাপ, যা শুধু জীবনকে ধারণ করার মাধ্যম। অর্থ-বিত্ত বা সামাজিক মর্যাদা জীবনে প্রশান্তি আনতে পারে না। এটি কেবল জীবনধারণ ও পৃথিবী পরিচালনার একটি অংশ মাত্র। জীবনের আসল স্বাদ উপভোগ করতে হয় হৃদয়ের গভীর থেকে। আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, ভরসা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। কিন্তু আমরা যখন বাহ্যিক অবস্থার দিকে গুরুত্বারোপ করি, তখন ভিতরের প্রশান্তি বিনষ্ট হয়। তাই আমি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি, বাহ্যিক জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিও না, বরং জীবনের আসল স্বাদ উপভোগ করো।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, The grass is always greener on the other side of the fence (বেড়ার অন্য পাশে ঘাস সবসময় বেশি সবুজ মনে হয়)। অর্থাৎ মানুষ নিজের জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট হয় না; নিজের চেয়ে অন্যের জীবনকে বেশি ভালো ও আকর্ষণীয় মনে করে। কেউ একজন সুন্দর ও সৎ চরিত্রের স্ত্রী পেয়েও মনে করে অন্য কেউ তার চেয়ে ভালো স্ত্রী পেয়েছে। আবার কেউ তার সহকর্মী যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি বা পুরস্কার পেলে মন খারাপ করে।

এটি অন্তরের এক প্রকার রোগ। এ রোগ থেকে মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছই যথেষ্ট। তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে ধন-সম্পদ এবং স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে তার উপরে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে' *(বুখারী হা/৬৪৯০; ইবনু হিব্বান হা/৭১২; মিশকাত হা/৫২৪২)*। ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, 'এই হাদীছ যাবতীয় কল্যাণকে একত্রিত করেছে। কেননা বান্দা যখন প্রাচুর্য-সমৃদ্ধিতে তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তির দিকে তাকায়, তখন তার অন্তর সেটাকে পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠে। ফলে সে নিজের অবস্থাকে খুবই নগণ্য মনে করে এবং প্রাচুর্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে থাকে। আর সে যখন নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায়, তখন তার প্রতি আল্লাহ্‌ও নে'মতগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে তার মন-প্রাণ আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রণত হয়'।

(কাযী ইয়ায, ইকমালুল মু'লিম বিফাওয়ায়িদিল মুসলিম, মুহাক্কিক ড. ইয়াহইয়া ইসমাঈল (মিসর : দারুল অফা, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খৃ.) ৮/৫১৫ পৃ.।)।

শূন্য পকেটের পূর্ণতা

মাঝে মাঝে কাছে একদম টাকা থাকেনা। সেদিন ছিলো ২০৫ টাকা। সারদা থেকে রাজশাহী আসবো। ৫০ টাকা হলেই চলবে। সুতরাং কোন সমস্যা নেই। রাস্তার মোড়ে বাসের অপেক্ষা করছি। এমন সময় এক বৃদ্ধ মানুষ এসে পাশে দাঁড়ালেন। জীর্ণ শরীর, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি আর বয়সের আঁচড়ে কুঁচকানো চামড়া। তিনি আমার চেনা কেউ নন। অথচ তার চোখের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা কেমন হাহাকার করে উঠল। ধরা গলায় অতি কষ্টে বললেন, বাবা! আজ ঘরে চাল কেনা হয়নি।

ব্যাস, ঐটুকুই। কথা শেষ হতেই বৃদ্ধের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। তিনি তাড়াহুড়ো করে পাঞ্জাবীর হাতা দিয়ে তা মুছে ফেললেন। পৃথিবীতে পুরুষ মানুষের চোখের পানি সহ্য করা সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ। পকেট থেকে ১০০ টাকার নোটটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে এলাম। নিজেকে সান্তনা দিলাম অর্ধেক তো আছে, একটা লোক অন্তত আজ রাতে পেট ভরে খেতে পারবে!

মাগরিবের ছালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হতেই দেখা সেই বৃদ্ধার সাথে, যিনি প্রতিদিন গেটের পাশে বসেন। তিনি প্রার্থনার স্বরে সালাম দিলেন। আমি উত্তর দিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। পকেটে আছে মাত্র ১০৫ টাকা। এখন কাউকে দান করা মানেই নিজের জন্য মহাবিপদ ডেকে আনা। যুক্তিবাদী মন বলছিল, 'জুয়েল, তুমি তো একজনকে দিয়েছই, এখন নিজেকে বাঁচাও'।

কিন্তু মানুষের বিপদ বোধ হয় তার পিছু ছাড়ে না, যতক্ষণ না সে ধৈর্য আর ত্যাগের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছায়। আধাঘণ্টা বাজারে কাজ সেরে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছি। খেয়াল করলাম সেই বৃদ্ধা ছায়ার মতো আমার আশেপাশে ঘুরছেন। বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছাতেই তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। মায়াবী গলায় ডাকলেন, বাবা জুয়েল, একটা কথা ছিল।

এ মানুষগুলো আমায় চেনেন, বড্ড আপন করে ডাকেন। বললাম, বলেন বিটি, কী হয়েছে! তিনি কাঁপা গলায় বললেন, বাবা, ভীষণ বিপদে পড়েছি। ১০০ টাকা খুব দরকার। আমি এক বুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে অসহায়ভাবে হাসলাম। বললাম, বিটি, আমার পকেটে আছেই ১০৫ টাকা। আপনাকে দিলে আমি তো রাজশাহী ফিরতে পারব না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বৃদ্ধা মুহূর্তেই লজ্জিত হলেন। মলিন মুখে বললেন, ঠিক আছে বাবা, থাক। তুমি তো রোজই দাও। আজ দিও না, আমি অন্য ব্যবস্থা করে নেব।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। তার সেই করুণ মুখটা দেখে মনে হ'ল নফসে মুত্বমাইন্নাহ যেন আমায় প্রশ্ন করছে, জুয়েল, তুমি কার ওপর ভরসা করো? তোমার পকেটের ওই কাগজের নোটের ওপর, নাকি যিনি এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন তাঁর ওপর? হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। এক অদ্ভুত সাহসে পকেট থেকে সেই শেষ ১০০ টাকার নোটটা বের করে তার হাতে জোর করে ধরিয়ে দিলাম। বললাম, আপনি নেন। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কী ব্যবস্থা করেন দেখি।

এখন আমার সম্বল মাত্র ৫ টাকা। এই টাকায় রাজশাহী যাওয়া যাবে না। তাই মোড়েই দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোনো পরিচিত মানুষের দেখা কি পাব না? কারো কাছ থেকে অন্তত ৫০টা টাকা ধার নিয়ে বাসে উঠব। কিন্তু অদ্ভুত বিষয়, প্রতিদিন পরিচিত মানুষের ভিড় থাকলেও আজ চারপাশটা কেমন নিঝুম আর অচেনা। বাসের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, ঘন হ'তে থাকা অন্ধকারের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আমার অস্থিরতা। মনে মনে শুধু বলছি, মালিক! তুমি তো সব দেখছো! ঠিক তখনই অন্ধকারের বুক চিরে এক জোড়া প্রখর হেডলাইটের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। একটা ঝকঝকে সাদা প্রাইভেট কার এসে আমার ঠিক সামনে থামল। জানালার কাঁচ নামিয়ে ভদ্রলোকটি স্নিগ্ধ হাসিতে বললেন, 'আরে জুয়েল ভাই না? একা দাঁড়িয়ে কেন এই অসময়ে?

আমি বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লোকটিকে আমি চিনতে পারলাম না। তিনি নিজেই বললেন, রাজশাহীতে আপনার কফিশপে কফি খেতে যাই মাঝে মাঝে। আপনি হয়তো খেয়াল করেননি। কোথায় যাবেন? উঠে বসুন, পৌঁছে দিচ্ছি। গাড়িতে উঠে আমি জানালার বাইরে অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক সারা রাস্তা কত কী গল্প করলেন, তার একবর্ণও আমার কানে ঢুকল না। সৌজন্যতা রক্ষায় শুধু জ্বী হ্যাঁ এসব বলে গেলাম। আমার চোখ বেয়ে শুধু পানি গড়িয়ে পড়ছিল। এই কি তবে সেই রহমানুর রহীমের প্রতিদান? তিনি চাইলেন না তাঁর এক সামান্য বান্দা অন্যের হাসির জন্য সবটুকু বিলিয়ে দেওয়ার পর পথে একা দাঁড়িয়ে কষ্ট পাক। নিজের পকেট শূন্য করার কয়েক মিনিটের মাথায় তিনি আমার জন্য বিলাসবহুল বাহন পাঠিয়ে দিলেন!

৪৫ মিনিটের পথ নিমিষেই শেষ হ'ল। আমার বাসার সামনে নামিয়ে দিলেন তিনি। কৃতজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত মনে নাম ও ফোন নম্বর চাইলাম। তিনি মৃদু হাসলেন। এক অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে বললেন, আজ নয়। যেদিন আপনার ওখানে কফি খেতে যাব, সেদিন দিব। গাড়িটি চোখের সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমি ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকলাম। গাড়ির নম্বর প্লেটও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। জানিনা, অশ্রুর কারণে নাকি এও প্রভুর কোন পরিকল্পনা! কেবল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম ওপরের সেই বিশাল আকাশটা। অনুভব করলাম, আমার চারপাশের বাতাসে মিশে আছে স্রষ্টার অসীম করুণার সুবাস। শুকরিয়া হে মালিক, বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া তোমার এই রহমতের জন্য। তুমি শিখিয়ে দিলে মানুষ যখন নিঃস্ব হয়, তখনই সে তোমার সবচাইতে নিকটবর্তী হয়।

–আসাদুজ্জামান জুয়েল, রাজশাহী

সংগঠন সংবাদ

যুবসমাবেশ-২০২৬

৩৬ তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৬ উপলক্ষ্যে ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আবদুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ প্রমুখ।

যেলা সভাপতি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন (১) রংপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মতীউর রহমান (২) দিনাজপুর-পশ্চিম যেলা সভাপতি মীযানুর রহমান (৩) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন (৪) বাগেরহাট যেলা সভাপতি ওবায়দুর রহমান (৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আকরাম হোসাইন (৬) ঢাকা কলেজের সভাপতি মুকাররম হোসাইন (৭) বরিশাল যেলা সভাপতি মা'ছূম বিল্লাহ (৮) চাঁদপুর যেলা সভাপতি অলিউল্লাহ (৯) কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আজবাহার ও (১০) কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

আলোচনা সভা

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা : গত ১৭ই মে, রবিবার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা ও দাওয়াতী সফর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল মুছাদ্দিক, 'যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ যেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফেয আব্দুর রাযযাক এবং 'যুবসংঘ' ঢাকা কলেজের সভাপতি মুকাররম মুন্না। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড্যাফোডিল সালাফী ফোরামের উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রাফাত আনাম।

সেমিনার

(১) শাসনগাছা, কুমিল্লা : গত ১লা মে ২০২৬, শুক্রবার কুমিল্লার শাসনগাছাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে 'আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে যুবকদের ভূমিকা' শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ আবু তাহের। সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ, 'যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও প্রচার সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুন নূর। সেমিনারে আলোচকবৃন্দ 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর' শ্লোগানকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার এবং আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে তরুণদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃংখল ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : গত ৯ই মে ২০২৬, শনিবার দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর. সি. মজুমদার অডিটোরিয়ামে 'আল-'আওন', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে 'তারুণ্যের আত্মপাঠ ও সমাজচিন্তা' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মুহাম্মাদ আকরাম হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল কাদেরের সঞ্চালনায় উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল মুছাদ্দিক। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী। সেমিনারে হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর প্যানেল আলোচক হিসাবে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে'র কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ হেদায়েত উল্লাহ, আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম এবং আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডাঃ শওকত হাসান, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও ইসলামিক দাঈ ও উদ্যোক্তা আহমেদ আরেফীন। প্রায় ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীর প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। এটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ যাবৎকালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ইতিহাসে সবচেয়ে সফলতম প্রোগ্রাম।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কতজন শহীদ হন?
উত্তর : মাত্র ১২ জন।

২. প্রশ্ন : মুতার যুদ্ধে সেনাপতি খালেদ বিন অলীদের কতটি তরবারি ভেঙ্গেছিল?
উত্তর : ৯টি তরবারি।

৩. প্রশ্ন : এ যুদ্ধে কোন ছাহাবী দু'হাত হারিয়েছিলেন?
উত্তর : জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ)।

৪. প্রশ্ন : কোন ছাহাবীর উপাধি 'যুল-জানাহাইন?
উত্তর : জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ)।

৫. প্রশ্ন : সারিইয়া যাতুস সালাসেল কত হিজরীতে হয়েছিল?
উত্তর : ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ।

৬. প্রশ্ন : এ যুদ্ধের সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর : আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)।

৭. প্রশ্ন : প্রচণ্ড শীতে মৃত্যুর আশংকায় ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে ছালাতে ইমামতি করেন কে?
উত্তর : আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)।

৮. প্রশ্ন : সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ কখন হয়েছিল?
উত্তর : ৮ম হিজরীর শা'বান মাস।

৯. প্রশ্ন : মক্কা বিজয় কখন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান সোমবার মোতাবেক ৮ই জানুয়ারী ৬৩০ খৃ.।

১০. প্রশ্ন : মক্কা বিজয়ে রাসূলের কতজন ছাহাবী ছিলেন?
উত্তর : ১০,০০০ ছাহাবী।

১১. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) হিজরতের কত দিন পর মক্কায় আসেন?
উত্তর : ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে।

১২. প্রশ্ন : বনু খোযা'আহ কোথায় বসবাস করত?
উত্তর : মক্কার নিম্নভূমি 'ওয়াতীর' নামক প্রস্রবণের ধারে।

১৩. প্রশ্ন : 'আমের বিন সালেম রাসূলের নিকট কত লাইন কবিতা পাঠ করেছিলেন?
উত্তর : সাড়ে আট লাইন।

১৪. প্রশ্ন : 'হুলাইল' কে ছিলেন?
উত্তর : বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক বনু খোযা'আহ গোত্রের সর্বশেষ নেতা ছিলেন।

১৫. প্রশ্ন : হুলাইলের কন্যা ও জামাতার নাম কি?
উত্তর : কন্যা হুবাই ও জামাতা কুছাই বিন কিলাব।

১৬. প্রশ্ন : হুলাইলের মৃত্যুর পর মক্কার তত্ত্বাবধায়ক কে হন?
উত্তর : হুলাইলের জামাতা কুছাই বিন কিলাব।

কুইজ

১. প্রশ্ন : কুরবানীর দিন আরবী কত তারিখ?
উত্তর:.....
..... ।

২. প্রশ্ন : ওছমানীয় খিলাফত কত সালে পতন হয়?
উত্তর : ..... ।

৩. প্রশ্ন : ছালেহ (আঃ) পেশায় কি ছিলেন?
উত্তর : ..... ।

৪. প্রশ্ন : الباح অর্থ কি?
উত্তর : ..... ।

৫. প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম খতীব কে?
উত্তর : ..... ।

৬. প্রশ্ন : ছিদ্দীক ও ছাদিক অর্থ কি?
উত্তর : ..... ।

৭. মুহাম্মাদ আমান ইবনু আলী আল-জামী (রহ.)-এর জন্ম কোথায়?
উত্তর : ..... ।

প্রতিযোগীর নাম : .....
পিতার নাম : .....শ্রেণী : .....
শাখা/বর্ষ: .....মোবাইল : .....
প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....
.....
..... ।

গত সংখ্যার উত্তর : ১. আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে ২. ১০০টি ৩. ৭০ বার ৪. পাঁচটি ৫. আলী (রাঃ) ৬. ৭ জনকে ৭. দুই ভাগ ৮. সরল ও ভদ্র প্রকৃতির।

গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : মুহাম্মাদ নাবিল ইসলাম, ৭ম (ক) (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালক শাখা)।

২য় : নুসরাত জাহান, ১০ম (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালিকা শাখা)।

৩য় : আব্দুর রাকীব সরকার, ৯ম (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালক শাখা)।

নির্দেশনা : কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

শব্দজট

পাশাপাশি : (১) আল্লাহ্র একত্ববাদকে বুঝায় (৩) যা হাতের তালুকে বুঝায় (৪) ঈদের দিনে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম (৬) মনকে যা আনন্দ দেয় বা যা অত্যন্ত সুন্দর (৭) আমাদের নবীর নাম (৯) যে নূতন আগমন করেছে (১০) আল্লাহ্র বাণী নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব (১১) আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম, যার মাধ্যমে তিনি করুণা করেন।

উপর-নীচ : (১) ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ (২) অন্যায়ভাবে কোনকিছু নিজের করে নেওয়াকে বুঝায় (৪) ডিমের ভেতরের হলুদ অংশ (৫) নীল বর্ণ বা নীল রঙের আভাকে বুঝায় (৭) যিনি আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী (৮) শাস্তি দেওয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় (১০) সঊদী আরবের রাজধানী (১২) পুত্র বা ছেলের প্রতিশব্দ।

১			২		৪			৫
৩					৬			
৭			৮		১০			১২
৯					১১			

প্রতিযোগীর নাম : .....

পিতার নাম : .....শ্রেণী : .....

শাখা/বর্ষ: .....মোবাইল : .....

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :.....

.....

.....।

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার সঠিক উত্তর :

* কুরআন ১. কুদরত ২. রহমত ৩. রাক'আত ৪. নমনীয়।

গত সংখ্যায় বর্ণের খেলার সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : উম্মে হাবিবা, ৯ম (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী, বালিকা শাখা)।

২য় : মুহাম্মাদ হাসীবুল (কোনাবাড়ী, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ)।

৩য় : মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, ১৫০ আহম্মদনগর, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬)।

✉ **(১)** নির্ধারিত অংশ কেটে নিম্নের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচত্বর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪।

💻 **(২)** নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

⊘ **সতর্কীকরণ :** কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

তখন শয়তান উসকে দেবে ক্ষোভের মেঘ, আর মানুষ হিসাবে আমাদের মনেও জমা হবে পুরু অভিমান। কিন্তু তরুণদের মনে রাখতে হবে, ক্ষোভের সেই মেঘকে ধুইয়ে দেওয়ার প্রকৃত অস্ত্র হ'ল ক্ষমার বৃষ্টি। ধৈর্য এবং ক্ষমার বাঁধ দিয়ে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারাই মধ্যপন্থা অর্জনের অন্যতম পথ। (৩) সাধ্যমত অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা অলস মস্তিস্ক সঠিক চিন্তা ও সঠিক সমাধান বের করার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। এজন্য দৈনন্দিন জীবনে অর্থপূর্ণ কাজের মাধ্যমে জীবনে শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন। (৪) অভিযোগ নয়, সংশোধনের মানসিকতা অর্জন করতে হবে। কেউ যত বড় ভুলই করুক, তাকে হেয় করা বা ছোট করা নয়, বরং আন্তরিকতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই যরূরী। আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিকূলতম অবস্থাতেও ইসলামের সৌন্দর্য ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরা, কাউকে সামাজিকভাবে কোণঠাসা করা নয়। (৫) প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা ব্যতীত মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে। কোন ঘটনা বা বক্তব্যের পূর্ণ প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ না করে হঠাৎ মন্তব্য করলে প্রায়ই তা ভুল সিদ্ধান্ত ও বিভ্রান্তির কারণ হয়। তাই ধৈর্যসহকারে বিষয়টি বোঝার পরই মন্তব্য করা কাম্য। (৬) সর্বোপরি হতাশা নয়, আশাবাদী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। আশা না থাকলে মধ্যপন্থা ধরে রাখা যায় না। জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাই হতাশাকে স্থান না দিয়ে আশাবাদী মানসিকতা লালন করা উচিত। কারণ প্রতিটি সংকটের মধ্যেই আল্লাহ কোন না কোন কল্যাণ লুকিয়ে রাখেন। তাই ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রেখে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

শেষ কথা হ'ল, মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অসম্ভব কোন কাজ নয়; বরং এটিই সঠিক পথ। এটিই একজন মুমিনের পরিচয়কে সুদৃঢ় করে তোলে। মধ্যপন্থা ব্যতীত ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চলা যায় না। ভারসাম্যহীনতা বা প্রান্তিকতা কখনোই ঈমানের পথ নয়, জান্নাতের পথ নয়। অতএব আসুন, আমরা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতার নিবিড় চর্চা করি। ধৈর্যশীল, ক্ষমাপরায়ণ ও কল্যাণকামী এক আখলাকী সত্তা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলি। এভাবেই আল্লাহ্র দেয়া জীবন নামের আমানতটাকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করি। সে পথেই ছুটে চলুক আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, যে পথের শেষ ঠিকানা জান্নাত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

দারুল আবরার লাইব্রেরী

এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

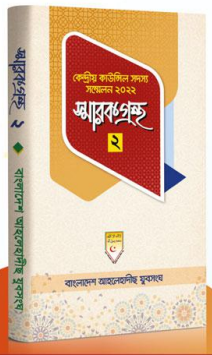

স্মারকগ্রন্থ-২

কর্মী সম্মেলন ২০২২-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনসহ 'যুবসংঘ'-এর প্রায় অর্ধ শত বছরের পথ-পরিক্রমার খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে অত্র গ্রন্থটিতে। যেখানে উঠে এসেছে একদিকে স্বর্ণোজ্জ্বল সাফল্যের নানা দিক ও বিভাগ, অপরদিকে ঘাত-প্রতিঘাতের এক বেদনাময় ইতিহাস। সন্নিবেশিত হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব হাফিযাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎকার সহ মূল্যবান তিনটি সাক্ষাৎকার। রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর প্রবীণদের স্মৃতিকথা।

সংগঠন সিরিজ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

- পরিচিতি (আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ)
- আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?
- আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ কি চায় কেন চায় ও কিভাবে চায়?
- সমাজ বিপ্লবের ধারা
- সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী
- দাওয়াত ও জিহাদ
- নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা
- উদাত্ত আহ্বান

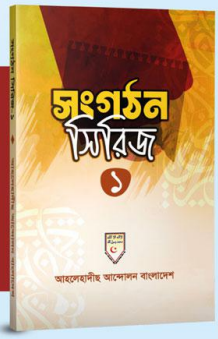

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। এই দাওয়াতী কাফেলার সাথী হ'তে সংগঠনের প্রকাশিত সিলেবাস, গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি ও ইহতিসাব বইসমূহ আজই সংগ্রহ করুন।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮০৫৯৫৮৮২২
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী

mokarrom Hajj Kafela
মুকাররম হজ্জ কাফেলা

বিশুদ্ধ হজ্জ-ওমরাহ সম্পাদনের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- কুরআন-সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে সার্বিক আমল সম্পাদনের নিশ্চয়তা।
- অভিজ্ঞ আলেমগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও সঠিক দিক নির্দেশনা।
- মানসম্মত আবাসন, স্বাস্থ্যকর বাংলা খাওয়া ও নিরাপদ পরিবহনের সুব্যবস্থা।
- ব্যবসায়িক স্বার্থ নয়, বরং আন্তরিক সেবাই আমাদের অঙ্গীকার।
- যোগ্য ও অভিজ্ঞ মু'আল্লিম ও প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত।
- সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতাই আমাদের নৈতিক ভিত্তি।

HAAB

ATAB ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS OF BANGLADESH

IATA

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
মুকাররম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট
লাইসেন্স নং ১০৪৫

সেবা সমূহ

- হজ্জ
- ওমরাহ
- ভিসা
- ট্রান্সপোর্ট
- বিমান টিকিট
- হোটেল বুকিং
- খাবার
- গাইড সেবা

হজ্জ রেজিস্ট্রেশন ও আকর্ষণীয়
ওমরাহ
প্যাকেজের জন্য যোগাযোগ করুন!

পরিচালক : মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম
ম্যানেজার, সততা এগ্রো ফিডস, নওহাটা, রাজশাহী।

ঢাকা অফিস : হাউজ ১২/ঙ/০৪, রোড/০২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। (কাজী অফিসের দক্ষিণ পাশে), মোবাইল নং ০১৬৭৮-৩১০০০০, ০১৭৪১-১৯১৪৭৫
রাজশাহী অফিস : আমচত্বর থেকে নওগাঁ রোড, নওহাটা, পবা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৪১-১৯১৪৭৫

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মে-জুন ২০২৬ মূল্য : ৩০ টাকা

কর্মী সম্মেলন ২০২৬

আসুন!
পবিত্র
কুরআন ও
ছহীহ
হাদীছের
আলোকে
জীবন
গড়ি

১১ই জুলাই
শনিবার
সকাল ৯-টা

জোনাকী
কনভেনশন হল
নয়াপল্টন, ঢাকা

প্রধান অতিথি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩। web: www.juboshongho.org

www.tawheederdak.com